NARSINGHA

ই-পেপার: www.ekdin-epaper.com

একদিন

EKDIN

এগিয়ে চলার সঙ্গী

৪ পুজোর সরকারি অনুদান আর বেশ কয়েকটি প্রশ্ন

ট্রেন দেরিতে চলায় ডায়মন্ড হারবার স্টেশনে অবরোধ ৬

কলকাতা ১ অগস্ট ২০২৪ ১৬ শ্রাবণ ১৪৩১ বৃহস্পতিবার অষ্টাদশ বর্ষ ৫৩ সংখ্যা ৮ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata 1.8.2024, Vol.18, Issue No. 53 8 Pages, Price 3.00

মৃত্যুপুরী ওয়েনাড়ে মৃতের সংখ্যা ছাড়িয়ে গেল ২৫০

এখনও নিখোঁজ প্রায় আড়াইশো, প্রাণের খোঁজে চলছে উদ্ধারকাজ

তিরুঅনন্তপুরম, ৩১ জুলাই: কেরলের ওয়েনাড়ে ভূমিধসের ঘটনায় মৃতের সংখ্যা ২৫০ ছাড়াল। উদ্ধারকাজ এখনও চলছে। কত জন আটকে রয়েছেন, কত জন নিখোঁজ তা স্পষ্ট নয়। তার মধ্যেই আরও ভারী বৃষ্টির সতর্কতা জারি করেছে মৌসম ভবন। ফলে উদ্ধারকাজে এই বৃষ্টি বাধা হতে পারে বলে মনে করছেন উদ্ধারকারীরা। স্থানীয় প্রশাসন সূত্রে খবর, ওয়েনাড়ের মেপ্পাড়ি এলাকায় ধ্বংসস্তূপের নীচ থেকে বুধবার বিকেল পর্যন্ত ২৫০ জনের দেহ উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে। শতাধিক মানুষকে উদ্ধার করে হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়েছে। এখনও নিখোঁজ প্রায় আড়াইশো মানুষ। তবে বিপর্যস্ত ওয়েনাড়ের উপর থেকে এখনই বিপদ কাটছে না। মৌসম ভবন জানিয়েছে, বৃহস্পতিবার পর্যন্ত ওয়েনাড় এবং তার পার্শ্ববর্তী এলাকায় ভারী বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা রয়েছে। জারি করা হয়েছে কমলা সতর্কতা। সেই সঙ্গে ৩০-৪০ কিলোমিটার বেগে ঝোড়ো হাওয়া বইতে পারে ওয়েনাড়ের উপর দিয়ে। কোথাও কোথাও সেই হাওয়ার গতিবেগ ঘণ্টায় ৫০ কিলোমিটার পর্যন্ত পৌঁছতে পারে।

দুর্যোগ এবং ভারী বৃষ্টির সতর্কতার কারণে কেরলের বিভিন্ন জেলায় বুধবার বন্ধ থাকবে সব স্কুল-কলেজ। পরিস্থিতি স্বাভাবিক না হলে বৃহস্পতিবারও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ থাকতে পারে বলে সরকারি সূত্রে খবর। রাজ্যে দু'দিনের শোক পালনের ডাক দিয়েছে পিনারাই বিজয়নের সরকার। অন্যদিকে, ধসের কারণে রাস্তাঘাটের অবস্থা শোচনীয়। বেশির ভাগ জায়গায় রাস্তা ধসে গিয়েছে। ফলে পুলিশ-প্রশাসন, বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনীকে উদ্ধারকাজে বেগ পেতে হচ্ছে। ভারতীয় সেনার হেলিকপ্টার ব্যবহার করা হচ্ছে উদ্ধারের কাজে। ভারী বৃষ্টি এবং প্রতিকূল অবস্থার মধ্যেই বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনী উদ্ধারকাজ চালিয়ে যাচ্ছে।

গত কয়েক দিন ধরে টানা বৃষ্টি হচ্ছে কেরলে। মনে করা হচ্ছে, এই বৃষ্টির কারণে মঙ্গলবার রাত ২টো থেকে ভোর ৪টের মধ্যে ওয়েনাড়ের মেপ্পাড়ি এলাকায় পর পর ধস নেমেছে। আর তার জেরে প্রায় কাদায় মিশে গিয়েছে গোটা এলাকা। ঘুমের মধ্যেই মৃত্যু হয়েছে বহু মানুষের। কিছু বুঝে ওঠার আগেই কাদামাটিতে চাপা পড়েছেন বাসিন্দারা।

একই দিনে মাত্র চার ঘণ্টায় পর পর তিন বার ধস নামায় ওয়েনাড়ের চেনা পাহাড়ি এলাকার ছবি নিমেষে পাল্টে গিয়েছে। এখন পাহাড়ি এলাকা শুধু কাদামাটি ঢাকা বধ্যভূমি। মঙ্গলবার সকাল থেকে সেই এলাকায় চলছে উদ্ধারকাজ। বাড়িঘর, দোকানের নীচে চাপা পড়ে থাকা বাসিন্দাদের উদ্ধারের চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে উদ্ধারকারী দল। নামানো হয়েছে সেনা।

ধস নিয়ে আগে থেকেই সতর্ক করেছিল কেন্দ্র: অমিত শাহ

নয়াদিল্লি, ৩১ জুলাই: ভূমিধস নিয়ে কেরল সরকারকে আগেই সতর্ক করেছিল কেন্দ্র। বুধবার রাজ্যসভায় এমনটাই দাবি করেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। তিনি জানান, কেরলে অত্যধিক বৃষ্টির পূর্বাভাস ছিল। তার প্রভাবে যে ধস নামতে পারে, আগেই তা বোঝা গিয়েছিল। ধস নিয়ে অন্তত এক সপ্তাহ আগে সতর্ক করা হয়েছিল কেরল সরকারকে। এমনকি, কেন্দ্র থেকে বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনীর ন'টি দলকেও আগেভাগেই পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছিল কেরলে। কিন্তু এত কিছু করা সত্ত্বেও সময়ে ব্যবস্থা নেয়নি কেরল সরকার। যদিও বিপর্যয়ের সময়ে কেরলের পাশেই আছে কেন্দ্র, জানিয়েছেন শাহ। বুধবার রাজ্যসভার অধিবেশনে যোগ দিয়েছিলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী। সেখানেই তিনি জানান, ওয়েনাড়ে ভূমিধসকাণ্ডের অন্তত এক সপ্তাহ আগে, গত ২৩ জুলাই কেন্দ্র কেরলের পিনারাই বিজয়ন সরকারকে এ নিয়ে সতর্ক করেছিল। ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস শুনেই পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছিল জাতীয় বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনীর ন'টি দল। শাহ বলেন, 'কেরলে আগেভাগেই বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনীর ন'টি দলকে পাঠানো হয়েছিল। কিন্তু কেরল সরকার সময় থাকতে মানুষকে নিরাপদ আশ্রয়ে সরানোর বন্দোবস্ত করেনি। তা করা হলে প্রাণহানি কিছুটা হ্রাস পেত।' সংসদে শাহ জানান, সারা বিশ্বে এমন চারটি দেশ রয়েছে, যারা প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের অন্তত এক সপ্তাহ আগে তা নিয়ে সতর্কতা জারি করতে পারে। ভারত তার মধ্যে অন্যতম। কেরলের ক্ষেত্রে সেই সুবিধা নেওয়া যায়নি। তবে কেরল সরকারের পাশে থাকার আশ্বাস দিয়েছেন শাহ। বলেন, 'ওয়েনাড়ের বিপর্যয়ের মোকাবিলার জন্য নরেন্দ্র মোদি সরকার কেরল সরকারের এবং কেরলের মানুষের পাশে রয়েছে। প্রয়োজনীয় সব রকমের সাহায্য করা হবে।'

শাহের দাবি খারিজ করলেন বিজয়ন

তিরুঅনন্তপুরম, ৩১ জুলাই: কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের দাবি খারিজ করে দিলেন কেরলের মুখ্যমন্ত্রী পিনারাই বিজয়ন। বুধবার সংসদে শাহ জানিয়েছিলেন, কেরলে অত্যধিক বৃষ্টির পূর্বাভাস ছিল। তার প্রভাবে যে ধস নামতে পারে, আগেই তা বোঝা গিয়েছিল। ধস নিয়ে অন্তত এক সপ্তাহ আগে সতর্ক করা হয়েছিল কেরল সরকারকে। কিন্তু কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই বিজয়ন স্পষ্ট ভাষায় বললেন, 'ওয়েনাড়ে ধসের সম্ভাবনা নিয়ে কেন্দ্রের তরফে কেরলকে কোনও সতর্কবার্তা পাঠানো হয়নি।' শাহের দাবি খারিজ করে বিজয়ন বলেন, 'কেন্দ্রীয় আবহাওয়া দপ্তর (আইএমডি)-এর তরফে ভূমিধসের কোনও পূর্বাভাস দেওয়া হয়নি। শুধু ওয়েনাড় জেলায় বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা সংক্রান্ত কমলা সতর্কতা জারি হয়েছিল। কার্যক্ষেত্রে বৃষ্টিপাত হয়েছে ৫০০ মিলিমিটারের বেশি। যা পূর্বাভাসের তুলনায় অনেক বেশি।' এর পরেই তাঁর 'তাৎপর্যপূর্ণ' মন্তব্য, 'মঙ্গলবার ভোরে ভূমিধসের পরেই অবশ্য ওই জেলার জন্য একটি লাল সতর্কতা জারি করা হয়েছিল।'

রাঙাপানিতে এবার লাইনচ্যুত মালগাড়ি

নিজস্ব প্রতিবেদন: ফিরল কাঞ্চনজঙ্ঘার দুর্ঘটনার স্মৃতি। ফাঁসিদেওয়ার রাঙাপানিতে লাইনচ্যুত মালগাড়ির দুটি কামরা। এই দুর্ঘটনার জেরে স্বাভাবিকভাবেই ওই লাইনে ব্যাহত রেল পরিষেবা। একাধিক দূরপাল্লার ট্রেন দেরিতে চলবে। কিছু ট্রেন বাতিলেরও আশঙ্কা দেখা দেয়। একের পর এক এহেন ঘটনায় প্রশ্নের মুখে রেলের ভূমিকা।

রেল সূত্রের খবর, বুধবার রাঙাপানির নুমালিগড় রিফাইনারি লিমিটেডের শেডের উদ্দেশ্যে যাচ্ছিল ট্রেনটি। সেই সময় মালগাড়ির দুটি বগি লাইনচ্যুত হয়। ঘটনার পরই শুরু হয়েছে উদ্ধারকাজ। রাঙাপানি রেলগেট বন্ধ রাখা হয়েছে। লাইনচ্যুত বগিগুলো সরানোর কাজ চলছে। ইতিমধ্যে ঘটনাস্থলে পৌঁছেছেন রেলকর্তারা। যদিও দুর্ঘটনার কারণ নিয়ে কেউই কিছু মন্তব্য করতে রাজি হননি।

প্রসঙ্গত, জুন মাসে রাঙাপানি এলাকাতেই মালগাড়ির ধাক্কায় দুমড়ে মুচড়ে গিয়েছিল কাঞ্চনজঙ্ঘা এক্সপ্রেস। রেলের তরফে জানানো হয়েছিল, সকাল ৫ টা বেজে ৫০ মিনিট থেকে রাঙাপানি ও আলুয়াবাড়ির মাঝের অটোমেটিক সিগন্যাল বন্ধ ছিল। ফলে সকাল থেকেই ট্রেন চলাচল হচ্ছিল অত্যন্ত ধীর গতিতে। পেপার লাইন ক্লিয়ার টিকিটের মাধ্যমে চলাচল করছিল ট্রেন। সকাল ৮ টা বেজে ২৭ মিনিট নাগাদ পেপার মেমো অর্থাৎ কাগুজে ছাড়পত্র পেয়েই রাঙাপানি স্টেশন ছেড়ে এগোয় কাঞ্চনজঙ্ঘা এক্সপ্রেস। পিছনে থাকা মালগাড়িটি ধাক্কা দেয় কাঞ্চনজঙ্ঘা এক্সপ্রেসে।

উদ্বেগ প্রকাশ মুখ্যমন্ত্রীর

নিজস্ব প্রতিবেদন: দেড় মাসের মধ্যে ফের ফাঁসিদেওয়ার রাঙাপানি এলাকায় দুর্ঘটনার কবলে মালগাড়ি। উত্তরবঙ্গে একের পর এক ট্রেন দুর্ঘটনা নিয়ে উদ্বিগ্ন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বুধবার এক্স হ্যান্ডেলে সেই উদ্বেগ প্রকাশ করেন। এই ঘটনায় এক্স হ্যান্ডলে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় লেখেন, 'আজ আরও একটা ট্রেন দুর্ঘটনা ঘটল। দুর্ঘটনাস্থল সেই উত্তরের ফাঁসিদেওয়ার রাঙাপানি। মাত্র ৬ সপ্তাহ আগে এই একই জায়গায় আরও একটি মর্মান্তিক ট্রেন দুর্ঘটনা ঘটেছিল। তাঁর আরও সংযোজন, 'যা হচ্ছে, আমরা তা নিয়ে ভীষণ উদ্বিগ্ন।'

'জাত' নিয়ে অনুরাগের মন্তব্যে সমর্থন

প্রধানমন্ত্রী মোদিকে স্বাধিকার ভঙ্গের নোটিস দিল কংগ্রেস

নয়াদিল্লি, ৩১ জুলাই: সরাসরি বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধির নাম না করে লোকসভায় তাঁর বিরুদ্ধে জাত তুলে মন্তব্য করে মঙ্গলবার বিতর্কে জড়িয়েছেন বিজেপি সাংসদ অনুরাগ ঠাকুর। এ বার সমাজমাধ্যমে অনুরাগের সেই বিতর্কিত বক্তৃতা সমর্থনের অভিযোগে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির বিরুদ্ধে সংসদে স্বাধিকারভঙ্গের অভিযোগে নোটিস দিল কংগ্রেস।

পঞ্জাবের জলন্ধরের কংগ্রেস সাংসদ তথা সে রাজ্যের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী চরণজিৎ সিং চন্নী বুধবার লোকসভা সচিবালয়ের প্রধানের দপ্তরে প্রধানমন্ত্রী মোদির বিরুদ্ধে স্বাধিকারভঙ্গের নোটিস জমা দিয়েছেন। নোটিসে চন্নী লিখেছেন, 'মঙ্গলবার স্পিকারের নির্দেশে সাংসদ অনুরাগ ঠাকুরের বক্তৃতার কিছু অংশ সভার কার্যবিবরণী থেকে বাদ দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু প্রধানমন্ত্রী মোদি অনুরাগের অসম্পাদিত বক্তৃতার পুরো ভিডিয়ো সমাজমাধ্যমে পোস্ট করেছেন।'

চন্নীর অভিযোগ, প্রধানমন্ত্রীর ওই পোস্ট স্পষ্টতই স্বাধিকারভঙ্গের ঘটনা। প্রসঙ্গত, এর আগে ২০২৩ সালের মার্চে বাজেট অধিবেশনের প্রথমার্ধে রাষ্ট্রপতির বক্তৃতা নিয়ে আলোচনার সময় প্রধানমন্ত্রী বলেছিলেন, 'আমি বুঝতে পারি না নেহরুর পরিবারের উত্তরপুরুষেরা কেন তাঁর পদবি ব্যবহার করেন না?' এর পরে তাঁর বিরুদ্ধে স্বাধিকারভঙ্গের প্রস্তাব এনেছিল কংগ্রেস।

বিজেপি সাংসদ অনুরাগ মঙ্গলবার রাহুলের নাম না করে তাঁর জাতগণনার দাবি প্রসঙ্গে বলেছিলেন, 'যার জাতের ঠিক নেই, সে এখন গণনার কথা বলছে।' অনুরাগের ওই মন্তব্য নিয়ে গোটা বিরোধী শিবির প্রতিবাদ জানায়। রাহুল বলেন, 'এ দেশে বঞ্চিত, গরিবের জন্য যে মুখ খুলেছে, তাকে গালিগালাজ শুনতে হয়েছে। আপনারা আমায় যত অপমান করুন, আমি ক্ষমা চাইতে বলব না। কিন্তু এই সংসদে জাতগণনা পাশ করিয়ে ছাড়ব।'

অনুরাগ ব্যাখ্যা দেন, তিনি কারও নাম বলেননি। সমাজবাদী পার্টির লোকসভার নেতা অখিলেশ যাদব অনুরাগকে প্রশ্ন করেন, 'আপনি কারও জাত কী, তা নিয়ে কী ভাবে প্রশ্ন তুলতে পারেন?' এর পরে মঙ্গলবার রাতে নিজের এক্স হ্যান্ডল থেকে অনুরাগের বক্তব্যের একটি ভিডিয়ো ক্লিপ পোস্ট করেন মোদি। সঙ্গে লেখেন, 'আমার তরুণ এবং উদ্যমী সহকর্মী শ্রী অনুরাগ ঠাকুরের এই বক্তৃতাটি সকলের শোনা উচিত। তথ্য ও হাস্যরসের নিখুঁত মিশেলে বিরোধী জোট 'ইন্ডিয়া'র নোংরা রাজনীতির মুখোশ খুলে দিয়েছেন তিনি।'

বাতিল করা হল আইএএস মনোনয়ন

বহিষ্কৃত হলেন পূজা

নয়াদিল্লি, ৩১ জুলাই: বিতর্কিত আইএএস পূজা খেড়করের নিয়োগ বাতিল করে দিল ইউনিয়ন পাবলিক সার্ভিস কমিশন (ইউপিএসসি)। আর কখনও কোনও ইউপিএসসি পরিচালিত পরীক্ষায় বসতে পারবেন না পূজা। বুধবার একটি বিবৃতিতে ইউনিয়ন পাবলিক সার্ভিস কমিশন জানিয়েছে, সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় জালিয়াতির অভিযোগে দোষী সাব্যস্ত হয়েছেন পূজা। সেই মতো গত ১৮ জুলাই তাঁকে শোকজ নোটিসও পাঠানো হয়েছিল। অভিযোগ ছিল, ইউপিএসসি পরীক্ষায় সংরক্ষণের সুবিধা নিতে শংসাপত্র জাল করে একাধিক বার পরীক্ষায় বসেছিলেন বছর চৌত্রিশের পূজা। প্রাথমিক ভাবে তাঁকে ২৫ জুলাইয়ের মধ্যে কারণ দেখাতে বলা হয়েছিল, তাতে আগামী ৪ অগস্ট পর্যন্ত সময় দেওয়ার অনুরোধ করেছিলেন পূজা। কিন্তু সেই আবেদন নাকচ করে ইউপিএসসি ৩০ জুলাই, বুধবার পর্যন্ত সময় দিয়েছিল তাঁকে। জানানো হয়েছিল, পূজার কাছে এটিই শেষ সুযোগ। এর পর তাঁর কোনও উপরোধ-অনুরোধ আর শোনা হবে না। বুধবারের বিবৃতিতে ইউপিএসসি জানিয়েছে, বাড়তি সময় দেওয়া সত্ত্বেও নির্ধারিত সময়ের মধ্যে কারণ দেখাতে ব্যর্থ হয়েছেন পূজা। তাই ২০২২-এর আইএএস নিয়োগ প্রক্রিয়ায় তাঁর নির্বাচন বাতিল করা হল এবং আজীবনের জন্য তাঁকে বহিষ্কার করা হল। ভবিষ্যতে এই পরীক্ষায় বসতে পারবেন না তিনি। ইউপিএসসি জানিয়েছে, পূজাকাণ্ডের পর ২০০৯ থেকে ২০২৩-এর মধ্যে নিযুক্ত ১৫০০০-এরও বেশি আমলার যাবতীয় নথি আবার খতিয়ে দেখেছে তারা।

রাজ্যের সচিব স্তরে রদবদল

নিজস্ব প্রতিবেদন: সচিব স্তরে বড়সড় রদবদল হল। নতুন শিক্ষা সচিব হলেন বিনোদ কুমার। তিনি পুর ও নগরোন্নয়ন দপ্তরের দায়িত্বে ছিলেন। এখনকার শিক্ষা সচিব মণিষ জৈনকে উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তরের প্রধান সচিব করা হল। নতুন পুর ও নগরোন্নয়ন সচিব হলেন গুলাম আলি আনসারি। তাঁর জায়গায় সংখ্যালঘু বিষয়ক এবং মাদ্রাসা শিক্ষা দপ্তরের দায়িত্ব পেলেন পি বি সেলিম। জিটিএ-এর নতুন প্রধান সচিব হলেন বিজয় ভাট্টি। এই পদে এতদিন ছিলেন সৌম্য পুরকাইত। তাঁকে সেট গেজেটিয়ার্সের দায়িত্ব দেওয়া হল। কারিগরি শিক্ষা দপ্তরের সিনিয়র স্পেশ্যাল সেক্রেটারি হলেন জয়সী দাসগুপ্ত।

ওয়েনাড়ের পাশে রাজ্যপাল

নিজস্ব প্রতিবেদন: ধসে বিপর্যস্ত কেরলের ওয়েনাড়ে নিজের এক মাসের বেতন দান করলেন রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস। কেরলের বাসিন্দা ছাড়াও সেখানে বসবাসকারী স্বজনহারা বাংলার মানুষদের জন্য শোকপ্রকাশও করেছেন তিনি। উল্লেখ্য, বর্তমানে তিনি কেরলেই আছেন। বিপর্যস্ত এলাকা পরিদর্শনের পাশাপাশি, ত্রাণ শিবির, হাসপাতাল ও মর্গ ঘুরে দেখেছেন তিনি। আহত মানুষদের সঙ্গে দেখা করার পাশাপাশি স্বজনহারা মানুষদের সঙ্গেও দেখা করেছেন।

জঙ্গলমহল সফর

নিজস্ব প্রতিবেদন: বিশ্ব আদিবাসী দিবসের অনুষ্ঠানে যোগ দিতে জঙ্গলমহল সফরে যাচ্ছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। আগামী ৯ অগস্ট ঝাড়গ্রাম স্টেডিয়ামে আদিবাসী দিবসের সরকারি অনুষ্ঠানে যোগ দেবেন তিনি। এই অনুষ্ঠান থেকেই একাধিক পরিষেবা প্রদান করারও কথা রয়েছে মুখ্যমন্ত্রীর। অসমর্থিত সূত্রের খবর, ঝাড়গ্রামে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর প্রশাসনিক কর্মসূচি রয়েছে একগুচ্ছ। জানা গিয়েছে রাজনৈতিক কর্মসূচিও রয়েছে মমতার। যদিও, তাঁর সফরসূচির কোনও নির্ঘন্ট দলের তরফে জানা যায়নি এখনও।

বিস্তারিত শহরের পাতায়

তেহরানে হামাস প্রধান ইসমাইল হানিয়াকে খুন

তেহরান, ৩১ জুলাই: তেহরানে বাড়িতে ঢুকে খুন করা হয়েছে হামাসের প্রধান ইসমাইল হানিয়াকে। বিবৃতি দিয়ে এমন দাবি করেছে স্বাধীনতাপন্থী প্যালেস্তাইনি গোষ্ঠী হামাস। শুধু তিনি একা নন, তাঁর দেহরক্ষীকেও গুলিতে ঝাঁঝরা করে দেওয়া হয়েছে। ইরানের রেভল্যুশনারি গার্ডও বুধবার সকালে হানিয়ার মৃত্যুর খবর নিশ্চিত করে।

হামাসের বিবৃতিতে দাবি করা হয়েছে, বুধবার ভোরে হানিয়ার ডেরায় হামলা চালানো হয়েছিল। তবে কে বা কারা হামলা চালিয়েছে তা নিশ্চিত নয়। তবে হামাসের দাবি, ইজরায়েলই হানিয়ার মৃত্যুর জন্য দায়ী। যদিও এ ব্যাপারে ইজরায়েল সরকারের তরফে কোনও বিবৃতি জারি করা হয়নি এখনও পর্যন্ত। হামাস এবং ইরান সেনার বিবৃতিতে দাবি করা হয়েছে, 'জিয়োনিস্ট'রা হানিয়ার বাড়িতে ঢুকে হামলা চালিয়েছে। ঘটনার তদন্ত করে দেখা হবে বলে জানিয়েছে তারা। উল্লেখ্য, ইরানের নয়া প্রেসিডেন্ট মাসুদ পেজশেকিয়ানের শপথ অনুষ্ঠানে যোগ দিতেই তেহরান গিয়েছিলেন হানিয়া। অতীতে হানিয়ার পরিবারের একাধিক সদস্যকে হত্যার অভিযোগ উঠেছিল ইজরায়েল সেনার বিরুদ্ধে। চলতি বছরের জুন মাসেই উত্তর গাজার আল-শাতি শরণার্থী শিবিরের পাশে হানিয়ার পরিবারের বাড়িতে ক্ষেপণাস্ত্র হামলা চালিয়েছিল তারা। সেই হামলায় হানিয়ার পরিবারের ১০ সদস্যের মৃত্যু হয়েছিল। ইজরায়েলি সেনার হামলায় তাঁর তিন পুত্রের মৃত্যু হয়েছিল। তার আগে হানিয়ার ভাই এবং ভাইপোও গাজায় ইজরায়েলি হামলার বলি হয়েছিলেন। বিগত প্রায় ১০ মাস ধরে গাজা ভূখণ্ডে বোমাবর্ষণ করে চলেছে ইজরায়েল। গাজা নগরী কার্যত পরিণত হয়েছে ধ্বংসস্তূপে। আল জাজিরা-র হিসাবে মৃতের সংখ্যা ৩৮,৮৪৫। আহত প্রায় ৮৮,২০০। যদিও অন্যান্য সূত্রের মতে, নিহতের সংখ্যা ইতিমধ্যেই ১,৮৬,০০০ ছাড়িয়ে থাকতে পারে। কবে থামবে মৃত্যুমিছিল, তার কোনও উত্তর নেই।

ডায়মন্ড হারবারে ফের প্রশাসনিক বৈঠক অভিষেকের

নিজস্ব প্রতিবেদন: নিজের লোকসভা কেন্দ্র ডায়মন্ড হারবারে আবার প্রশাসনিক বৈঠক করতে চলেছেন তৃণমূল সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। প্রশাসনিক সূত্রের খবর, আগামী ১০ অগস্ট, শনিবার ডায়মন্ড হারবারের রবীন্দ্র ভবনে ওই বৈঠক অনুষ্ঠিত হবে। যদিও বুধবার বিকাল পর্যন্ত এই সংক্রান্ত কোনও নির্দেশিকা প্রশাসনের তরফে জারি হয়নি। অভিষেক আপাতত সংসদের অধিবেশনের জন্য দিল্লিতে রয়েছেন। তৃণমূল সূত্রে খবর, অধিবেশন শেষ হলে কলকাতায় ফিরেই ডায়মন্ড হারবার নিয়ে বসবেন তিনি। বুধবার পর্যন্ত আনুষ্ঠানিকভাবে বিধায়ক বা অন্য জনপ্রতিনিধিদেরও বৈঠকের বিষয়ে কিছু জানানো হয়নি। তবে ডায়মন্ড হারবার লোকসভার অন্তর্গত একটি বিধানসভার বিধায়ক বলেন, 'বৈঠকের কথা শুনেছি। আমাদেরও ডাকা হবে। তবে এখনও আনুষ্ঠানিক ভাবে আমাদের কিছু জানানো হয়নি।' তৃণমূল সূত্রে খবর, নিজের সংসদীয় এলাকায় সরকারি প্রকল্পের 'বাস্তবায়ন' নিয়ে প্রশাসনিক বৈঠক করবেন অভিষেক। কোভিডের সময় থেকেই রাজ্য রাজনীতিতে আলোচ্য বিষয় 'ডায়মন্ড হারবার মডেল'। সেই মডেল নিয়ে তৃণমূলের মধ্যেই মত এবং পাল্টা মত ছিল। যেমন তিন বছর আগে অভিষেক-প্রণীত ডায়মন্ড হারবার মডেলের সমালোচনায় মুখর হয়েছিলেন শ্রীরামপুরের তৃণমূল সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়। পাল্টা অভিষেক- অনুগামীরা কল্যাণের কুশপুতুল পুড়িয়েছিলেন ভবানীপুরে। সে সব অবশ্য এখন অতীত। কল্যাণ এখন প্রকাশ্যেই স্বীকার করেন, অভিষেক 'পরিণত রাজনীতিক' হয়ে উঠেছেন। আর অভিষেকও ডায়মন্ড হারবার মডেলকে সজুত করতে ধারাবাহিকতা দেখিয়েছেন।

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন

নাম-পদবী

গত ৩০/০৭/২৪ S.D.E.M., সদর, হুগলী কোর্টে ৫০৭ নং এফিডেভিট বলে আমি Monirul Haque Mondal ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার পিতা Diluyar Hossain Mondal ও D. H. Mondal সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন।

নাম-পদবী

গত ২৬/০৭/২৪ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ১০০৩৪ নং এফিডেভিট বলে Mahadeb Jana S/o. Batakrishna Jana ও Mahadev Jana S/o. B. K. Jana সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ১১.০৬.২০২৪ Executive Magistrate, Sadar, Nadia কোর্টে ৪০৯৬ নং এফিডেভিট বলে আমার স্বামী Late Dinabandhu Thakur and Late Dindayal Thakur সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছে।

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন-মোবাইল ৯৩৩১০৫৯০৬০/ ৯০০৭২৯৯৩৫৩/ ৯৮৭৪০ ৯২২২০

আজকের দিনটি কেমন যাবে ?

আজ ১ লা আগস্ট, বৃহস্পতিবার। ১৬ ই শ্রাবণ। বৃহস্পতিবার। দ্বাদশী তিথি। জন্মে মিথুন রাশি। অষ্টত্তরি রবি র বিংশোত্তরী মঙ্গল র মহাদশা। মৃতে একপাদ দোষ।

মেষ রাশি : গ্রহ অবস্থান যা তাতে আজকের দিনটি খুব সাধারণ ভাবে কাটবে। যারা ইলেকট্রিক্যাল ব্যবসা করেন যারা মেকানিক্যাল ব্যবসা করেন, বাণিজ্যের সুযোগ আসবে--তবে আজকে নয়। প্রতিবেশীর সঙ্গে সুসম্পর্ক বজায় রেখে চলুন রাজনৈতিক ক্ষেত্রে বিশেষ দলের হয়ে মত প্রকাশ, না করা শুভ। সকালে পরিবারে শান্তির বাতাবরণ থাকলেও, গুপ্ত শত্রু ষড়যন্ত্র থাকবে। ওম নমঃ শিবায় বলুন শুভ হবে নিশ্চিত।

বৃষ রাশি : বিদ্যাযোগে অতীব শুভ। বিবাহের বিষয়ে যাদের কথা পাকা হওয়ার ছিল, তাদের সু-সম্পর্ক বজায় থাকবে। প্রেমিক যুগল শুভদিন। বাণিজ্য অর্থ প্রাপ্তির প্রবল সম্ভাবনা বিশেষত যারা জমি বাড়ি বাস্তু বিষয়ে কাজ করেন, ব্যবসা-বাণিজ্য বৃদ্ধির সম্ভাবনা প্রবল। অর্থপ্রাপ্তি নিশ্চিত। দুর্গা মায়ের নামকরণ।

মিথুন রাশি : বেতনভুক কর্মচারীদের ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের দেওয়া কাজ, শেষ করার জন্য সম্মান বৃদ্ধি যোগ। যারা এন জি ও তে কাজ করেন তাদের সম্মান বৃদ্ধি যোগ। অর্থবৃদ্ধির সম্ভাবনা ব্যবসায়ীদের ক্ষেত্রে, বিশেষত বিজ্ঞাপন দপ্তরে কাজ করেন তাদের অর্থ বৃদ্ধি। পরিবারের শান্তির বাতাবরণ গুপ্ত শত্রুর ষড়যন্ত্র থাকলেও বিশেষ কোনো অশুভ যোগ নেই। দেবী মহাকালীর নাম করুন নিশ্চিত শুভ হবে।

কর্কট রাশি : গ্রহ অবস্থান রাশিচক্র অনুসারে আজ খুবই সতর্ক থাকার দিন। বাড়িতে গৃহ-বিবাদ। কর্মে অশান্তি দায়ক পরিবেশ। ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কুনজর থাকবে। যারা পুলিশ-প্রশাসন-সেনা, সরকারি আধিকারিক তাদের সতর্ক হয়ে আজকের দিনটি বাক্য ব্যয় করা উচিত। সন্তানের বিদ্যালয়ে একটি সমস্যা দেখা দেবে, ঠান্ডা মাথায় ধৈর্য ধরে তা সমাধান করা উচিত, পরিচিত কোন মানুষের দ্বারা মনে কষ্টপ্রাপ্তির সম্ভাবনা। দুর্গা মায়ের নামকরণ শুভ হবে।

সিংহ রাশি : পারিবারিক যে সমস্যা দানা বেঁধেছিল তা সমাধান হয়ে পড়বে। বি পরিবারের প্রবীণ নাগরিকের বুদ্ধির দ্বারা অর্থ প্রাপ্তি সম্ভব। ব্যবসায় অর্থপ্রাপ্তি- বিশেষত যারা হোটেল-রেস্তোরা ব্যবসা করেন। জমি বাস্তু বিষয় অতীব শুভ। সমাজে সম্মান প্রাপ্তি এক প্রভাবশালী মানুষের দ্বারা কর্মে সফলতা প্রাপ্তি। বাড়ির গৃহ মন্দিরে ভগবান গণেশের উদ্দেশ্যে দূর্বা প্রদান করলে শুভ হবে।

কন্যা রাশি : কর্মের সুযোগ বৃদ্ধি। কর্ম প্রার্থী যারা, তাদের কাছে নতুন সুযোগের সম্ভাবনাময় কাল। পরিবারের শান্তির বাতাবরণ। ব্যবসা বৃদ্ধির সম্ভাবনা। নতুন চুক্তির সম্ভাবনা। প্রতিবেশী দ্বারা সম্মান প্রাপ্তি। যাকে কথা দিয়েছিলেন সে কথা রাখার জন্য, আজ বড় আর্থিক লাভ সম্ভাবনা। পরিবারে নারীর বুদ্ধির দ্বারা জয় লাভ। ভক্ত হনুমানজির চরণে আরতী করুন শুভ হবে।

তুলা রাশি : গ্রহ যোগ আজকে যা আছে তাতে নতুন বড় কোন ব্যবসায়িক চুক্তির সম্ভাবনা। বেতনভোগ কর্ম যারা করেন, তাদের সম্মান প্রাপ্তির দিন। বিশেষত বিজ্ঞাপন দপ্তরে যারা কাজ করেন, যাদের খাদ্যদ্রব্যের ব্যবসা, যাদের তরল পদার্থ এবং বাস্তু জমি বিষয় ব্যবসা তাদের লাভ প্রাপ্তির সম্ভাবনা, বিদ্যা যোগ। শুভ উচ্চ বিদ্যা যোগ। সুখ বৃদ্ধি কর্মের আবেদন যারা করছেন তাদের কাছে, নতুন পথের সম্ভাবনা। ধৈর্য ধরে নারীর বুদ্ধিতে এগিয়ে চলুন নিশ্চয়ই শুভ হবে। বাড়ির গৃহ মন্দিরে মহাকালীর উদ্দেশ্যে পুজো পাঠ করুন শুভ হবে।

বৃশ্চিক রাশি : আজ সতর্ক থাকার দিন। গুপ্ত শত্রুর ষড়যন্ত্র প্রবল আকার নেবে, বুদ্ধির দ্বারা প্রবীণ মানুষের সহযোগিতার দ্বারা ছলে বলে কৌশলে, শত্রুকে পরাজিত করতে পারবেন। বাণিজ্যে নতুন ভাবে লগ্নী করা উচিত নয়, সন্তানের কারণে পরিবারে অশান্তির যোগ। এক গৃহ শিক্ষকের কারণে ভুল বোঝাবুঝি। বেতন ভোগ কর্মচারীদের কোন পরিস্থিতিতেই তর্ক ও বিতর্কে না জড়িয়ে এই বিষয়কে এড়িয়ে যাওয়া মঙ্গলজনক। পরিবারে তর্কবিতর্কের সম্ভাবনা। বাড়ির গৃহ মন্দিরে দেবী দুর্গা মায়ের উদ্দেশ্যে ভজন কীর্তন আরতী করুন নিশ্চয়ই শুভ হোক তৈরি হবে।

ধনু রাশি : পরিবারের শান্তির বাতাবরণ। ব্যবসা-বাণিজ্য অর্থ লাভ। বেতনভোগ কর্মচারীদের সম্মান প্রাপ্তি এবং অর্থ লাভ বিশেষত যারা বৈধভাবে পশু পাখির ব্যবসা করেন। যারা কাচের দ্রব্যের ব্যবসা করেন। যারা তরল পদার্থ, জল দ্রব্যের ব্যবসা করেন তাদের অর্থ প্রাপ্তি নিশ্চিত। প্রবীন মানুষ যিনি উ চিকিৎসার জন্য কোথাও ছিলেন তিনি আজ বাড়ি ফেরার সম্ভাবনা। বাড়ির গৃহ মন্দিরে তিনটি প্রদীপ জেলে ভগবান বিষ্ণুর উদ্দেশ্যে ভজন কীর্তন আরতি করুন নিশ্চয়ই শুভ হবে।

মকর রাশি : আয় এর থেকে ব্যায় বৃদ্ধি। আজ সামান্য কথাতে তর্কের সম্ভাবনা। আপনার ভেতরের শৈল্পিক মানসিকতা কিছু মানুষের ঈর্ষা র কারণ হয়ে পড়বে। ইনস্টিটিউট বা বিদ্যা বিষয়ক ব্যবসা-বাণিজ্যে যারা আছেন তাদের সফলতা থাকবেই। বাড়ি জমি বাস্তু বিষয় শুভ চিন্তা হবে। নতুন এক সম্পর্কের দ্বারা অর্থপ্রাপ্তি সম্ভব বাড়ির গৃহ মন্দিরে পাঁচটি প্রদীপ জ্বালুন পঞ্চদীপ জেলে আরতি কোন নিশ্চয়ই শুভ হবে।

কুম্ভ রাশি : গত দিনের যে অস্থিরতা ছিল আজ তার শান্তির বাতাবরণে থাকবে। আজ গ্রহ সংস্থান যা আছে সম্মান প্রাপ্তির দিন। অর্থ প্রাপ্তির দিন বুদ্ধির দ্বারা জয়ী উ হবার দিন। প্রবীণ নাগরিকের সহযোগিতায় আজ প্রতিবেশীর দ্বারা সম্মান প্রাপ্তি নতুন কর্মের সুযোগ। বাণিজ্যের লগ্নী করতে পারেন অসুবিধা নাই। যারা আমন্ত্রণ অনুসন্ধান বিভাগে কাজ করেন তাদের খুবই শুভ যোগ। প্রশাসনিক কর্মে যারা কাজ করেন তাদেরও শুভ যোগ। বিদ্যা যোগের শুভ। গৃহবধূদের জন্য শুভ। বাড়ীর গৃহ মন্দিরে তিনটি প্রদীপ জেলে, আতপ চাল সহ দেবদেবীদের উদ্দেশ্যে নিবেদন করুন নিশ্চয়ই শুভ হবে।

মীন রাশি : মানসিকভাবে কোন সংবাদে দুঃখ পেতে পারেন। যে কাজটা আটকে গেল, যে কাজের জন্য আপনি কিছু সময় পরিশ্রম করেছেন, সেই বিষয়ে হয়তো ভবিষ্যতে কোন সুযোগ আসবে। আজকে গ্রহ সংস্থান বলছে খুব সতর্ক হয়ে চলা ভালো। যাকে বিশ্বাস করেছেন তিনি অবিশ্বাসের কাজ করতে পারেন। বিবাহে ডিভোর্সের যে মামলা চলছে, সেই বিষয়ে আজ কোন মতামত না দেওয়া শুভ। বাড়ির গৃহ মন্দিরে পাঁচটি প্রদীপ জ্বালুন পঞ্চ প্রদীপ দিয়ে আরতি করুন নিশ্চয়ই শুভত্ব তৈরি হবে।

(লোকমান্য বালগঙ্গা ধর তিলকে র প্রয়াণ দিবস।
প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুরের প্রয়াণ দিবস।)

ঘোষণা- এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের সত্যতা সম্পর্কে এজেন্ট বা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ কোনওভাবে দায়বদ্ধ নয়।

E-Tender

E- Tenders are invited by the Prodhan, Shikarpur Gram Panchayat (Under Karimpur- I Panchayat Samity), Shikarpur, Nadia. **NIET No. 04/15th CFC/ Shikarpur/ 2024-25,** Last date of submission **08.08.2024 up to 6p.m.** visit **www.wbtenders.gov.in** For details please contact to the office.

Sd/- Prodhan,
Shikarpur Gram Panchayat.

E-Tender

E- tender invited by the Prodhan, Natidanga- II Gram Panchayat (Under Karimpur-II Panchayat Samity), Thanarpara, Nadia. **NIET NO. 05/ Nati- II/15th CFC/2024-25,** Last date of submission **09.08.2024 up to 5 p.m.** For details please contact to the office or visit **www.wbtenders.gov.in**

Sd/- Prodhan,
Natidanga- II Gram Panchayat.

॥ বিজ্ঞপ্তি ॥

আমমোক্তার নামা

শ্রী অমিত রায়চৌধুরী পিতা- ৺জ্যোতিরিন্দ্র নারায়ন রায়চৌধুরী সাকিম ১৫৬/১ শম্ভু দাসগুপ্ত সরনী (৫১, দ্বারিক জঙ্গল রোড), পোঃ ভদ্রকালী, থানা উত্তরপাড়া, জেলা হুগলী, পিন- 712232, বিগত ইং 28/03/2024 তারিখে এ.ডি.এস.আর, চুঁচুড়া, হুগলী অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত I-3584/ 2024 নং আমমোক্তার দলিল মূলে আমার মক্কেলকে (**শ্রী বিশ্বনাথ গোস্বামী** পিতা – **শ্রী শক্তিপদ গোস্বামী** সাকিম- বারুইপাড়া, পোঃ- পাটুলীগ্রাম, থানা- বলাগড়, জেলা- হুগলী, পিন ৭১২৫০১) ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত করেন ও নিম্নবর্ণিত তপশীল সম্পত্তি উক্ত আমমোক্তারনামা বলে আমার মক্কেল বিক্রয় করিতেছেন।

তপশীল - জেলা হুগলী, থানা বলাগড়, মৌজা সুখড়িয়া, জে. এল.- 96, হাল এল.আর. খতিয়ান – 1115, ১) আর. এস. তথা যাহা হাল এল. আর. 602 দাগে শুনা জমি ষোল আনায় 08 শতক এবং ২) আর. এস. তথা যাহা হাল এল. আর. 603 দাগে শুনা জমি ষোল আনায় 62 শতকের মধ্যে 0.4354 অংশে 27 শতক আমমোক্তারকৃত সম্পত্তি হইতেছে। এতদ্বারা সকলকে অবগত করা যাইতেছে যে, উক্ত তপশীলভুক্ত জমিটি বিক্রয়ের পর ক্রেতাগণ তাদের নিজ সম্পিত্তি নিজ নিজ নামে নাম পত্তন করিবার জন্য বি.এল এ্যান্ড এল.আর.ও. বলাগড় অফিসে আবেদন করিতে পারিবেন, ইহাতে কাহারও কোন আইনানুগত আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রচার হইবার ১ মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ঠ অফিসে আপত্তি জানাইতে পারিবেন, অন্যথায় নিয়ম অনুসারে কার্য্য হইবে।

ইতি- **তাপস কুমার মন্ডল**
উকিলবাবু
জেলা জজ আদালত,চুঁচুড়া, হুগলী

॥ বিজ্ঞপ্তি ॥

In the Court of the District Delegate, Kharagpur
Suc. Case No. 57 of 2022
Date fixed 05.08.2024

আল্পনা দলুই ও অন্যান্য ...আবেদনকারিণী

এতদ্বারা সর্বসাধারণকে জানানো যাইতেছে যে, **মীনা রাণী দলুই** গত ইং ০৫.০৬.২০১২ তারিখে হিজলী কো-অপারেটিভ সোসাইটি অধীন, প্রেমবাজারে পরলোক গমন করায় তাহার ত্যক্ত ১২৫/- টাকা পাইবার হকদার হিসাবে উক্ত দরখাস্তকারীগণ আদালতে আবেদন করিয়াছেন।

উক্ত বিষয়ে যদি কাহারো আপত্তি থাকে, তবে তিনি অত্র নোটিশ প্রকাশের ৩০ দিনের মধ্যে উক্ত আদালতে হাজির হইয়া আপত্তি দাখিল করিবেন। অন্যথায় আইন আমলে আসিবে।

Schedule

The Hijli Co-operative Development Society Ltd., P.O. Hijli Co-op. - 721306, P.S. Kharagpur (T), Dist. Paschim Medinipur. Regd. No. Mid. 62/1947. **Share Certificate:** 5 (five) Shares of Rs. 25/- each dated 26.02.1961, numbered 2141 to 2145, Number of Shares - 5* Rs.25/- = Rs.125/-, **Total = Rs.125/-**

অনুমত্যানুসারে
মদন মিশ্র (সেরেস্তাদার)
ডিস্ট্রিক্ট ডেলিগেট আদালত,
খড়্গপুর, ১৫.০৬.২০২৪

বিজ্ঞপ্তি

আমি মিলন কুমার শর্মা, পিতা- রাধেশ্যাম শর্মা সাকিন-গোলবাজার, পোষ্ট ও থানা- খড়গপুর, জেলা- পশ্চিম মেদিনীপুর গত ২১/০৩/২০১৩ তারিখ ADSR Kharagpur অফিসের ১০১ নং রেজিষ্ট্রিকৃত আমমোক্তার দলিল দ্বারা আমি মিলন কুমার শর্মা, সুমিত দে, পিতা- কার্ত্তিক চন্দ্র দে পেশা- ব্যবসা, সাকিন ও পোষ্ট- ইন্দা, থানা ও সবরেজিষ্ট্রি - খড়গপুর, জেলা- পশ্চিম মেদিনীপুর বরাবর একখণ্ড আমোক্তার প্রদান করিলাম যে, জেলা- পশ্চিম মেদিনীপুর, থানা ও সাব রেজিষ্ট্রি অফিস- খড়গপুর- মৌজা- ইন্দা, জে. এল. নং ২৩২, আর. এস স্বত্ব নং ৮৩, আর.এস দাগ নং ২২৬৭, এল.আর দাগ নং- ৬১২৮ বাস্তু ভুমি ৩৬ ডেসিমেলের মধ্যে ৩০ ডেসিমেল জমি বিক্রয়ের জন্য তোমার বরাবর আমোক্তার প্রদান করিলাম আমার নিযুক্ত উক্ত আমোক্তারনামা উক্ত সম্পত্তি বিভিন্ন ক্রেতাগনকে বিক্রয় করিলে ও ক্রেতাগন তাহা তাহাদের নিজ নামে রেকর্ড করিলে তাহা বৈধ বলিয়া গন্য হইবে।

Drafted by
Dipankar Pati
Advocate
Judge's Court Midnapore
Mobile No. 9932938696
30/07/24

॥ বিজ্ঞপ্তি ॥

আমমোক্তার নামা

১) শ্রী শচীন্দ্রনাথ কর্মকার ওরফে শচীন কর্মকার ২) সন্দীপ কর্মকার ৩) অশোক কর্মকার পিতা – ৺বিষ্টুচরণ কর্মকার ওরফে বিষ্ণুপদ কর্মকার সাকিম- আনন্দনগর বাঁকিপুর, পোঃ সোমড়া, থানা বলাগড়, জেলা – হুগলী, পিন-৭১২১২৩, বিগত ইং-04/04/2024 তারিখে হুগলী এ.ডি.এস.আর, চুঁচুড়া অফিসে I-3678/2024 নং আমমোক্তার দলিল মূলে আমার মক্কেলগণকে (**১)শ্রী সন্দীপ পাল** পিতা- ৺নিমাই পাল **২) শ্রী দিলীপ দেবনাথ** পিতা- ৺ধীরেন্দ্রনাথ দেবনাথ সাকিম বালিগড়ি, পোঃ সোমড়া, থানা বলাগড়, জেলা হুগলী-712123)- ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত করেন ও নিম্নবর্ণিত তপশীল সম্পত্তি উক্ত আমমোক্তারনামা দলিল বলে মক্কেলগণ বিক্রয় করিতেছেন।

তপশীল – জেলা হুগলী, থানা বলাগড়, মৌজা সোমড়া, জে.এল.-37, হাল এল. আর 954, 955, 956, 426/1, 427/1 ও 428/1 খতিয়ানে, ১)সাবেক 466 ও হাল 810 দাগে শালি জমি 41 শতকের মধ্যে 34 শতক, ২) সাবেক 461 ও হাল 781 দাগে 21 শতকের মধ্যে 0.80 শতক, আমমোক্তারকৃত সম্পত্তি হইতেছে। এতদ্বারা সকলকে অবগত করা যাইতেছে যে, উক্ত আমমোক্তারনামার বিরুদ্ধে কাহারও কোন আইনানুগত আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রচার হইবার ১ মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ঠ অফিসে আপত্তি জানাইতে হইবে।

ইতি- **তাপস কুমার মন্ডল**
উকিলবাবু
জেলা জজ আদালত,চুঁচুড়া, হুগলী

॥ বিজ্ঞপ্তি ॥

আমমোক্তার নামা

এতদ্বারা সকলকে অবগত করা হইতেছে যে **১. ভারতী দাস, ২. বিশ্বজিৎ দাস,** ১নং স্বামী ও ২নং পিতা – কৃষ্ণচন্দ্র দাস, উহাদের নিকট হইতে বিগত ইং ১১/০২/২০১৮ তারিখে D.S.R-I হুগলী অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত IV নং বহির, ৯০নং আমমোক্তারনামা দলিলের বলে ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার হন **অভিজিৎ ঘটক,** পিতা – কৃষ্ণদাস ঘটক তাহার পর তিনি অর্থাৎ **অভিজিৎ ঘটক** আমার মক্কেলদের **১. বঙ্কিম চন্দ্র সরকার,** পিতা – বলরাম সরকার এর কাছে বিগত ইং ২৭/০৮/২০১৯ তারিখে D.S.R-I হুগলী অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত ১নং বহির, ৯৩৫০ নং দলিল মূলে ২ কাঠা ১১ ছটাক ২৮ বর্গফুট জমির বিক্রয় করেন। **২. মঞ্জু রানী সরকার,** স্বামী – দ্বিজেন সরকার এর কাছে বিগত ইং ১১/০৬/২০২২ তারিখে A.D.S.R হুগলী অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত ১নং বহির, ২৬১১ নং দলিল মূলে ২ কাঠা ১ ছটাক ৭ বর্গফুট জমির বিক্রয় করেন। **৩. শ্রীমন্ত হালদার,** পিতা – গোবর্দ্ধন হালদার এর কাছে বিগত ইং ০৫/১২/২০২২ তারিখে A.D.S.R হুগলী অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত ১নং বহির, ৭৫৭৯ নং দলিল মূলে ১ কাঠা ১৩ ছটাক ৩৪ বর্গফুট জমির বিক্রয় করেন। উক্ত সম্পত্তির তপশীল জেলা – হুগলী, থানা –মগরা, মৌজা –হাঁসঘড়া, জে.এল. নং- ২১, এল.আর. দাগ নং –৪২১, খতিয়ান নং- ৯৩

আমার মক্কেলরা ক্রয়করা উক্ত সম্পত্তি মালিক ও দখলীকার হইয়া চুঁচুড়া-মগরা ব্লক -এর বি এল এন্ড এল আর ও অফিসে নিজ নামে মিউটেশনের আবেদন করিয়াছে কাহারও যদি কোনো আইনানুগ আপত্তি বা অধিকার থাকে তার জন্য সঠিক পদক্ষেপ গ্রহন করুন ১ মাসের মধ্যে।

ইতি- **তাপস কুমার মন্ডল**
উকিলবাবু
জেলা জজ আদালত, চুঁচুড়া, হুগলী

নোটিশ

এতদ্বারা বিজ্ঞাপিত হচ্ছে যে, শ্রী সাধন সাহা, সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমির পরিমাণ ২ কাঠা কমবেশি, অবস্থিত মৌজা : নগরথুবা, দাগ নং ৫৫৬, এলআর খতিয়ান নং ১৫৫, জেএল নং৮১, আরএস নং ৩২১, আরএস তৌজি নং ৫২৮৭ এবং এলআর তৌজি নং ১৪, হাবড়া পুরসভা অধীন, থানা : হাবড়া, এডিএসআর হাবড়া এবং ডিএসআর বারাসত, জেলা :উত্তর ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ এর সম্পূর্ণ স্বত্বাধিকারী; সংশ্লিষ্ট সম্পত্তি স্বত্বাধিকারী শ্রী বিতান কুমার ঘোষের কাছ থেকে বিক্রয় দলিল তারিখ ১৭.০২.২০২২ অনুযায়ী রেজিস্ট্রিকৃত এডিএসঅআর অফিস হাবড়া এবং নথিভুক্ত বুক নং ১, ভল্যুম নং ১৫০৮-২০২২,পৃষ্ঠা ৩১৯২২ থেকে ৩১৯৩৯, দলিল নং ১৫০৮০১১২৯-২০২২ সালের অনুযায়ী অধিগৃহীত।

যেকোনও ব্যক্তির সংশ্লিষ্ট সম্পত্তি সম্পর্কে কোনও অধিকার, স্বত্ব, স্বার্থ, দাবি বা অন্য অধিকার কোনওভাবে থাকলে এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ থেকে ৭ দিনের মধ্যে প্রামাণ্য নথি সহ লিখিতভাবে নিম্ন স্বাক্ষরকারীর নিকট জানাতে পারেন অন্যথায় ব্যর্থ হলে সংশ্লিষ্ট দাবি গ্রাহ্য হবে না।

শ্রী সুশান্ত মজুমদার, অ্যাডভোকেট
এমএম অ্যাসোসিয়েটস
কারনানি ম্যানসন
রুম নং : ৫২৮, ৬ষ্ঠ তল,
২৭এ পার্ক স্ট্রিট,
কলকাতা : ৭০০০১৬

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন গ্রহণ কেন্দ্র

উত্তর ২৪ পরগনা

অ্যাড কানেক্সন
সন্তোষ কুমার সিং
হোম নং -৩, বিএল নং-১৮, মেঘনা মোড়, পোস্ট ও থানা-জগদ্দল, উত্তর ২৪ পরগনা, ফোন- ৮৩৩৬০ ৮৮৭২১
ইমেইল- **adconnexon@gmail.com**

এ.এন. বিজ্ঞাপন গ্রহনকেন্দ্র
সেখ আজাহার উদ্দিন, বারাসাত, জেলা- উত্তর ২৪ পরগনা, কলকাতা-৭০০১২৪, মোঃ- ৯৭৩৩৬৫২৬৩৬

হুগলি

মা লক্ষ্মী জেরক্স সেন্টার, সর্বাণী চ্যাটার্জি, ঠিকানা কোর্টের ধার ওল্ড জেলা পরিষদ, চুঁচুড়া, জেলা হুগলি, পিন: ৭১২১০১, মোঃ ৯৪৩৩১৬৮৯১৮।

জিৎ অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সি, প্রসেনজিৎ সামন্ত, ঠিকানা- দলুইগাছা, সিঙ্গুর, বন্ধন ব্যাঙ্কের পাশে, জেলা- হুগলী, পশ্চিমবঙ্গ, মোঃ ৯৮৩১৬৯৯২৪৪

নদিয়া

টাইপ কর্ণার, নিরঞ্জন পাল, ঠিকানা : কালেক্টরি মোড়, এসপি বাংলোর বিপরীতে, পোঃ কৃষ্ণনগর, জেলাঃ নদিয়া, পিন: ৭৪১১০১, মোঃ ৯৪৭৪৩৩৪৯৭৮

রাজ টেলিকম, অমিতাভ বিশ্বাস, ঠিকানা: করিমপুর, জেলা নদিয়া, মোঃ ৯৪৩৪৪২০৬৮৬/ ৯০৯৩৬৮৮৫৩০।

সুজয়া উদ্যোগ সমূহ, শ্রীধর অঙ্গন, বাজার রোড, নবদ্বীপ, নদিয়া-৭৪১৩০২, মোঃ ৯৩৩৩২২০৬৫৯।

অবসর, ডি. বালা, চাকদহ, নদিয়া। মোঃ ৭৪০৭৪৮০১০৮।

সবিতা কমিউনিকেশন, প্রোঃ- রুমা দেবনাথ মজুমদার, ৪/১ প্রাচীন মায়াপুর ৩য় লেন, পোস্ট ও থানা- নবদ্বীপ, জেলা- নদীয়া, পিন-৭৪১৩০২, মো-৮১০১৩ ৭৩৫৮১

জলের অপচয় রুখতে এবার কঠোর আইন আনছে রাজ্য

নিজস্ব প্রতিবেবদন: জলের অপচয় রুখতে এবার কঠোর আইন প্রণয়ন করবে রাজ্য সরকার। বুধবার বিধানসভায় প্রশ্নোত্তর পর্বে একথা জানান জনস্বাস্থ্য কারিগরি মন্ত্রী পুলক রায়। একইসঙ্গে, জন প্রতিনিধিদের অনুরোধ করেন, তাঁরা যেন তাঁদের এলাকার সাধারণ মানুষকে জলের অপচয় বন্ধ করতে আবেদন করেন। এদিন বিধানসভার প্রশ্নোত্তর পর্বে পুলক রায় বলেন, 'জলের অপচয় বন্ধ করতে বিধানসভায় আমরা বিল এনে আইন প্রণয়ন করাবো।' পাশাপাশি এদিন বিধানসভায় জনস্বাস্থ্য কারিগরি মন্ত্রী জানান, ২০২৫-এর মধ্যে সারা বাংলায় পরিশ্রুত পানীয় জল সরবরাহ করা হবে।

প্রসঙ্গত, জলের অপচয় বন্ধ করে এর আগে কলকাতা পুরসভার তরফ থেকে জলের মিটার বসানোর উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছিল। এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাঙ্কের ঋণের কোটি টাকায় জলের চাপ পরিমাপের জন্য এবং অপব্যয় রুখতে বসানো হয়েছিল এই মিটার। এই প্রকল্পের নাম দেওয়া হয়েছিল ওয়াটার লস ম্যানেজমেন্ট। ১০৭, ১০৮, ১০১ ও ১১০ নম্বর ওয়ার্ডে পাইলট প্রজেক্ট হিসাবে ১০ হাজারের বেশি বাড়িতে এই মিটার বসানো হয়েছিল।

এদিন বিজেপি বিধায়ক চন্দনা বাউড়ির অভিযোগ খারিজ করে মন্ত্রী দাবি করেন, বাড়িতে বাড়িতে জলের সংযোগ দেওয়ার কাজ তৃণমূলের লোকেরা করেন না, ইঞ্জিনিয়াররা করেন। মন্ত্রী জানান, সুনির্দিষ্টভাবে বাড়ি গুলোর নাম জানালে ২৪ ঘণ্টার মধ্যে তাঁর বাড়িতে জল পৌঁছে দেওয়া হবে। এদিকে, এই রাজ্যের ৮টি জেলার ৮৩টি ব্লক আর্সেনিক দূষণের জন্য চিহ্নিত করা হয়েছে। সেইসঙ্গে ৭ জেলার ৪৩ টি ব্লককে ফ্লোরাইড প্রবণ হিসাবে চিহ্নিত বলে জানিয়েছেন জনস্বাস্থ্য কারিগরি মন্ত্রী। সে কারণেই ভূগর্ভস্থ জল তোলার ব্যাপারে নলকূপ বসানোয় নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে। বিজেপির বিধায়ক বিশ্বনাথ কারকের এক অতিরিক্ত প্রশ্নের জবাবে মন্ত্রী আরও বলেন, জাপানি ব্যাংকের সাহায্যে খরা প্রবণ পুরুলিয়া জেলার পাঁচটি ব্লকে পানীয় জলের সমস্যা সমাধানে কাজ চলছে। এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাংকের সহযোগিতায় জল প্রকল্পের কাজ চলছে এই চারটি জেলায়-বাঁকুড়া, পূর্ব মেদিনীপুর ও দক্ষিণ ২৪ পরগণা এবং উত্তর চব্বিশ পরগণা জেলাতে। পানীয় জল সরবরাহের পাশাপাশি প্রতি মুহূর্তেই জলের নমুনা পরীক্ষা করা হয়ে থাকে রাজ্য জুড়ে। এ জন্য মোট ২১৭ টি ল্যাবরেটরি রয়েছে।

অশান্তির কারণে বাতিল হল কলকাতা-খুলনা বন্ধন এক্সপ্রেস

নিজস্ব প্রতিবেদন: বাংলাদেশের অগ্নিগর্ভ পরিস্থিতি আপাতত কিছুটা শান্ত হয়েছে। হাইকোর্টের রায় জনতার পক্ষেই। তবু পরিচালন ব্যবস্থা স্বাভাবিক হতে এখনও যে সময় লাগবে তা বোঝা যাচ্ছে রেল পরিষেবার দিকে তাকালেই। মৈত্রী এক্সপ্রেসের পর এবার বাতিল হল কলকাতা-খুলনা বন্ধন এক্সপ্রেস। কলকাতা থেকে খুলনাগামী ১৩১২৯ বন্ধন এক্সপ্রেস এবং খুলনা থেকে কলকাতাগামী বন্ধন ১৩১৩০ এক্সপ্রেস।

বাংলাদেশ রেলওয়ে সূত্রে খবর, ১৩১২৯ কলকাতা-খুলনা বন্ধন এক্সপ্রেস যে ট্রেনটি ১ অগস্ট কলকাতা থেকে থেকে ছাড়ার কথা ছিল এবং ১৩১৩০ খুলনা -কলকাতা বন্ধন এক্সপ্রেস যে ট্রেনটির ১ অগস্ট কলকাতাতে পৌঁছানোর কথা ছিল, সেই দু'টি বাতিল থাকবে।

নির্যাধারিত সময়ে ট্রেন না চলায় যাত্রীদের অসুবিধার কথা স্বীকার করে ক্ষমা প্রার্থনা করেছে রেল দফতর। দুই বাংলার মধ্যে যোগাযোগ স্বাভাবিক হতে সময় লাগবে আরও কিছুদিন, এমনই ইঙ্গিত রেলের।

একইসঙ্গে রেল সূত্রে জানানো হয়েছে, নিম্নোক্ত শর্তাবলী সাপেক্ষে বাতিল ট্রেনের ভাড়ার সম্পূর্ণ অর্থ ফেরত দেওয়া হবে। আর এক্ষেত্রে কলকাতা শহরের সংশ্লিষ্ট টিকিট কাউন্টার থেকে কেনা টিকিটের সম্পূর্ণ অর্থ ফেরত শুধুমাত্র কলকাতার বিশেষ টিকিট কাউন্টার গুলিতেই প্রদান করা হবে। তবে হারানো বা মিসপ্লেসড টিকিটের কোনও ফেরত দেওয়া হবে না।

নিখোঁজদের খোঁজ মিলবে পুলিশের অ্যাপে

নিজস্ব প্রতিবেদন: প্রতিদিন রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে দুর্ঘটনার বলি হন বহু মানুষ। অনেক ক্ষেত্রেই তাঁদের পরিচয়ও জানতে পারেন না তদন্তকারীরা। এদিকে পরিবারও প্রিয়জনের অপেক্ষায় থাকেন। এই সমস্যা সমাধানে এবার পুলিশের অস্ত্র নয়া অ্যাপ।

এদিকে পুলিশ প্রশাসন সূত্রে খবর, সিআইডির তত্ত্বাবধানে তৈরি করা হয়েছে একটি অ্যাপ। এই অ্যাপটি ব্যবহারের জন্য প্রতি থানায় একটি করে ট্যাব বরাদ্দ করা হয়েছে। এই ট্যাবে কোথাও দুর্ঘটনায় মৃত্যুর ঘটনা ঘটেছে থানার তরফে মৃতের ছবি, ঘটনাস্থল-সহ যাবতীয় তথ্য আপলোড করা হবে। ওই অ্যাপ থেকে আমজনতা দেখতে পারবেন সমস্ত ছবি-তথ্য। ফলে যাদের পরিবারের সদস্যরা নিখোঁজ, তাঁরা অ্যাপেই দেখে নিতে পারবেন মৃতদের মধ্যে তাঁদের প্রিয়জন আছেন কি না। থাকলে যোগাযোগ করতে পারবেন সংশ্লিষ্ট থানায়।

এবিষয়ে পুলিশের তরফে বলা হয়, যাদের পরিবারের সদস্যরা নিখোঁজ তাঁরা এই অ্যাপটি ডাউনলোড করে সেখানে অজ্ঞাত পরিচয় দেহ গুলোর ছবি দেখতে পারবেন। এতে সকলেরই সুবিধা হবে। এই অ্যাপ তৈরির সিদ্ধান্ত নেওয়ার কারণেই পিছনে রয়েছে বাগুইআটির দুই কিশোরের মৃত্যুর ঘটনা। নিখোঁজ হওয়ার পর দু-প্রান্ত থেকে তাঁদের দেহ উদ্ধার হয়। ১০ দিন পর সেই দেহ শনাক্ত করে পরিবার। এই ধরনের ঘটনা এড়াতেই এই অ্যাপ তৈরির সিদ্ধান্ত।

কলকাতা মেট্রোর অরেঞ্জ লাইনে পরীক্ষামূলকভাবে চলবে ৭৪টি মেট্রো

নিজস্ব প্রতিবেদন: অরেঞ্জ লাইনে কবি সুভাষ ও হেমন্ত মুখোপাধ্যায় স্টেশনের মধ্যে মেট্রো পরিষেবার সংখ্যা ও পরিষেবার সময় দুটোই বাড়তে চলেছে। আগামী ৫ অগস্ট সোমবার থেকে দৈনিক ৪৮টি মেট্রো পরিষেবা পাওয়া যাবে এই লাইনে। ওই দিন থেকে ৩৭টি আপ ও ৩৭টি ডাউন মিলিয়ে মোট ৭৪টি মেট্রো এই লাইনে চালানো হবে। পরিষেবা পাওয়া যাবে ২০ মিনিট অন্তর। প্রতিদিনের এই বর্ধিত মেট্রো পরীক্ষামূলকভিত্তিতে সোমবার থেকে শুক্রবার চালানো হবে। কলকাতা মেট্রোর মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক কৌশিক মিত্র জানিয়েছেন, আগে অসাবধানতাবশত জানানো হয়েছিল যে, শনিবারেও এই মেট্রো চালানো হবে। তা সংশোধন করেছে মেট্রো কর্তৃপক্ষ। প্রথম মেট্রো পরিষেবা কবি সুভাষ ও হেমন্ত মুখোপাধ্যায় থেকে শুরু হবে সকাল ৯ টার বদলে সকাল ৮ টায়। আর দিনের শেষ মেট্রো পরিষেবা এই দুই স্টেশন থেকে পাওয়া যাবে বিকেল ৪টে ৪০ এর বদলে রাত ৮ টায়।

১২তম সমাবর্তন উৎসব ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ ফার্মাসিউটিক্যালের

নিজস্ব প্রতিবেদন: ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ ফার্মাসিউটিক্যাল এডুকেশন এন্ড রিসার্চ-এর ১২ তম সমাবর্তন অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হল কলকাতায়। এই অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ডক্টর অরুনিশ চাওলা। অরুনিশ চাওলা ডিপার্টমেন্ট অফ ফার্মাসিটিক্যালস এবং কেমিকালস এবং ফার্টিলাইজার ডিপার্টমেন্ট-এর সচিব। এদিনের এই সমাবর্তন অনুষ্ঠানে ৮৯ জনকে মাস্টার্স ডিগ্রির জন্য, ৭ জনকে পিএইচডি-র জন্য সম্মান প্রদান করা হয়। এর পাশাপাশি ১৫ জনকে গোল্ড মেডেল ও প্রদান করা হয়।

ব্যারাকপুর প্রেস ক্লাবের বৃক্ষরোপন কর্মসূচি

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: দিনকে দিন বিশ্ব উষ্ণায়নের প্রভাব বেড়েই চলেছে। তাই উষ্ণায়ন রোধে সবুজায়নের বার্তা দিতে এগিয়ে এল সাংবাদিকদের সংগঠন ব্যারাকপুর প্রেস ক্লাব। 'রুখতে উষ্ণায়ন, চলো করি বৃক্ষরোপন।' এই স্লোগানকে সামনে রেখে বুধবার ব্যারাকপুর পুলিশ কমিশনারেট কার্যালয়ের পাশে বিটি রোডের ধারে চারাগাছ রোপন করা হল। এদিন বৃক্ষরোপনের সূচনা করেন ব্যারাকপুরের পুলিশ কমিশনার অলোক রাজোরিয়া। ব্যারাকপুর মহকুমাকে সবুজ করার লক্ষে প্রেস ক্লাবের বৃক্ষরোপন কর্মসূচির তিনি তারিফ করলেন। পুলিশ কমিশনার এদিন বলেন, চারাগাছ রোপন করলেই হবে না। গাছ বাঁচাতে ঠিকমতো পরিচর্যা করতে হবে। জানা গিয়েছে, ব্যারাকপুর মহকুমা সবুজায়নের লক্ষে ব্যারাকপুর প্রেস ক্লাব টানা এক বছর ধরে চারা গাছ রোপন করবে।

ইউপিএসসি পরীক্ষায় সত্যেন্দ্রনাথ টেগোর সিভিল সার্ভিস স্টাডি সেন্টারের জয়জয়কার

নিজস্ব প্রতিবেদনী গত বছরের ইউপিএসসি পরীক্ষায় রাজ্য সরকারের সত্যেন্দ্রনাথ টেগোর সিভিল সার্ভিস স্টাডি সেন্টার থেকে প্রশিক্ষণ নিয়ে ৭ জন সফল হয়েছেন। গতকাল ১৫ জন সফল পরীক্ষার্থীদের নামের যে তালিকা প্রকাশ করা হয়েছে তার মধ্যে রাজ্যের ব্রততী দত্ত, রিমীতা সাহা, পারমিতা মালাকার, অঙ্কিত আগরঅয়াল, গৌতম ঠাকুরি, অনুষ্কা সরকার ও মহম্মদ বুরহান জামান এই কেন্দ্র থেকে প্রশিক্ষন নিয়েছেন বলে রাজ্য সরকারের তরফে আজ এক বিবৃতিতে জানানো হয়েছে। উল্লেখ্য, জাতীয় স্তরে সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় রাজ্যের মেধাবি তরুন প্রজন্মের মধ্যে সাফল্য আনতে রাজ্য সরকার ২০১৪ সালে তাদের প্রশিক্ষন দিতে সিভিল সার্ভিস স্টাডি সেন্টারের সূচনা করেছিল। পরবর্তী সময়ে ২০২১ সালে সেই প্রশিক্ষন কেন্দ্রগুলির নাম পরিবর্তন করে সত্যেন্দ্রনাথ টেগোর সিভিল সার্ভিস স্টাডি সেন্টার করা হয়।

বড়বাজারের সত্য নারায়ণ মার্কেট তিন দিন ধরে বন্ধ বিদ্যুৎ। বাজার কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে ধরনায় বসেছেন দোকানদাররা।

একদিন আমার শহর

কলকাতা ১ অগস্ট ২০২৪ ১৬ শ্রাবণ ১৪৩১ বৃহস্পতিবার

ফিরহাদকে বয়কটের ডাক বিজেপি পরিষদীয় দলের, উত্তপ্ত বিধানসভা

নিজস্ব প্রতিবেদন: ফিরহাদ হাকিমের বিরুদ্ধে সাম্প্রদায়িক মন্তব্যের অভিযোগ তুলে ফের সরব বিজেপি। বিজেপি পরিষদীয় দলের তাঁকে বয়কটের সিদ্ধান্তকে ঘিরে রাজ্য বিধানসভার প্রথমার্ধের অধিবেশন উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। বিধানসভার প্রশ্নোত্তর পর্বে ফিরহাদ হাকিম একাধিকবার প্রশ্নের উত্তর দিতে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে বিজেপি সদস্যরা অধিবেশন কক্ষ থেকে বেরিয়ে যান। শাসক দলের বিধায়করা এর প্রতিবাদ জানিয়ে পাল্টা হইচই শুরু করেন। দু'পক্ষের বাদানুবাদে অধিবেশন উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। বিজেপির মুখ্য সচেতক শংকর ঘোষ, ফিরহাদ হাকিমের কাছে প্রকাশ্য জনসভায় করা তার সাম্প্রদায়িক মন্তব্য প্রত্যাহারের অনুরোধ জানান। জবাবে ফিরহাদ বিরোধীদের বিরুদ্ধে পাল্টা সাম্প্রদায়িক রাজনীতির অভিযোগ করেন। তিনি বলেন, 'রাজনৈতিক বা ধর্মীয় অনুষ্ঠানে রাখা বক্তব্যের সঙ্গে রাজনীতির কোনও সম্পর্ক নেই। বিধানসভাতেও এই নিয়ে কোনও আলোচনা হওয়া উচিত নয়। বিজেপি সাম্প্রদায়িক রাজনীতি করছে, রাজ্যের মানুষ এর জবাব দেবে।'

সম্প্রতি সরকারি জমি আত্মসাতের প্রশ্নে কড়া পদক্ষেপের

হুঁশিয়ারি দিয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে শিলিগুড়ির রাজগঞ্জ ও মাটিগাড়া এলাকায় অভিযানে নেমে জবরদখল করে থাকা সরকারি জমি উদ্ধারও করে প্রশাসন। গ্রেফতার করা হয় দুই তৃণমূল নেতাকে। ওই ঘটনার প্রসঙ্গ টেনে এদিন বিধানসভায় শ্বেতপত্র প্রকাশের দাবি জানান বিজেপির মুখ্য সচেতক শঙ্কর ঘোষ। জবাবে রাজ্যের মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম বলেন, 'এটা বাম আমল থেকে ছিল। যিনি প্রশ্ন কর্তা তিনি সেই সময়ে ওই দলে ছিলেন। এই চক্র ভাঙা হয়েছে। শীঘ্রই সরকারি জমি ফেরতের তালিকা জমা পড়বে।' এরই মাঝে বিধানসভা ওয়াকআউট করেন বিজেপি বিধায়করা। ফিরহাদের উত্তর শেষে ফের সদনে ফেরেন তাঁরা। ফের ফিরহাদ হাকিম বলতে উঠলে আবার প্রতীকী ওয়াক আউট করেন বিজেপি বিধায়কেরা। পরে ফিরে এলে বিজেপির মুখ্য সচেতক শঙ্কর ঘোষকে উদ্দেশ্য করে স্পিকার বলেন, 'শঙ্করবাবু আপনি মুখ্য সচেতক হয়েছেন। এমন আচরণ করবেন না যাতে বিধানসভার গরিমা নষ্ট হয়। এটা যথাযথ আচরণ নয়।' এই সময় শঙ্কর ঘোষ কিছু বলতে উঠলে তৃণমূল কংগ্রেসের মহিলা বিধায়কেরা জয় বাংলা শ্লোগান দিতে শুরু করেন। দু'তরফের চিৎকারে হইহট্টোগোলের পরিস্থিতি তৈরি হলে ফের ওয়াক আউট করেন বিজেপি বিধায়কেরা। পরে ফিরহাদ সাংবাদিকদের বলেন, 'ধর্ম নিরপেক্ষতার পথ থেকে আমরা কখনও সরিনি, সরবও না।'

কেন্দ্রীয় নয়া তিন ফৌজদারি আইনের প্রয়োজনীয় সংশোধনের ক্ষমতা রাজ্যের আছে: চন্দ্রিমা

নিজস্ব প্রতিবেদন: কেন্দ্রের নতুন তিন ফৌজদারি আইনের প্রয়োজনীয় সংশোধনের ক্ষমতা রাজ্য সরকারের আছে। রাজ্যের আবেদন মেনে কেন্দ্রীয় সরকার যদি তিন ফৌজদারি আইনের প্রস্তাবিত সংশোধন না করে, তবে রাজ্য সরকার এ বিষয়ে পদক্ষেপ করতে পারে বলে ইঙ্গিত দিলেন রাজ্যের অর্থমন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য।

আইন বিদ, সমাজ কর্মী এবং সাধারণ নাগরিকদের মতামত নিয়ে কেন্দ্রের তিন নতুন ফৌজদারি আইনের প্রয়োজনীয় সংশোধনের দাবিতে রাজ্য বিধানসভায় সরকার পক্ষের আনা এক প্রস্তাবের উপর বুধবার আলোচনার সূচনা হয়েছে। প্রথম দিনের আলোচনায় অংশ নিয়ে রাজ্যের অর্থমন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য তিন নতুন ফৌজদারি আইনকে কালা কানুন বলে তীব্র কটাক্ষ করেন। তিনি বলেন, 'এই আইন রাজ্যের এখতিয়ারে কেন্দ্রের হস্তক্ষেপের পথ প্রশস্ত করার একটি প্রচ্ছন্ন মডেল। যা দেশের যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোকে নষ্ট করবে। তিনি অভিযোগ করেন বিরোধীদের সঙ্গে কোনও আলোচনা না করেই ১৪৭ জন সাংসদকে সাসপেন্ড করে গায়ের জোরে কেন্দ্রীয় সরকার এই তিন আইন প্রণয়ন করেছে। আইন কমিশনকেও তা পর্যালোচনার জন্য পাঠানো হয়নি।' তিনি আরও বলেন, পুরোনো ভারতীয় দণ্ডবিধি বা ইন্ডিয়ান পেনাল কোডের অনেক ধারাই হুবহু নতুন আইনে যুক্ত করা হয়েছে। বিরোধী ইন্ডিয়া জোটের ছায়া মুছে ফেলতে আইন থেকে ইন্ডিয়া শব্দবন্ধ মুছে ফেলতেই কেন্দ্রের বিজেপি সরকারের এই উদ্যোগ কিনা তা নিয়ে তিনি প্রশ্ন করেছেন। এর আগে প্রস্তাবের উপর আলোচনার সূত্রপাত করে বিজেপি সদস্য অম্বিকা রায় বলেন, 'পয়লা জুলাই থেকে নতুন তিন ফৌজদারি আইন কার্যকর হয়েছে। এর বিরোধিতা করে বিধানসভাতে আগেও একটি প্রস্তাব গ্রহণ করেছে শাসক দল। তারপরেও একই বিষয়ে বারবার বিধানসভায় কেন প্রস্তাবপাস করানো হবে।' একই সুরে বিজেপির মুখ্য সচেতক শংকর ঘোষ বলেন, 'কেন্দ্রীয় সরকারকে ছোট করতে এবং রাজনৈতিক স্বার্থ চরিতার্থ করতে বিধানসভায় এই প্রস্তাব আনা হয়েছে। তৃণমূল কংগ্রেসের অপূর্ব সরকার, মহম্মদ আলি, পান্নালাল হালদার, বিজেপির অম্বিকা রায়, অরূপ দাস প্রমুখ প্রথম দিনের আলোচনায় অংশ নেন। শুক্রবারও বিধানসভায় এই প্রস্তাবের ওপর আলোচনা হবে বলে স্থির করা হয়েছে।

রেখার দায়ের করা ইলেকশন পিটিশনের প্রেক্ষিতে নোটিস জারি হাইকোর্টের

নিজস্ব প্রতিবেদন: আদালত শুনল রেখা পাত্রর আবেদন। বসিরহাটের বিজেপি প্রার্থীর দায়ের করা ইলেকশন পিটিশনের প্রেক্ষিতে নোটিস জারি করল কলকাতা হাইকোর্ট। ইভিএম, ব্যালট, সিসিটিভি, ডিভিআর, নির্বাচনী সমস্ত কাগজপত্র সংরক্ষণ করার নির্দেশ দিয়েছেন বিচারপতি কৃষ্ণা রাও। আগামী ৪ সেপ্টেম্বর মামলার পরবর্তী শুনানি।

প্রসঙ্গত, এখানে বলে রাখা শ্রেয়, অভিযোগ ছিল, লোকসভা নির্বাচনে বসিরহাট লোকসভা কেন্দ্রে ভোটে কারচুপি, ছাপ্পা হয়েছে। সেই নিয়েই মামলা দায়ের করেন তিনি। হাইকোর্টের এই নির্দেশের পর নোটিস দেওয়া হয়েছে জাতীয় নির্বাচন কমিশন এবং বসিরহাটের সাংসদ হাজি নুরুল ইসলামকেও। প্রসঙ্গত, লোকসভা নির্বাচনে বসিরহাটের তৃণমূল প্রার্থী হাজি নুরুল ইসলামের কাছে পরাজিত হয়েছিলেন বিজেপি প্রার্থী রেখা পাত্র। ভোটে কারচুপির অভিযোগ তুলেছিলেন তিনি। রেখা ছাড়াও নির্বাচনে পরাজিত হয়েছিলেন বিজেপির কোচবিহারের প্রার্থী নিশীথ প্রামাণিক, ঘাটালের প্রার্থী হিরণ, ডায়মন্ড হারবার থেকে অভিজিৎ দাস, আরামবাগ থেকে অরূপকান্তি দিগর। নির্বাচনের পর ফলাফলকে চ্যালেঞ্জ করে কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়েছিলেন বিজেপির পাঁচ পরাজিত প্রার্থী। কলকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি টিএস শিবজ্ঞানম পাঁচটি মামলা পাঁচটি পৃথক বেঞ্চে পাঠিয়ে দেন। রেখা পাত্রের মামলা রয়েছে বিচারপতি কৃষ্ণা রাওয়ের এজলাসে।

চলতি বছরের শুরু থেকে সন্দেশখালি হয়ে ওঠে জাতীয় রাজনীতির কেন্দ্রবিন্দু। নারীদের ওপর নির্যাতনের একের পর এক বিস্ফোরক অভিযোগ ওঠে সেখানকার তৃণমূলের দাপুটে নেতা শাহজাহান শেখের বিরুদ্ধে। রেখা পাত্রের দায়ের করা এফআইআর-এ গ্রেফতার হন শিবু হাজরা। সেই রেখা পাত্রকেই লোকসভা নির্বাচনে প্রার্থী করে বিজেপি। সন্দেশখালি আসনে জিতলেও, গোটা লোকসভা কেন্দ্রে তিন লাখেরও বেশি ভোটে তৃণমূলের দাপুটে নেতা হাজি নুরুলের কাছে পরাজিত হন তিনি।

ঝাড়গ্রাম সফরে যাচ্ছেন মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিবেদন: বিশ্ব আদিবাসী দিবসের অনুষ্ঠানে যোগ দিতে জঙ্গলমহল সফরে যাচ্ছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। আগামী ৯ আগস্ট ঝাড়গ্রাম স্টেডিয়ামে আদিবাসী দিবসের সরকারি অনুষ্ঠানে যোগ দেবেন তিনি। এই অনুষ্ঠান থেকেই একাধিক পরিষেবা প্রদান করারও কথা রয়েছে মুখ্যমন্ত্রীর।

অসমর্থিত সূত্রের খবর, ঝাড়গ্রামে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর প্রশাসনিক কর্মসূচি রয়েছে একগুচ্ছ। জানা গিয়েছে, রাজনৈতিক কর্মসূচিও রয়েছে মমতার। যদিও, তাঁর সফরসূচির কোনও নির্ঘন্ট দলের তরফে জানা যায়নি এখনও। এমনিতেই জেলায় জেলায় ঘুরে পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করেন তৃণমূল সুপ্রিমো। সাধারণ মানুষের সঙ্গে কথা বলতেও তাঁকে দেখা গিয়েছে একাধিকবার। দিন কয়েক আগেই জানা গিয়েছিল লোকসভা ভোটের পর এখন থেকে আগামী বিধানসভা ভোট নিয়ে পরিকল্পনা শুরু করেছে তৃণমূল কংগ্রেস। জানা গিয়েছিল আগস্টেই শুরু হবে মমতার জেলা সফর।

জানা গিয়েছিল লোকসভা ভোট মেটার পর, বিধানসভার অধিবেশন শেষ করেই ফের জেলা সফর শুরু হবে মমতার। বুধবার জানা গেল, আগস্টের দ্বিতীয় সপ্তাহে যাচ্ছেন জঙ্গলমহল। মনে করা হচ্ছে ২০২৬ ভোট-কে নজরে রেখে আগস্ট থেকেই মূলত শুরু হচ্ছে দলনেত্রীর জেলা সফর। উল্লেখ্য, লোকসভা ভোটের আগে 'নবজোয়ার যাত্রা'য় জেলায় জেলায় ঘুরেছিলেন দলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়।

আক্রান্ত বিজেপি কর্মীর পাশে দাঁড়ালেন অর্জুন সিং

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: হালিশহরে আক্রান্ত বিজেপি কর্মীর পাশে দাঁড়ালেন ব্যারাকপুরের প্রাক্তন সাংসদ অর্জুন সিং। বুধবার বেলায় হালিশহর পুরসভার ১৭ নম্বর ওয়ার্ডের পূর্ব প্রসাদ নগরের বাসিন্দা সংগ্রাম সরকারকে দেখতে গিয়েছিলেন প্রাক্তন সাংসদ অর্জুন সিং। সঙ্গে ছিলেন বিজেপি নেতা প্রিয়াঙ্গু পান্ডে। সংগ্রামের বাড়িতে হাজির ছিলেন হালিশহরের প্রাক্তন উপ-পুরপ্রধান রাজা দত্ত। সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে প্রাক্তন সাংসদ অর্জুন সিং বলেন, 'দলীয় কর্মীকে মারধোরের ঘটনায় অভিযুক্ত এখনও ধরা পড়েনি। বাধ্য হয়ে তারা বিচারের আশায় কলকাতা হাই কোর্টের দ্বারস্থ হতে চলেছেন।' তাঁর দাবি, বাংলায় আইন শৃঙ্খলা বলে কিছুই নেই। শাসকদলের লোকজন বিরোধী দলের কর্মীদের মারছে। এমনকি ওরা নিজেদের দলের কর্মীদেরও মারছে। ভাগবাটোয়ারা নিয়ে নিজেদের মধ্যে ওরা খুনোখুনি করছে। প্রাক্তন সাংসদের আরও দাবি, পুলিশ প্রশাসন তৃণমূলের দলদাসে পরিণত হয়েছে। কিন্তু একটা সময় আসবে যখন মানুষ অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়বে।

অপরদিকে আক্রান্ত বিজেপি কর্মী সংগ্রাম সরকার বলেন, অভিযুক্ত তৃণমূল কর্মী অশোক মন্ডলের বিরুদ্ধে তিনি হালিশহর থানায় অভিযোগ দায়ের করেন। কিন্তু পুলিশ কোনও পদক্ষেপ নেয়নি। অভিযুক্ত তৃণমূল কর্মী বহাল তবিয়তে ঘুরে বেড়াচ্ছে। বিজেপি কর্মী সংগ্রাম বলেন, প্রাক্তন সাংসদ তাঁর পাশে দাঁড়িয়েছেন। ন্যায় বিচারের জন্য উনি উচ্চ আদালতে মামলা করবেন বলে জানিয়েছেন।

প্রসঙ্গত, রবিবার রাতে কাজ শেষে মিল থেকে সাইকেল চালিয়ে বাড়ি ফিরছিলেন পূর্ব প্রসাদনগরের বাসিন্দা বিজেপি কর্মী সংগ্রাম সরকার। প্রসাদনগর স্কুলের সামনে উল্টোদিক থেকে এসে সাইকেল চালিয়ে তাঁকে ধাক্কা মারে তৃণমূল কর্মী অশোক মন্ডল। ঘটনাস্থলে উভয়ের মধ্যে তীব্র বচসা থেকে হাতাহাতি বেধে যায়। অভিযোগ, সাইকেল থেকে রাস্তায় পড়ে গেলে তৃণমূল কর্মী অশোক মন্ডল বিজেপি কর্মীকে এলোপাথাড়ি ঘুষি, চড় থাপ্পড় মারেন। যদিও পুলিশ এখনও পর্যন্ত অভিযুক্ত তৃণমূল কর্মীকে গ্রেপ্তার করেনি। যদিও স্থানীয় তৃণমূল কাউন্সিলর শম্ভুনাথ ঘোষের দাবি, এটা কোনও রাজনৈতিক ঘটনা নয়। সাইকেলে ধাক্কা নিয়ে উভয়ের মধ্যে মারপিটের ঘটনা ঘটেছে।

নগদ ২০ লক্ষ টাকা উদ্ধারের পর বারিককে তলব ইডির

নিজস্ব প্রতিবেদন: মঙ্গলবার বারিকের ফ্ল্যাট থেকে উদ্ধার হয়েছে নগদ ২০ লক্ষ টাকা। এরপরই এবার বারিককে সিজিও কমপ্লেক্সে তলব করলেন কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা আধিকারিকরা। শুক্রবার ডেকে পাঠানো হয়েছে তাঁকে। তবে ইডি-র এই তলবে আদৌ তিনি হাজিরা দেবেন কি না তা জানা যায়নি। বস্তুত, মঙ্গলবার রেশন দুর্নীতির তদন্তে নামেন ইডি আধিকারিকরা। বসিরহাটের সংগ্রামপুরে আবদুল বারিক বিশ্বাসের বাড়িতে পৌঁছন গোয়েন্দারা। পাশাপাশি তাঁর নিউটাউনের ফ্ল্যাটেও হানা দেয় কেন্দ্রীয় এজেন্সি। ইডি সূত্রে খবর, তল্লাশিতে উদ্ধার হয়েছে ২০ লক্ষ টাকা। এমনকি তাঁর রাইস মিল থেকেও ইডি আধিকারিকদের হাতে এসেছে প্রচুর নথি ডিজিটাল ডেটা।

সেগুলি বাজেয়াপ্ত করেছেন গোয়েন্দারা।

বস্তুত, এই বারিকের নাম প্রথম উঠে আসে সোনা পাচারে। গ্রেফতারও হন তিনি। এরপর কয়লাকাণ্ডে নাম জড়ায় তাঁর। সোনা পাচার কাণ্ডে জামিন পাওয়ার পর রিয়েল এস্টেট থেকে শুরু করে ইটভাটা, অ্যাগ্রো প্রোডাক্টের ব্যবসার নামে একাধিক সংস্থা খোলেন বলে খবর। শুধু তাই নয়, কলকাতা, নিউটাউন, রাজারহাট সহ বসিরহাটে প্রচুর সম্পত্তি কেনেন বলেও জানা যায়।

অভিযোগ, সেই কোম্পানিগুলির আড়ালেই নাকি বারিক রমরমিয়ে চালাতেন তাঁর বেআইনি ব্যবসা। ইডির অনুমান, রেশন দুর্নীতির টাকাও এই সংস্থাগুলোর মাধ্যমে বিনিয়োগ হয়ে থাকতে পারে। কেন্দ্রীয় এজেন্সি মনে করছে, এই সংস্থাগুলির সিংহভাগই বারিক বিশ্বাসের স্ত্রীর নামে।

বাকি নেই বেশি দিন। কুমরটুলিতে জোর কদমে চলছে দেবী মূর্তি নির্মাণ কাজ।

আইনজীবীকে 'পুলিশি হেনস্থা', এজলাস বয়কটের ডাক ব্যারাকপুর বার অ্যাসোসিয়েশনের

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: ব্যারাকপুর আদালতের তরুণ আইনজীবী তন্ময় বিশ্বাসকে পুলিশি হেনস্থার প্রতিবাদে এসিজেএমের এজলাস বয়কটের ডাক দিল ব্যারাকপুর বার এসোসিয়েশন। বুধবার সকাল থেকে ব্যারাকপুর আদালতের আইনজীবীরা এসিজেএম এজলাস বয়কট করে কর্মবিরতি পালনে সামিল হয়েছেন। প্রসঙ্গত, কয়েকদিন আগে তরুণ আইনজীবী তন্ময় বিশ্বাস আদালতের নির্দেশে তাঁর মক্কেলকে নিয়ে জেটিয়া থানায় গিয়েছিলেন। অভিযোগ, জেটিয়া থানার ওসি প্রদীপ কুমার সরকার আইনজীবীকে গালিগালাজ করেন এবং অপমানজনক কথা বলেন। অপমানিত আইনজীবী তন্ময় বিশ্বাস ব্যারাকপুর বার এসোসিয়েশন ও এসিজেএমের কাছে অভিযোগ জানান। সেই অভিযোগের ভিত্তিতে আদালতের এসিজেএমের নির্দেশে মঙ্গলবার বিকেলে হাজিরা দিতে এসেছিলেন জেটিয়া থানার ওই

পুলিশ আধিকারিক। অভিযোগ, ওই পুলিশ আধিকারিক নিজের ভুল স্বীকার করলেও, তিনি আইনজীবীদের কাছে ক্ষমা চাননি। এতেই ক্ষিপ্ত হয়ে আদালতের দুটি গেট আটকে আইনজীবীরা দীর্ঘক্ষণ বিক্ষোভ দেখান। টিটাগড় থানার পুলিশ ও এসিপি বদিউজ্জামান পৌঁছে আইনজীবীদের সঙ্গে কথা বলে সামাল দেয়। এদিকে বুধবার বার এসোসিয়েশনের তরফে জরুরি ভিত্তিতে মিটিং ডাকা হয়েছিল। মিটিংয়ে এসিজেএম এজলাস বয়কটের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। ঘটনা নিয়ে ব্যারাকপুর বার এসোসিয়েশনের সভাপতি সুশান্ত রায় বলেন, 'জেটিয়া থানার অধিকারিক এক তরুণ আইনজীবীকে অপমান করেছেন। সেটা কখনও সভ্য সমাজ মেনে নেবে না। তাই আইনজীবীদের সম্মানের লড়াইতে তারা নেমেছেন। ওই পুলিশ আধিকারিককে ক্ষমা চাইতে হবে।' তিনি ক্ষোভের সঙ্গে বলেন, আইনজীবীদের থানায় যাওয়ার অধিকার পুলিশ কেড়ে নিতে পারবে না। সুশান্ত বাবুর অভিযোগ, এসিজেএম বিষয়টির সুরাহা না করে উল্টে ওই পুলিশ আধিকারিককে আড়াল করার চেষ্টা করেছেন। তাই তারা এসিজেএম এজলাস বয়কটের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।

একবালপুরের বাড়ির ভিতর থেকে উদ্ধার বোমা-গুলি

নিজস্ব প্রতিবেদন: একবালপুরের একটি বাড়ির ভিতর থেকে উদ্ধার হল বোমা-গুলি। গোপন সূত্রে খবর পেয়ে অভিযান চালায় পুলিশ। উদ্ধার হয় পাঁচটি বোমা-কার্তুজ। এরপরই গোটা ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে এলবালপুর থানার পুলিশ। এদিকে সূত্রে খবর, একবালপুরের কার্ল মার্কস সরণীর ৪১ এ/ ১/বি দোতলা বাড়ির ছাদে তল্লাশি চালায় পুলিশ।

কলকাতা পুলিশ সূত্রে খবর, ওই বাড়ির ছাদে একটি কালো রঙের স্কুল ব্যাগের মধ্যে রাখা ছিল সাতটি তাজা বোমা, কার্তুজ। শহর কলকাতার বুকে দোতলা বাড়ির ছাদে কীভাবে বোমা-গুলি এল, তা খতিয়ে দেখছেন তদন্তকারীরা।

বিষয়টি নিয়ে সন্ধিহান বাড়ির মালিক নিজেও। তিনি বলেন, 'পুলিশ কীভাবে লিড পেল, কীভাবে বোমা গুলি পেল, আমি কিছুই জানি না। আমাকে পুলিশ কিছুই জানায়নি। ১ জুলাই থেকে আমি অন্য একটা আইনি কেসে ফেঁসে রয়েছি। কোর্ট আসা যাওয়া করছি। চার জন গ্রেফতার হয়েছে।'

তবে বাড়িতে কেউ বা কারা ঢুকে ছাদে গিয়ে বোমা-গুলি রেখে আসর সাহস পেল কি করে? প্রশ্ন উঠতেই বাড়ির মালিক বলেন, 'আমার বাড়িতে বাইরে থেকে লোক আসতেই পারে, কেন আসতে পারে না? আমার বাড়ির একতলা-দোতলায় কোম্পানির লোক থাকে। লেবাররা থাকে। গ্রাউন্ড ফ্লোরে দোকান ভাড়া দেওয়া রয়েছে। সামনে থেকে কেউ ঢোকেনি। পিছন থেকে কেউ ঢুকেছে। আমি আরও সিসিটিভি বাড়িয়ে দেব। আমাকে থানায় ডাকলে নিশ্চয়ই যাব।' একইসঙ্গে তিনি এও জানান, এটা সমাজবিরোধীদের কাজ। তবে খাস কলকাতার বুক থেকে এভাবে বোমা-গুলি উদ্ধারের ঘটনায় স্বাভাবিক ভাবেই আতঙ্কিত এলাকাবাসীরা। উদ্বিগ্ন প্রশাসনও।

খাস কলকাতায় তরুণীর রহস্যমৃত্যু

নিজস্ব প্রতিবেদন: কলকাতার বুকে ফের রহস্যমৃত্যু। তিলজলার একটি ফ্ল্যাট থেকে ২৫ বছরের এক তরুণীর দেহ উদ্ধার করা হয়েছে। তিনি পানশালায় কাজ করতেন বলে জানতে পেরেছে পুলিশ। তরুণীর গলায় আঘাতের দাগ রয়েছে। তিনি আত্মহত্যা করেছেন না কি নেপথ্যে অন্য কোনও কারণ রয়েছে, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। তরুণীর লিভ-ইন সঙ্গীকে খুঁজছে পুলিশ। পুলিশ সূত্রে খবর, প্রেমিকের সঙ্গে লিভ-ইন সম্পর্কে থাকতেন তরুণী। মৃতের নাম মিনা কোয়ার। তিলজলার ওই ফ্ল্যাটে প্রেমিকের সঙ্গে থাকতেন তিনি। বুধবার পড়শিদের কাছ থেকে ফোন পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় পুলিশ। তারপর ফ্ল্যাট থেকে তরুণীর দেহ উদ্ধার করা হয়। পুলিশ জানিয়েছে, তরুণীর বোন বেঙ্গালুরুতে থাকেন। তাঁর কাছে ফোন করেছিলেন তরুণীর প্রেমিক তথা লিভ-ইন সঙ্গী। তরুণীর বোন জানিয়েছেন, তাঁকে ফোন করে বলা হয়, তাঁর দিদি গলায় দড়ি দিয়েছেন। এর পর থেকে মৃতের প্রেমিকের ফোন বন্ধ রয়েছে বলে অভিযোগ। পুলিশও তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারেনি। প্রাথমিক ভাবে পুলিশের অনুমান, আত্মঘাতী হয়েছেন ওই তরুণী। তাঁকে ঝুলন্ত অবস্থাতেই পাওয়া গিয়েছিল। গলায় ছিল আঘাতের দাগ। তবে তাঁর ফ্ল্যাট থেকে কোনও সুইসাইড নোট মেলেনি। তরুণীর দেহ ময়নাতদন্তের জন্য পাঠিয়েছে তিলজলা থানার পুলিশ। সেই রিপোর্ট হাতে পেলে মৃত্যুর কারণ স্পষ্ট হবে। দিদির লিভ-ইন সঙ্গীর ফোন পেয়ে প্রথমেই কলকাতায় দিদির প্রতিবেশীদের সঙ্গে যোগাযোগ করেছিলেন মৃতের বোন। প্রতিবেশীরা ওই ফ্ল্যাটে গিয়ে ডাকাডাকি করে কারও সাড়া পাননি। তার পর ১০০ নম্বরে ফোন করে পুলিশ ডাকেন তাঁরা।

২১ ঘণ্টা তল্লাশির পর তৃণমূল নেতার চালকলে মিলল নথি

নিজস্ব প্রতিবেদন: মঙ্গলবার থেকেই রেশন দুর্নীতির তদন্তে সক্রিয় হতে দেখা যায় কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা ইডিকে। শুধু মাত্র বারিক বিশ্বাসের বাড়িতেই নয়, দেগঙ্গার চালকল ব্যবসায়ী আলিফ নূর মুকুল ও আনিসুর রহমান ওরফে বিদেশের বাড়িতেও ইডির তরফ থেকে চলে ম্যারাথন তল্লাশি। সূত্রের খবর, বিদেশ ও মুকুলের বাড়ি লাগোয়া চালকল থেকে উদ্ধার রাজ্য সরকারের খাদ্য দফতরের সিল করা নথি। উদ্ধার বাকিবুর রহমানের চালকলের নথিও।

এই প্রসঙ্গে বলে রাখা শ্রেয়, বাকিবুর রহমানপরিচিত ছিলেন প্রাক্তন খাদ্যমন্ত্রী জ্যোতিপ্রিয় মল্লিকের ঘনিষ্ঠ হিসাবে। আর মুকুল ও বিদেশ হলেন বাকিবুরের মামাতো ভাই। এই বিদেশ আবার তৃণমূলের ব্লক সভাপতিও। কীভাবে খাদ্য দফতরের নথি বিদেশের চালকলে তা নিয়ে স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন উঠেছে। সঙ্গে এ প্রশ্নও উঠছে, তাহলে রেশন দুর্নীতির আখড়া বিদেশের রাইস মিল ছিল কি না তা নিয়েও।

এদিকে মঙ্গলবার দেগঙ্গা ব্লকের বেড়াচাপায় পিজি হাই টেক রাইস মিলে অভিযান চালায় ইডি। এই মিলেরই মালিক মুকুল ও বিদেশ। ইডি সূত্রে খবর, এই দুই ভাইয়ের চালকল ছাড়াও পারিবারিক বি.এড, ডি.এলএড কলেজ রয়েছে। আছে আবাসিক মিশনও।

এদিকে বুধবার ইডি আধিকারিকরা বেরিয়ে যাওয়ার পর আনিসুর রহমান সাংবাদিকদের মুখোমুখি হন। বলেন, 'ওরা যা যা নথি চেয়েছে সবটাই দিয়েছি। আগামীতেও তদন্ত সহযোগিতা করব। তবে দেশের দায়িত্বশীল নাগরিক, বাংলার দায়িত্বশীল নাগরিক ও তৃণমূল কংগ্রেসের দায়িত্বশীল কর্মী হিসাবে বলতে পারি যখন যখন যে ধরনের সহযোগিতা প্রয়োজন হবে আমরা করব। একটা মোবাইল নিয়ে গিয়েছে। কিছুই পায়নি।'

সবজির মূল্য বৃদ্ধি রুখতে নতুন ১০০টি ক্রয় কেন্দ্র খুলছে রাজ্য

নিজস্ব প্রতিবেদন: শাক সবজির ক্রমবর্ধমান মূল্য বৃদ্ধির হাত থেকে রাজ্যবাসীকে মুক্তি দিতে রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে নতুন ১০০টি ক্রয় কেন্দ্র খুলতে চলেছে কৃষি বিপণন দফতর। এই ক্রয় কেন্দ্রগুলির মাধ্যমে কৃষকদের কাছ থেকে সরাসরি সবজি কিনে সুফল বাংলার মাধ্যমে সাধারণ মানুষকে বাজারদরের থেকে কম দামে বিক্রি করা হবে বলে রাজ্যের কৃষি বিপণন মন্ত্রী বেচারাম মান্না জানিয়েছেন। এগুলি চালানো হবে সেলফ হেল্প গ্রুপ বা স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মাধ্যমে। ফলে তারাও এক্ষেত্রে উপকৃত হবেন। ইতিমধ্যে এ ধরনের ৪০টি ক্রয় কেন্দ্র রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে রয়েছে। মন্ত্রী জানিয়েছেন, নতুন এই ১০০টি কেন্দ্রের ২০টি তৈরি হবে পূর্ব মেদিনীপুরে, ৪টি হবে উত্তর ২৪ পরগণায়। এছাড়া, নদিয়া, পূর্ব বর্ধমান, হুগলি, বাঁকুড়া, পুরুলিয়া এবং কোচবিহারে এই ধরনের কেন্দ্র তৈরি হবে দুটি করে। জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ার, উত্তর দিনাজপুর, দক্ষিণ দিনাজপুর, মালদা, দার্জিলিং,

মুর্শিদাবাদ, বীরভূম, পশ্চিম মেদিনীপুর ও হাওড়ায় এই ধরনের কেন্দ্র থাকবে একটি করে।

মন্ত্রী আরও বলেন, 'এই ক্রয় কেন্দ্রগুলিতে এটা নিশ্চিত করা হবে, যাতে চাষিরা তাদের সবজির সঠিক মূল্য পায়। বহু ক্ষেত্রে দেখা যায় যখন বাজারে সবজির দাম চড়া তখনও সঠিক মূল্য পাচ্ছেন না চাষিরা। এখানে তেমনটা হবে না। কৃষকদের কাছ থেকে কেনা সবজি সরাসরি সুফল বাংলাতেই বিক্রি করা হবে, যা রাজ্যের সাধারণ মানুষ বাজারমূল্য থেকে ১০ থেকে ১৫ শতাংশ কম দামে কিনতে পারবেন।' একইসঙ্গে মন্ত্রী জানান, বর্তমানে বাজারদর নিয়ন্ত্রণে রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে থাকা সুফল বাংলাগুলিরও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। রাজ্যে এই মুহূর্তে, ৪৯৩ সুফল বাংলার স্থায়ী কেন্দ্র রয়েছে। এগুলি কলকাতা ও সংলগ্ন শহরতলী-সহ রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে রয়েছে । এছাড়া, ১১০ টি অস্থায়ী ভ্রাম্যমান কেন্দ্রও রয়েছে রাজ্যে। পাশাপাশি, স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মাধ্যমে রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে এই ধরনের ১৮৬ টি অস্থায়ী কেন্দ্র চালানো হচ্ছে ।

সম্পাদকীয়

নারী প্রগতি অনেকটাই এখনও বাকি, সেগুলি করায়ত্ত করতে হবে

মেয়েদের উপর অনেক বৈষম্যের ভার আছে, গার্হস্থ হিংসা আছে, কিন্তু এটাই শেষ কথা নয়। এখন শিক্ষা ক্ষেত্রে বহু মেয়ে আসছেন। শুধু মধ্যবিত্ত, বা বিত্তশালী পরিবারের মেয়েরা নন, সমাজের নিম্নতম স্তর থেকেও মেয়েরা লেখাপড়া শিখতে আসছেন। মা পরিচারিকার কাজ করেন, বাবা দিনমজুর; এমন পরিবারের মেয়েরাও শিক্ষার গুরুত্ব বুঝতে পেরে স্নাতকোত্তর পাঠও নিচ্ছেন। এটা কিন্তু বর্তমান সমাজের পরিপ্রেক্ষিতে বিরাট উন্নয়ন। সরকারি, বেসরকারি চাকরিতে মেয়েদের যোগদান উল্লেখযোগ্য। অবশ্য যখন কর্মসংস্থানে মন্দা চলে, তখন ছেলে, মেয়ে; উভয়কেই ভুগতে হয়। সেটি অন্য প্রসঙ্গ। গবেষণা, মহাকাশ বিজ্ঞান চর্চা, চিকিৎসা বিদ্যা; সব ক্ষেত্রেই মেয়েদের সাফল্য লক্ষণীয়। আগে মেয়ে মানেই সে আর্টস পড়বে, এমন ধারণা করা হত। কিন্তু এখন বিজ্ঞান, কলা; সব বিষয়েই মেয়েরা পারদর্শিতা দেখাচ্ছেন। ভারতের রাষ্ট্রপতি স্বয়ং এক জন জনজাতি গোষ্ঠীর মহিলা, এর পরেও কি বলা যায় মেয়েরা পিছিয়ে আছেন? পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রয়াত প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী, সমাজকর্মী মেধা পাটকর, সঙ্গীত সম্রাজ্ঞী লতা মঙ্গেশকর, ক্রিকেটার ঝুলন গোস্বামী, আরও কত শত মেয়ে সমাজের মুখ উজ্জ্বল করছেন প্রতিনিয়ত। রাজনীতি, অর্থনীতি, ক্রীড়া জগৎ, বিনোদন জগৎ, আইনের ক্ষেত্রে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করেছেন নারী। গ্রামে মেয়েরা স্বনির্ভর গোষ্ঠীর কাজ করে, হাঁস-মুরগি পালন করে উপার্জনের পথ খুঁজে নিয়েছেন। তবে মেয়েদের নিরাপত্তা আরও বাড়াতে হবে। আগে ধর্ষণ হলে ধর্ষিতা মেয়েটি প্রতিবাদ করতেন না, এখন কিন্তু তিনি থানায় অভিযোগ জানান, দোষীর শাস্তির ব্যবস্থা করেন। মেয়েদের মেরুদণ্ড শক্ত হচ্ছে। এখন সমাজে 'সিঙ্গল মাদার'-এর ধারণা চালু হয়েছে। সন্তানের ক্ষেত্রে অভিভাবক হিসাবে মা-ও বাবার সমান গুরুত্ব পাচ্ছেন। মেয়েরা বিয়ের পরেও নিজের বিবাহ-পূর্ববর্তী পদবি ব্যবহার করতে পারেন। মেয়েরা শুধু চাকরি নয়, নিজেরা ব্যবসাও করছেন, অনেক লোকের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করে দিচ্ছেন। তবে বলা যেতে পারে; নারী প্রগতি এখনও অনেক বাকি আছে। সেগুলি করায়ত্ত করতে হবে। হতাশ না হয়ে, আরও কী করে নারীদের উন্নতি করা যায়, সেই কথাটি ভাবতে হবে।

আনন্দকথা

দেখিয়া নিজে কোলে করিয়া তাহাকে বাড়িতে আনিলেন ও সেবা করিতে লাগিলেন। তৃতীয় — স্বাধীনতাপ্রিয়তা। কর্তৃপক্ষের সঙ্গে একমত না হওয়াতে, সংস্কৃত কলেজের প্রাক্তন অধ্যক্ষের (প্রিন্সিপালের) কাজ ছাড়িয়া দিলেন। চতুর্থ — লোকাপেক্ষা করিতেন না। একটি শিক্ষককে ভালবাসিতেন; তাঁহার কন্যার বিবাহের সময়ে নিজে আইবুড়ো ভাতের কাপড় বগল করে এসে উপস্থিত। পঞ্চম — মাতৃভক্তি ও মনের বল। মা বলিয়াছেন, ঈশ্বর তুমি যদি এই বিবাহে (ভ্রাতার বিবাহে) না আস তাহলে আমার ভারী মন খারাপ হবে, তাই কলিকাতা হইতে হাঁটিয়া গেলেন। পথে দামোদর নদী, নৌকা নাই, সাঁতার দিয়া পার হইয়া গেলেন। সেই ভিজা কাপড়ে বিবাহ রাত্রেই বীরসিংহায় মার কাছে গিয়া উপস্থিত। বলিলেন, মা, এসেছি।

(শ্রীরামকৃষ্ণকে বিদ্যাসাগরের পূজা ও সম্ভাষণ)

ঠাকুর ভাবাবিষ্ট হইতেছেন ও কিয়ৎক্ষণ ভাবে দাঁড়াইয়া আছেন।

(ক্রমশঃ)

জন্মদিন

আজকের দিন

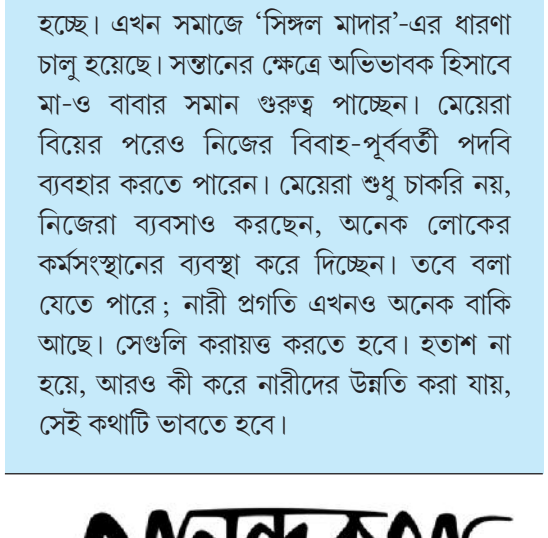

মীনাকুমারী

১৯৩৩ *বিশিষ্ট চলচ্চিত্রাভিনেত্রী মীনাকুমারীর জন্মদিন।*
১৯৫২ *বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ সইফুদ্দিন চৌধুরীর জন্মদিন।*
১৯৬৪ *বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ দিলীপ ঘোষের জন্মদিন।*

পুজোর সরকারি অনুদান আর বেশ কয়েকটি প্রশ্ন

সুপ্রিয় দেবরায়

শুরু হয়েছিল ২৫ হাজার টাকা দিয়ে। ২০১১ সালে ক্ষমতায় আসার পরেই দুর্গাপুজো কমিটিগুলিকে আর্থিক অনুদান দেওয়া শুরু করেন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী। প্রথম বছর ২৫ হাজার টাকা করে দেওয়া হয়েছিল ক্লাবগুলিকে। তার পর করোনার পরে এক ধাক্কায় অনুদানের অঙ্ক দ্বিগুণ করে দেওয়া হয়। ২০২২ ও ২০২৩ সালে ১০ হাজার টাকা করে বাড়ে অনুদান। গত বছর ক্লাবগুলি ৭০ হাজার টাকা করে অনুদান পায়। সেই সঙ্গে মেলে বিদ্যুৎ বিলে ৬৬ শতাংশ ছাড়। চলতি বছর দুর্গাপুজো কমিটিগুলির সেই সরকারি অনুদান বেড়ে হয়েছে ৮৫ হাজার টাকা। রাজ্যের প্রায় ৪৩ হাজার পুজো কমিটি এই অনুদান পেতে চলেছে। গত ২৩ জুলাই এই ঘোষণা করেছেন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী। সেই সঙ্গেই আগাম জানিয়ে দেন, আগামী বছরে এই অনুদান এক লক্ষ টাকা করার ইচ্ছে রয়েছে তাঁর। এ বারও পুজো সংক্রান্ত বিভিন্ন সরকারি ফি অর্থাৎ দমকল, পুরসভা ইত্যাদি মকুব থাকছে। এ ছাড়া, বিদ্যুৎ বিলে ছাড় দেওয়া হবে ৭৫ শতাংশ। এই অনুদান বাবদ সরকারের খরচ হবে ৩৬৫ কোটি টাকার বেশি। ফলে আলোচনা শুরু হয়ে গিয়েছে, এত টাকার সংস্থান কী ভাবে হবে? এই অনুদান নিয়ে বিভিন্ন সময় রাজ্যের বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলি সরকারকে কটাক্ষ করেছে। ভোটের জন্য দান-খয়রাতি বলে দেগেছে তারা। বার বার অর্থসঙ্কটের দাবি করা রাজ্য সরকারের এই সিদ্ধান্তে ফের সমালোচনা শুরু হয়েছে। সরকারি কোষাগারে চাপ দিয়ে এত ছাড় দেওয়াটা আদৌ যুক্তিসঙ্গত কি না, সেই প্রশ্ন উঠেছে। পুজোয় বিদ্যুতের বিলেই বা এত বিপুল পরিমাণ ছাড় কেন, প্রশ্ন উঠেছে তা নিয়েও। এমনিতেই শহরের একাধিক বড় পুজোয় মহালয়া থেকেই উৎসব শুরু হয়ে যায়। ফলে প্রতি বছরই তাদের বিদ্যুতের বিলের অঙ্ক হয় লক্ষ টাকারও বেশি। এ বারের সরকারি ঘোষণায় সেই বিদ্যুতের বিলে বড়সড় অঙ্কের ছাড় মিলবে বলে আভাস মিলেছে। কিন্তু যেখানে একাধিক বড় পুজো কমিটির বাজেট লক্ষ লক্ষ টাকা, সেখানে এই ছাড়ের আদৌ কোনও প্রয়োজন আছে কি? পুজো কমিটিগুলি কি আদৌ সরকারি ছাড়ের দিকে তাকিয়ে রয়েছে? এই বিতর্কে প্রকাশ্যে মুখে কুলুপ এঁটেছেন শহরের একাধিক পুজো কমিটির কর্তারা। তবে তাঁরা দাবি করছেন, সরকারি অনুদানের টাকা না এলেও পুজোয় জাঁকজমকের অভাব হবে না। পুজোয় সরকারি অনুদানের প্রয়োজন রয়েছে বলেই মনে করেন অনেক পুজো কমিটিগুলির উদ্যোক্তারা। তাঁরা অনেকেই মনে করেন, দুর্গাপুজোর সঙ্গে একাধিক মানুষের সারা বছরের রোজগার জড়িয়ে থাকে। সরকারি সাহায্য ছাড়া তাঁদের কাছে পৌঁছনো সম্ভব নয়। অনুদান বা ছাড়ের টাকা কিন্তু ঘুরপথে তাঁদের কাছেই পৌঁছয়। যেখানে একদিকে একাধিক পুজো কমিটির কর্তারা বলেন, সরকারি অনুদানের টাকা না পেলেও জাঁকজমকের অভাব হবে না, সেখানে এই যুক্তিটি কি উপযুক্ত উপরোক্ত বক্তব্যটির পক্ষে! বড় বড় পুজো কমিটির কর্তারা তো বলেই থাকেন, অনুদান বা চাঁদায় কোনও বড় পুজো হয় না। বরং বড় পুজো করতে তাঁদের তাকিয়ে থাকতে হয় কর্পোরেট সংস্থাগুলির দেওয়া বিজ্ঞাপনের উপরে। সেটা ঠিকঠাক এলেই বাকিটা নিয়ে ভাবতে হয় না। অনেকে বলেন, সরকারি অনুদানের টাকা সামাজিক কাজের জন্য রাখা হয়। রক্তদান শিবির বা স্থানীয় পার্কের সৌন্দর্যায়ন সেই কাজেরই অঙ্গ। অনেকে আবার বিতর্ক এড়িয়ে, এটিকে 'সম্মান' হিসেবেই দেখতে চান। এই অনুদানের টাকা দিয়ে নানারকম সামাজিক কাজ করার উৎসাহ পান। তবে সরকারি অনুদান নিয়ে ভিন্ন মনোভাবও রয়েছে। পুজো কমিটির একাংশ একে 'উপরি পাওনা' হিসাবেই দেখছেন। অনেক পুজো কমিটির কর্তারা মনে করেন, পুজোয় অনুদান সরকারি অর্থের অপচয় মাত্র! তাঁদের বক্তব্য, অনুদান ছাড়া আগেও জাঁকজমক করেই পুজো হয়েছে। এটা সরকারি অর্থের অপচয় ছাড়া আর কিছু নয়।

সন্দেহ নেই, মুখ্যমন্ত্রীর ঘোষণায় খুশি পুজো কমিটিগুলি। কিন্তু তার সঙ্গে খানিকটা চিন্তাও রয়েছে। কারণ, ওই অর্থ কোন কোন খাতে খরচ করা হবে। তবে শেষ পর্যন্ত সেটা সমস্যা হবে না বলেই উদ্যোক্তাদের আশা। চিন্তার কারণ অনুদানের নিয়মের কারণে। দুর্গাপুজোর জন্য অনুদান দেওয়া হলেও সে টাকা পুজোয় ব্যয় করা যায় না। প্রতিমা কেনা দূরে থাক, সিদ্ধি-সিঁদুর কেনার দশকর্মার ফর্দকেও ওই অর্থ খরচের হিসাবে দেখানো যাবে না। নিয়ম অনুযায়ী, পুরোহিতকে দেওয়া দক্ষিণা বা ঢাকির খরচও সরকারি অনুদানের অর্থে করা যায় না। খরচ দেখাতে হবে সাধারণ মানুষের স্বার্থে কিছু করার জন্য। সেই মর্মে নথিও জমা করতে হবে। তবেই মিলবে পরের বছরের অনুদান। পুজো কমিটির এক সদস্যের সাফাই, 'যখন করোনা ছিল, তখন স্যানিটাইজার, মাস্ক কিনে তার বিল জমা দেওয়া হয়েছিল। গরিব মানুষকে বস্ত্রদানের বিলও দেওয়া গিয়েছিল। কিন্তু এখন করোনা নেই। ফলে খরচ দেখানোর উপায় কম। তবু কিছু তো একটা করতেই হবে। এখনও আমরা আলোচনা করিনি। সেটা পুজোর পরে করলেও চলবে।' আর এক পুজো উদ্যোক্তার অবশ্য দাবি, 'বিল দেওয়া কোনও সমস্যা নয়।' তাঁর দাবি, 'পুলিশ-প্রশাসনও বিষয়টা বোঝে। ফলে খুঁটিনাটি নিয়ে কেউ প্রশ্ন তোলে না। স্থানীয় ব্যবসায়ীরাও বিল দিতে সমস্যা করেন না। কারণ, মুখ্যমন্ত্রীর এই ভাবনা তাঁদেরও চাঁদা দেওয়া থেকে বাঁচিয়ে দিয়েছে।'

উপরোক্ত বিভিন্ন উক্তি থেকেই একটা ধারণা করা যায়, সরকারি অনুদানের টাকা কোন কোন খাতে কী ভাবে খরচ করা যায়। অতিরিক্ত বিশদে যাওয়ার প্রয়োজন নেই। কিন্তু অনুদানের টাকা নিয়ে যে বাধ্যবাধকতা, সব খাতে যে এটি খরচ করা সম্ভব নয়, সেটিই তোলে কিছু প্রশ্ন।

দুর্গাপুজোর অনুদানের টাকা সরাসরি পুজোর খরচে ব্যয় করা যায় না। প্রতিমা কেনা, দশকর্মার বাজার, পুরোহিতের দক্ষিণা বা ঢাকের খরচ- এগুলি সহ কোনও পুজো সংক্রান্ত কোনও কিছুতেই ওই টাকা খরচ করা যায় না। যেমন, যাঁদের শৈল্পিক স্পর্শে পুজোমন্ডপ প্রাণ পায়, সেই মৃৎশিল্পীদের এই বাড়তি অনুদানের অঙ্কে কোনও আনন্দ নেই। কালঘাম ছুটিয়ে মূর্তি গড়ে যাঁদের সংসার চলে, তাঁদের ঘরে এক কানাকড়িও বাড়তি ঢুকবে না।

অনেক মৃৎশিল্পীই বলেন, প্রতিবছর অনুদানের টাকা বাড়ানো হচ্ছে। পুজো শেষ হলে জাঁকজমক করে কার্নিভাল হবে। কিন্তু তাঁদের কথা কে ভাবে! ঘোষণা তো করাই যেত, বাড়তি অনুদানের টাকাটি মৃৎশিল্পীদের হাতে তুলে দিতে। জিনিসপত্রের দাম বেড়েছে। শোনা যায়, কুমোরটুলিতে শেষবারের মতো পা রেখেছিলেন, ২০১১ সালের শেষ দিকে প্রাক্তন মেয়র শোভন চট্টোপাধ্যায়। প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন স্টুডিও তৈরির, যা এখনও অধরা। বাস্তবায়িত হয়নি। বাম সরকারের আমলে নাকি স্বল্প সুদে ঋণ মিলত। ২০১১ সালের পর থেকে সেটাও বন্ধ। যাঁদের দক্ষতার হাত আছে, কলকাতার দুর্গাপুজো ইউনেসকোর হেরিটেজ তকমার গৌরব অর্জন করতে, তাঁরাই আজ আড়ালে। যখন শ্রেষ্ঠ মূর্তি, শ্রেষ্ঠ পুজোমন্ডপের পুরস্কার ঘোষণা করা হয় কিংবা কার্নিভাল উৎসব হয় কলকাতার রাজপথে; তখন এই শিল্পীরা হয়তো বসে থাকেন এক সরু গলির প্রায়ান্ধকার একচিলতে খুপড়ি জায়গাতেই। কয়েক বছর পর যদি এই পেশার অস্তিত্বই না থাকে, কী হবে তখন এই ইউনেসকোর হেরিটেজ তকমার গৌরব নিয়ে! পরবর্তী প্রজন্ম কি এই পেশায় আর আসছে, কেউ কি খোঁজ রাখছে?

একই প্রশ্ন প্রতিমার গয়না, অস্ত্র, সাজসজ্জা, ডাকের বা শোলার সাজ তৈরিতে বেশ কয়েক হাজার মানুষের জীবিকা নিয়েও! থিম পুজোর প্রচলনের জন্য এঁদের কাজের চাহিদা এখন অনেক কমে গেছে। শুধু প্রতিমা শিল্প বা মণ্ডপ শিল্প নয়, শহরের ক্লাবগুলো আগে গ্রামের লোকশিল্পীদের নিয়ে আসতেন মণ্ডপে তাঁদের নাচগান, অভিনয়, ইত্যাদি প্রদর্শন করার জন্য। শহরের মানুষ যেমন প্রায় লুপ্ত লোকশিল্পের স্বাদ গ্রহণ করতে পারতেন, তেমনি এই শিল্পীরাও অর্থনৈতিক সাফল্যের মুখ দেখতে পেতেন। এখন ঢাকি জীবিকার সাথে সাথে, এই লোকশিল্পীরাও অর্থনৈতিক সঙ্কটে। ভাবার সময় এসেছে, সাবেকি পুজো ছেড়ে থিম পুজোতে পরিবর্তনের সাথে সাথে, সেই প্রাচীন কাল থেকে জড়িত প্রতিটি শিল্পকেই বাঁচিয়ে রাখার যেন চেষ্টা করা হয়। যেন হারিয়ে না যায়, ঢাকি কিংবা লোকশিল্পীরা আমাদের জীবন থেকে। অনুদানের অর্থ যদি সাধারণ মানুষের স্বার্থেই খরচ করতে হয়, এই শিল্পীরাও তো সাধারণ মানুষই। পুজোর এই ক'টা দিনের রোজগারের ওপর সারা বছর নির্ভর করতে হয় অনেককেই। এই পুজোর দিকে তাকিয়ে থাকে মৃৎশিল্পী, ঢাকি সম্প্রদায়, ডাকের সাজের দল ছাড়াও গ্রামীণ স্তরে বহু পেশার লোকজন যেমন গ্রামীণ লোকশিল্পীরাও ইত্যাদি। সব জিনিসেরই তো দাম বেড়েছে; এমনকি আজকাল বাঁশ, মাটিও নগদ পয়সায় কিনতে হয়! সরকারি অনুদানের টাকা যেমন প্রতিবছর ধাপে ধাপে বাড়ছে, সেই টাকার একটি অংশ কি এই শিল্পী এবং ঢাকি সম্প্রদায়ের জন্য বরাদ্দ রাখা যায় না! হোক সেটা যৎসামান্যই, যখন তাঁরা দেখবেন সরকার তাঁদের কথা ভাবছেন, বঞ্চিত করছেন না, পরবর্তী প্রজন্ম হয়তো উদ্বুদ্ধ হবে বাপ-ঠাকুরদার পেশাটিকে আঁকড়ে ধরে থাকতে।

লেখা পাঠান

সময়োপযোগী উত্তর সম্পাদকীয় লেখা পাঠান। যে কোনও বিষয়ে আপনার মতামত বা অভিযোগ জানিয়ে পাঠান চিঠিপত্র। অবশ্যই Unicode-এ টাইপ করে পাঠাতে হবে।

email : dailyekdin1@gmail.com

বর্ধমানে ডেঙ্গু সচেতনতায় পরিস্থিতিতে চটলেন বিধায়ক

নিজস্ব প্রতিবেদন, পূর্ব বর্ধমান: দিনের পরদিন গোটা রাজ্যজুড়ে ডেঙ্গু আক্রান্তের সংখ্যা বেড়েই চলেছে। রাজ্য সরকারের তরফ থেকে সব জেলায় জেলায় আধিকারিকদের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে এলাকা পরিদর্শন করার জন্য। এলাকায় গিয়ে মানুষকে সচেতন করা, ডেঙ্গুর বিষয়ে মাইকিং করে সচেতন সহ এলাকা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখার জন্য আধিকারিকদের ও জন প্রতিনিধিদের নির্দেশ দেওয়ার পরই বুধবার বর্ধমান পুরসভার তিন নম্বর ওয়ার্ডে সকাল থেকে চলে অভিযান। সেই কাজ পরিদর্শন করেন বর্ধমান দক্ষিণের বিধায়ক খোকন দাস।

বিধায়ক এলাকার ভেতরে ঢুকতেই সেখানে গিয়ে চক্ষু চড়কগাছ হয়ে যায় তাঁর। সেখানে ড্রেনের জমা জল বাড়ির পাশে জমে রয়েছে। এলাকার বেশ কিছু মানুষ বালতিতে জল ভরে ভরে রাস্তার ওপর রেখে দিয়েছে। পুরসভার কর্মীরা সেই জল ফেলতে গেলে বাধার মুখে পড়েন বিধায়ক। এর পর ওই সমস্ত মানুষদেরকে বুঝিয়ে বিধায়ক জানান, এভাবে যদি জল জমে থাকে তা হলে আগামী দিনে ডেঙ্গু রোখা যাবে না। বাসিন্দারা যদি নিজে থেকে সচেতন না হন, কেউ কিছু করতে পারবে না। রীতিমতো বেশ কিছু বাড়িতে ঢুকে বিধায়ক দেখেন বাড়ির ভেতরে জমা জলে মশার লার্ভা জন্ম নিয়েছে। এই সব দেখে বিধায়কের মেজাজ গরম হয়ে যায়। বিধায়ক জানিয়েছেন, ওই এলাকাতেই ১০ থেকে ১২ জন ডেঙ্গুতে আক্রান্ত। কিন্তু গোটা এলাকা ঘুরে দেখা যাচ্ছে, অনেক মানুষ আছেন, যাঁরা এই বিষয়ে এখনও সচেতন নন।

তন্ত্র সাধনার নামে প্রতারণার অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিবেদন, বালুরঘাট: তন্ত্র সাধনার নামে প্রতারণার অভিযোগ। ঘটনায় অভিযোগকারীর অভিযোগের ভিত্তিতে শেষমেষ ওই তন্ত্রসাধককে আটক করে পুলিশ। দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার বালুরঘাট থানার অন্তর্গত ছাত্রপল্লী এলাকার ঘটনা।

জানা গিয়েছে, তন্ত্রসাধনা করে মেয়েকে সুস্থ করে তুলতে তন্ত্র সাধকের দ্বারস্থ হন পরিবারের লোকেরা। সুস্থ হওয়া তো দূরের কথা উলটে পরিবারে লোকেদের কাছ থেকে তন্ত্রসাধনার নামে সোনাদানা ও টাকাপয়সা নিয়ে চম্পট দেন ওই তন্ত্রসাধক। সেই ঘটনায় প্রতারিত ব্যক্তির লিখিত অভিযোগের ভিত্তিতে এদিন পুলিশ ওই তন্ত্র সাধককে আটক করে।

আলুতে কালোবাজারি রুখতে বৈঠকে জেলা হিমঘর ইন্ডাস্ট্রি অ্যাসোসিয়েশন

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: মালদা জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে নিয়ন্ত্রণে রয়েছে আলুর দাম। তবে এরই মধ্যে যাতে আবারও হঠাৎ করে বিক্রেতারা আলুর দামে কালোবাজারি না করতে পারে, সেই মতোই প্রশাসনের নির্দেশ মেনে আবারও বৈঠক করলেন জেলা হিমঘর ইন্ডাস্ট্রি অ্যাসোসিয়েশনের কর্মকর্তারা। বুধবার সংশ্লিষ্ট সংগঠনের ডাকা বৈঠকে উপস্থিত হয়েছিলেন মালদা জেলা নিয়ন্ত্রিত বাজারের পাইকারি আলু ব্যবসায়ীরাও। এদিন দুপুরে মালদা জেলা নিয়ন্ত্রিত বাজার সমিতির সভাপক্ষেই এই বৈঠকটি অনুষ্ঠিত হয়। সেখানেই উপস্থিত হয়েছিলেন জেলা নিয়ন্ত্রিত বাজার সমিতির সচিব অসিত বর, কৃষি দপ্তরের অ্যাসিস্ট্যান্ট ডিরেক্টর মিতা সাহা, জেলা কোল্ড স্টোরেজ ইন্ডাস্ট্রি অনার্স অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি উজ্জ্বল সাহা সহ অন্যান্যরা।

উল্লেখ্য, রাজ্যের বিভিন্ন জেলার পাশাপাশি মালদা জেলাতেও আলুর দাম মধ্যবিত্তের নাগালের বাইরে গিয়ে পৌঁছেছিল। আলুর দাম নিয়ন্ত্রণে উদ্যোগী হয় রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী। আলুর দাম নিয়ন্ত্রণে না আসা পর্যন্ত আলু রপ্তানি বন্ধ করার নির্দেশ দিয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী। এরপর আলুর দাম নিয়ন্ত্রণে আনতে জেলাশাসকদের কড়া নজরদারি শুরু হয়। জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে শহরের একাধিক মার্কেটে শুরু হয় সরকার নির্ধারিত মূল্যে আলু বিক্রয় কেন্দ্র। আর এনিয়ে মালদা জেলা প্রশাসন তথা জেলাশাসকের উদ্যোগে এদিন এই বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। বৈঠকে পাইকারি বাজারে সরকার নির্ধারিত আলু বিক্রি করার জন্য অনুরোধ করা হয় ব্যবসায়ীদের! হিমঘর মালিক কর্তৃপক্ষ সরকার তথা জেলা প্রশাসনের এই উদ্যোগকে সাধুবাদ জানিয়েছেন।

তরল মাদক ও বাইক সহ ধৃত পাচারকারী

নিজস্ব প্রতিবেদন, বসিরহাট: গোপন সূত্রে খবর পেয়ে বসিরহাট থানার পুলিশ বসিরহাটের সীমান্তবর্তী মধ্য পিফা বলফিল্ড এলাকা থেকে বুধবার ভোররাতে এক মাদক পাচারকারীকে গ্রেপ্তার করে। পুলিশ সূত্রে জানা যায়, দীর্ঘদিন ধরে মাদক পাচারের সঙ্গে জড়িত মোঃ আলি আশরাফ মণ্ডল। তাঁর বাড়ি বসিরহাট থানার ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তের পাইকারডাঙা গ্রামে। বুধবার ভোররাতে একটি মোটরবাইকে করে মধ্য পিফা এলাকা দিয়ে সীমান্তে নিয়ে যাচ্ছিল ৫ লিটার ৩০০ গ্রাম কোডেইন মিকচার। সেই সময় বসিরহাট থানার পুলিশ গোপন সূত্রে খবর পেয়ে হাতেনাতে ধরে ফেলে ওই পাচারকারীকে। তার কাছ থেকে উদ্ধার হয় ৫ লিটার ৩০০ গ্রাম কোডেইন মিকচার ও একটি মোটর বাইক। পুলিশের প্রাথমিক জেরায় সে শিকার করেছে সীমান্ত পেরিয়ে বাংলাদেশে এই মাদক পাচারের জন্য নিয়ে যাচ্ছিল। এরপর বসিরহাট থানা পুলিশের পক্ষ থেকে তাকে গ্রেপ্তার করে এদিন বারাসত জেলা আদালতে তোলা হয়েছে এবং বিচারক তাকে পুলিশ হেপাজতের নির্দেশ দিয়েছেন।

ফর্ম নং এনসিএলটি ৩এ
আবেদন বিস্তারিত বিজ্ঞাপন
[দ্রষ্টব্য রুল ৩৫]
ন্যাশনাল কোম্পানি ল ট্রাইব্যুনাল কলকাতা বেঞ্চ
কলকাতা সমীপে
সিপি (আইবি) নং ২৪৩/কেবি/২০২৪
২০১৬ সালের ইনসলভেন্সি অ্যান্ড ব্যাঙ্করাপসি কোড-এর ...

... নিম্নস্বাক্ষরকারীর নিকট নির্ধারিত শুল্ক আদায় দিয়ে যেকোনও ব্যক্তি সংগ্রহ করতে পারেন।

তারিখ ১ আগস্ট ২০২৪ — স্বা/-
সঞ্জনা শাউ
(কর্পোরেট আবেদনকারী/ কর্পোরেট ডেটরের অ্যাডভোকেট)
ঠিকানা : সরফ হাউস, ডাকব্যাক চেম্বারস ৩য় তল, কলকাতা - ৭০০০০১
ইমেল : sanjanashaw07@gmail.com

ডব্লুপিআইএল লিমিটেড
CIN: L36900WB1952PLC020274
রেজিস্টার্ড অফিস: ট্রিনিটি প্লাজা, ৪র্থ তল, ৮২/১এ, তপসিয়া রোড, (দক্ষিণ) কলকাতা-৭০০ ০৪৬

বিজ্ঞপ্তি

সেবি (লিস্টিং অবলিগেশনস্ অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস্) রেগুলেশনস্, ২০১৫ -র রেগুলেশন ৪৭(১)(এ) -এর সঙ্গে পঠিত রেগুলেশন ২৯(২) অনুসারে এতদ্দ্বারা বিজ্ঞপ্তি প্রদান করা হচ্ছে যে, কোম্পানির পরিচালন পর্ষদের সভা বুধবার, ৭ অগস্ট, ২০২৪ তারিখে অনুষ্ঠিত হবে, যেখানে অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে ৩০ জুন, ২০২৪ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিকের জন্য কোম্পানির অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফল বিবেচনা, অনুমোদন করা হবে, বিষয়টি বিধিবদ্ধ নিরীক্ষক দ্বারা সীমিত পর্যালোচনা সাপেক্ষে।

উক্ত নোটিস স্টক এক্সচেঞ্জের ওয়েবসাইট www.bseindia.com এবং কোম্পানির ওয়েবসাইট **https://www.wpil.co.in/investorservices.php** -তেও পাওয়া যাবে।

ডব্লুপিআইএল লিমিটেড-এর পক্ষে
স্বা/-
ইউ. চক্রবর্তী
জেনারেল ম্যানেজার (ফিনান্স) এবং কোম্পানি সেক্রেটারি
স্থান: কলকাতা
৩১ জুলাই, ২০২৪

এসএএফইএমএ, এফইএমএ, পিএমএলএ, এনডিপিএস, পিবিপিটি আইন অধীনে অ্যাপিলেট ট্রাইব্যুনাল সমীপে ধার্য শুনানির তারিখ বিষয়ে সংশ্লিষ্ট পক্ষের প্রতি বিজ্ঞপ্তি
ভারত সরকার

...

১১টায় সংশ্লিষ্ট অবস্থা অনুযায়ী অব্যবহিতভাবে শুনানির সময় ডাকা হবে।

আদেশক্রমে
ডিজিটাল স্বাক্ষরিত
অনুপ কুমার পারমার
রেজিস্ট্রার
স্থান : নিউ দিল্লি
তারিখ : ২৮.০৬.২০২৪

নোটিশ
কলকাতাস্থ হাইকোর্টে সাংবিধানিক রিট অধিক্ষেত্র অ্যাপিলেট সাইড
ডব্লু পি এ নং : ১৯০৪২-২০২৪
স্টেট ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়া
..........দরখাস্তকারী
বনাম

...

মেট্রো রেলওয়ে, কলকাতা

তারাতলা, সখের বাজার ও কবি সুকান্ত স্টেশনসমূহে
টিকেটিং ব্যবস্থার ডিজিটালাইজেশন

টোকেন ও স্মার্ট কার্ড ০১.০৮.২০২৪ **তারিখ থেকে** পরীক্ষামূলকভাবে শুধুমাত্র এএসসিআরএম সমূহের মাধ্যমে ইস্যু/রিচার্জ করা যাবে তারাতলা, সখেরবাজার (পার্পল লাইন) এবং কবি সুকান্ত (অরেঞ্জ লাইন) এই তিনটি স্টেশনে, যেগুলি "**নো বুকিং কাউন্টার**" স্টেশন হিসেবে নির্বাচিত হয়েছে এবং এই সমস্ত স্টেশনে কোনো বুকিং কাউন্টার পরিচালনা করা হবে না।

আমাদের অনুসরণ করুন : /metrorailwaykol /metrorailkolkata

আশিয়ানা হাউজিং লিমিটেড
CIN: L70109WB1986PLC040864
রেজিঃ অফিস : ৫এফ, এভারেস্ট, ৪৬/সি, চৌরঙ্গী রোড, কলকাতা-৭০০ ০৭১
মুখ্য দপ্তর : ইউনিট নং. ৪ ও ৫, ৪র্থ তল, সাউদার্ন পার্ক, প্লট নং ডি-২ সাকেত ডিস্ট্রিক্ট সেন্টার, নিউ দিল্লি-১১০ ০১৭
ওয়েবসাইট : www.ashianahousing.com
ই-মেল : investorrelations@ashianahousing.com

পাবলিক নোটিস

এতদ্দ্বারা সংশ্লিষ্ট সকলকে জানানো হচ্ছে যে, কোম্পানি কোম্পানির শেয়ারহোল্ডারদের কাছ থেকে প্রয়োজনীয় ইনডেমনিটি বন্ড ও হলফনামা সহ অনুরোধ গ্রহণ করেছেন, তাঁর হারিয়ে যাওয়া শেয়ার সার্টিফিকেটের পরিবর্তে শেয়ার সার্টিফিকেটের একটি প্রতিলিপি ইসুর জন্য। যার বিশদ এখানে নীচে দেওয়া হল :

ক্র. নং	নিবন্ধভুক্ত শেয়ারহোল্ডার -এর নাম	এল. এফ. নং	শেয়ার সার্টিফিকেট নং	স্বাতন্ত্র্যসূচক নং	শেয়ার সংখ্যা
১.	এস কৃষ্ণ	০০১২৯৫০	২৯৪৭	৪৬৫৩৫০১-৪৬৫৫২৫০	১,৭৫০
২.	অবিনাশ কুমার জৈন জে/ডব্লিউ সুরেন্দ্র কুমার জৈন	০০২০৩৪২	৩৯২০	৭৪০৭১৫১-৭৪১৫৯০০	৮,৭৫০

যেহেতু কোম্পানি ডুপ্লিকেট শেয়ার সার্টিফিকেট ইসুর প্রক্রিয়ারত, কোনও ব্যক্তির এই বিষয়টির উপর আপত্তি থাকলে, তাঁর আপত্তি, এই বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হওয়ার তারিখ থেকে ১৫ দিনের ভিতর কোম্পানিতে বা এর রেজিস্ট্রার মেসার্স বীটাল ফিনান্সিয়াল অ্যান্ড কম্পিউটার সার্ভিসেস প্রাঃ লিঃ, বীটাল হাউস, ৯৯, মদনগির, স্থানীয় শপিং সেন্টারের পিছনে, দাদা হরসুখ দাস মন্দির, নিউ দিল্লি-১১০ ০৬২ -এর কাছে।

আশিয়ানা হাউজিং লিঃ-এর পক্ষে
স্বা/-
নীতিন শর্মা
(কোম্পানি সেক্রেটারি)
স্থান: নিউ দিল্লি
তারিখ: ১৩ জুলাই, ২০২৪

বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন-9331059060, 9831919791

KVB Karur Vysya Bank — Smart way to bank
দ্য কারুর বৈশ্য ব্যাঙ্ক লি.
দুর্গাপুর শাখা
১৮৮/১৮১ নাচন রোড, ভিরিঙ্গি মোড় বেনাচিতি দুর্গাপুর, পশ্চিমবঙ্গ, ৭১৩২১৩
দখল বিজ্ঞপ্তি (স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল [রুল ৮(১)] অধীনে ইস্যুকৃত

যেহেতু,
নিম্নস্বাক্ষরকারী, **দ্য কারুর বৈশ্য ব্যাঙ্ক লিমিটেডের** অনুমোদিত আধিকারিক হিসেবে, সিকিউরিটাইজেশন এন্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনানসিয়াল অ্যাসেটস্ অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (সেকেন্ড) অ্যাক্ট, ২০০২ (অ্যাক্ট নং ২০০২-এর ৫৪) এবং সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২-এর রুল ৩-এর সঙ্গে পঠিত সেকশন ১৩(১২) অধীনে তার উপর অর্পিত ক্ষমতাবলে **১৯.০২.২০২৪** তারিখে একটি দাবি বিজ্ঞপ্তি জারিপূর্বক **১) মেসার্স শ্রীমন্ত ঠাকুর (ঋণগ্রহীতা) ঠিকানা** - দেবরানা পো.- চিনচুরিয়া, থানা - জামুরিয়া, জেলা - পশ্চিম বর্ধমান, পশ্চিমবঙ্গ ৭১৩৩৭৮ -কে আহ্বান জানিয়ে বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত টাকার অঙ্ক অর্থাৎ **৮৮,৩৮,৬৪৭.২৮ টাকা (অষ্টআশি লাখ আটত্রিশ হাজার ছশো সাতচল্লিশ টাকা এবং আঠাশ পয়সা) টাকা** তৎসহ আরও সুদ পরিশোধ করতে বলেন, এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে।

ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতাগণ উক্ত অর্থ পরিশোধে অপারগ হওয়ায় এতদ্বারা ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতাগণকে এবং জনসাধারণকে সাধারণভাবে জানানো যাচ্ছে যে, নিম্নস্বাক্ষরকারী সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২ -এর রুল ৮-এর সঙ্গে পঠিত উক্ত অ্যাক্টের সেকশন ১৩-র সাব-সেকশন (৪) অধীনে তার উপর ন্যস্ত ক্ষমতাবলে **২৯ জুলাই ২০২৪** তারিখ অত্র নিম্নে বর্ণিত সম্পত্তির দখল নিয়েছেন।

বিশেষ করে ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতাগণকে এবং সাধারণভাবে জনগণকে এতদ্বারা সতর্ক করা হচ্ছে যে, তারা যেন এই সম্পত্তি নিয়ে কোনও লেনদেন না করেন এবং উক্ত সম্পত্তি নিয়ে যে-কোনও লেনদেনে **৮৮,৩৮,৬৪৭.২৮ টাকা (অষ্টআশি লাখ আটত্রিশ হাজার ছশো সাতচল্লিশ টাকা এবং আঠাশ পয়সা) টাকা** এবং তদুপরি সুদ, ব্যয় এবং অন্যান্য খরচ দ্য কারুর বৈশ্য ব্যাঙ্ক লিমিটেড-এর ধার্য সাপেক্ষ হবে।

জামিনযুক্ত পরিসম্পৎ পরিশোধের জন্য প্রাপ্তব্য সময় সম্পর্কে আইনের ১৩ ধারার (৮) উপধারার বিধানাবলির প্রতি ঋণগ্রহীতাগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হচ্ছে।

তপশিল -এ

সংশ্লিষ্ট সকল অংশ বাণিজ্যিক সম্পত্তি পরিমাণ আনুমানিক ৩১.৭৮ ডেসিমেল অবস্থিত এলআর প্লট নং ১০০৮, এলআর খতিয়ান নং ১২১১, জেএল নং ৭২, মৌজা : ডোবরানা, গ্রাম : কেন্দা, রানিগঞ্জ-সিউড়ি রোড, হীরাপুর, পো : চিনচুড়িয়া, থানা : জামুড়িয়া, জেলা : পশ্চিম বর্ধমান, পশ্চিমবঙ্গ : ৭১৩৩৭৮, ডোবরান গ্রাম পঞ্চায়েত অধীন, সম্পত্তির স্বত্বাধিকারী **শ্রীমন্ত ঠাকুর**, চৌহদ্দি :
উত্তরে : সাখি মন্ডলের সম্পত্তি — দক্ষিণে : শ্রীধাতা ঘোষের সম্পত্তি
পূর্বে : ১২ ফুট চওড়া সড়ক — পশ্চিমে : ১২ ফুট চওড়া সড়ক।

সংশ্লিষ্ট সকল অংশ দোতলা বসবাসের ভবন পরিমাণ আনুমানিক ৫.৫০ ডেসিমেল অবস্থিত এলআর প্লট নং ৮৫৮, এলআর খতিয়ান নং ৪৭২, জেএল নং ৭২, মৌজা : ডোবরানা, গ্রাম : ডোবরানা, পো চিনচুড়িয়া, থানা : জামুড়িয়া, জেলা : পশ্চিম বর্ধমান, পশ্চিমবঙ্গ, ৭১৩৩৭৮ ডোবরানা গ্রাম পঞ্চায়েত অধীন, সম্পত্তির স্বত্বাধিকারী **শ্রীমতি সবিতা ঠাকুর**, চৌহদ্দি :
উত্তরে : ২৫ ফুট চওড়া সড়ক — দক্ষিণে : পাল বাবুর সম্পত্তি
পূর্বে : এস পাত্রর সম্পত্তি — পশ্চিমে : রাজীব পাত্রর সম্পত্তি।

তপশিল - বি

সমুদয় চলতি সম্পদের দায়বদ্ধ চার্জ সহ

স্থান: দুর্গাপুর — অনুমোদিত অফিসার
তারিখ : ২৯.০৭.২০২৪ — দ্য কারুর বৈশ্য ব্যাঙ্ক লিমিটেড

SBI
এসবিআই আরএসিপিসি বেহালা (১৭৮৯৯)
২৩এ/৪৪এক্স, ৪র্থ তল, জীবন তারা বিল্ডিং, ডি. এইচ. রোড, কোল - ৭০০০৫৩ ই-মেল - sbi.17899@sbi.co.in
পরিশিষ্ট - IV (রুল-৮(১)
দখল বিজ্ঞপ্তি (স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

যেহেতু,
এতদ্বারা নিম্নস্বাক্ষরকারী **স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, আরএসিপিসি বেহালা** অনুমোদিত অফিসার ২০০২ সালের (২০০২ এর নং ৩) সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অব ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অব সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(১২) ধারা এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৩ সংস্থান অধীনে ...

ক্রম নং	ঋণগ্রহীতার নাম এবং ঠিকানা	স্থাবর সম্পত্তির বিস্তারিত	১) দাবি নোটিশের তারিখ ২) দখল নোটিশের তারিখ ৩) বকেয়া পরিমাণ
১	**শ্রী বিশ্বজিৎ ঘোষ** সাধনালয় অ্যাপার্টমেন্ট ফ্ল্যাট নং ৩বি, ৪র্থতল, হোল্ডিং নং সি২-২০/৮০, কুমার পাড়া রোড, থানা : মহেশতলা, জেলা : দক্ষিণ ২৪ পরগনা, কলকাতা : ৭০০১৪১	নথিভুক্ত বুক নং ১, সিডি ভলুম নং ১৬০৭-২০১৭, পৃষ্ঠা ২০৭১০৭ থেকে ২০৭১৩৫, দলিল নং ১৬০৭০৭০০৯-২০১৭, সংশ্লিষ্ট সকল অংশ স্বয়ংসম্পূর্ণ ফ্ল্যাট নং ৩বি, ৪র্থতল, (দক্ষিণ-পশ্চিম) দিকে পরিমাণ কমবেশি ৫৫০ বর্গফুট সুপার বিল্ট আপ এরিয়া, ২ বেড রুমা, ১ কিচেন তথা ডাইনিং স্পেস, ১ টয়লেট,এবং অবিভক্ত সম্পত্তির যথাযথ ভাগ অংশ সুবিধা এবং পরিষেবা ভোগ দখলের অধিকার সমন্বিত জমির পরিমাণ কমবেশি ৩ কাঠা ৮ ছটাক, গ্রাউন্ড-তিনতলা ভবন, লিফট সহ অবস্থিত মৌজা : মহেশতলা, জেএল নং ৫, আরএস নং ৬৩, তৌজি নং ৬৬, সাবেক দাগ নং ১৪২৩/১৬৭৪, খতিয়ান নং ২০৬৪, এলআর দাগ নং ১৭৫৪, এলআর খতিয়ান নং ৩৬৯৪, থানা : মহেশতলা, মহেশতলা পুরসভা হোল্ডিং নং সি২-২০/৮০, কুমার পাড়া রোড, ওয়ার্ড নং ২২, কলকাতা : ৭০০১৪১, দক্ষিণ ২৪ পরগনা। নিম্নোক্ত মতে **চৌহদ্দি : স্বত্বাধিকারী : শ্রী বিশ্বজিৎ ঘোষ, উত্তরে :** অজিত ভট্টাচার্যর জমি, **দক্ষিণে :** অধ্যাপক দেবল রায় এর জমি, দাগ নং ১৬৭৪; **পূর্বে :** শৈলেন ঘড়ুই এর জমি, **পশ্চিমে : ১২ ফুট** চওড়া সাধারণ চলার পথ।	১) ১৮.০৪.২০২৪ ২) ৩০.০৭.২০২৪ **৩) ৮,০৯,৬১১ টাকা** (আট লাখ নয় হাজার ছশো এগার টাকা) এবং ১৯.০৪.২০২৪ থেকে পরবর্তী সুদ ব্যয় ইত্যাদি সহ
২	**শ্রী জ্যোতিপ্রিয় বসু এবং শ্রীমতি মিত্রা বসু,** ফ্ল্যাট নং ১-ডব্লুআইএ টাইপ, একতলা, ব্লক -১, সরসুনা হাউসিং এস্টেট, ফেজ-১, নিউ শকুন্তলা পার্ক কো-অপারেটিভ হাউসিং সোসাইটি লি, থানা : ঠাকুরপুকুর, কলকাতা : ৭০০০৬৩	নথিভুক্ত বুক নং ১, সিডি ভলুম নং ১, পৃষ্ঠা ১ থেকে১৯,দলিল নং ০৭৫৫৯-২০০৪ সালের। **স্বত্বাধিকারী : শ্রী জ্যোতিপ্রিয় বসু এবং শ্রীমতি মীরা বসু** সংশ্লিষ্ট সকল অংশ ফ্ল্যাট নং ১-ডব্লুআইএ টাইপ, একতলায়, ব্লক ১, পরিমাণ কমবেশি ৩৫.৩২৮ বর্গ মিটার, সরসুনা হাউসিং এস্টেট, ফেজ-১, নিউ শকুন্তলা পার্ক কো-অপারেটিভ হাউসিং সোসাইটি লি, অবস্থিত মৌজা : দক্ষিণ বেহালা এবং সরসুনা, জেএল নং ১৬, ৭, ১৭, কেএম ওয়ার্ড নং ১২৭, বরো-১৪, থানা: ঠাকুরপুকুর, কলকাতা : ৭০০০৬১, জেলা : দক্ষিণ ২৪ পরগনা।	১) ০৪.০৫.২০২৩ ২) ৩০.০৭.২০২৪ **৩) ১,৯৯,৯৫৬ টাকা** (এক লাখ নিরানব্বই হাজার নশো ছাপান্ন টাকা) এবং ০৫.০৫.২০২৩ থেকে পরবর্তী সুদ ব্যয় ইত্যাদি সহ

তারিখ - ৩০.০৭.২০২৪, স্থান - বেহালা, কলকাতা — **অনুমোদিত অফিসার, স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া**

North Howrah Co-operative Credit Society Ltd.

(Registration No. 20 Date-30.04.1981)
12/1 Upendra Nath Mitra Lane, Salkia, Howrah-711106

Notice

In pursuance of order no. 824-II/6/12 dated-15.07.2024 of the Returning Officer of North Howrah Co-Operative .Credit Society Ltd and ARCS, Howrah Range it is hereby notified for information to all the members of the North Howrah Co-Operative .Credit Society Ltd. (Regn No- 20 of 30.04.1981) that a Special General Meeting of the Society will be held on **18.09.2024 at 11:30 A.M.** at the premises of the Registered Office of the Society under section 31 of WBCS Act 2006 to transact the following agendum.

1: Election to the Board of Directors of North Howrah Co-Operative .Credit Society Ltd (Election Schedule is attached below).All the members of the above noted Society are requested to attend the Special General Meeting on the scheduled date and time positively and to take part in the election to the Board of Directors of the Society.

Inspector of Co-operative Societies
Howrah Sadar (N) Circle.

SCHEDULE FOR ELECTION TO THE BOARD OF DIRECTORS

Memo no. 02/BOD Election/2024 — **Date: 30.07.2024**

In pursuance of W.B. Co-operative Election commission Regulation-**2012 & Order no. 824/II-6/12 dated-15.07.2024** of the Returning Officer & ARCS, Howrah Range all the members are hereby informed that the Election of the Board of Directors of the above mentioned Society will be held on **18.09.2024** as per the following schedule. Number of Directors to be elected: 12 out of which 02(two) are reserved for women and 01(One) reserved for SC/ST.

SL. No.	Programme	Date	Time	Place	Authorised person
1	Publication of Draft voter list	30.07.2024	1.30 p.m.	Notice Board of the Society	ARO
2	Receiving of Claims & Objection on the draft voter list	01.08.2024 to 13.08.2024	12.00 noon to 3.00 p.m.	Society's Office	Society Prodipto Mukherjee Employee of the Society.
3	Hearing on Claims & Objection on the draft voter list	14.08.2024	11.30 a.m. to 1.00 p.m.	Society's Office	ARO
4	Publication of final voter list	14.08.2024	After completion of hearing	Notice Board of the Society	ARO
5	Issue & of Nomination papers	23.08.2024 & 24.08.2024	11.00 a.m. to 2.00 p.m.	Society's Office	Society Prodipto Mukherjee Employee of the Society.
6	Submission of Nomination Papers	27.08.2024 & 28.08.2024	12.00 noon. to 2.30 p.m.	Society's Office	ARO
7	Scrutiny of Nomination Papers	30.08.2024	From 12:00 (Noon)	Society's Office	ARO
8	Publication of list of Valid Nominations	30.08.2024	Immediately after Scrutiny	Notice Board of the Society	ARO
9	Last Date of Withdrawal of Nomination Papers	31.08.2024	Upto 3:00 p.m.	Society's Office	ARO
10	Publication of Final List of Contesting Candidates	31.08.2024	After 3.00 p.m.	Notice Board of the Society	ARO
11	Election (if required)	18.09.2024	11.00 a.m. to 2.00 p.m.	Society's Office	Polling Personnel
12	Counting of Votes & Publication of Results	18.09.2024	After completion of Poll	Society's Office	Polling Personnel & ARO

N.B.- 1) **Eligibility for being elected as Director:** As per WBCS Act 2006 and Rules 2011 as amended up to date.
2) At the time of Election of the BOD, voters have to produce a photo ID Card as recognized by the election Commission of India.
3) Photocopy of Certificate from competent authority must be submitted with nomination paper (if applied for SC/ST reservation)and original to be produced before the ARO at the time of scrutiny.

(Pritha Chakraborty)
Assistant Returning Officer
North Howrah Co-Operative Credit Society Ltd.

(Shib Shankar Das)
Assistant Returning Officer
North Howrah Co-Operative Credit Society Ltd.

রিগা সুগার কোং লি (দেউলিয়াগ্রস্ত)
২০১৬ সালের ইনসলভেন্সি অ্যান্ড ব্যাঙ্করাপসি কোড সংস্থান ...

এতদ্বারা সাধারণের অবগতির জন্য বিজ্ঞাপিত হচ্ছে যে, নিম্নস্বাক্ষরকারী কর্তৃক মেসার্স রিগা সুগার কোং লি (দেউলিয়াগ্রস্ত) মালিকানাধীন নিম্নোক্ত সম্পদ এবং ... এবং শর্তাধীনে ই-নিলাম অধীনে বিক্রি করা হবে।

১. নিলামের তারিখ এবং সময় — সোমবার, ২ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ ...

...

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক Indian Bank — **ইলাহাবাদ ALLAHABAD**
পাঁচগ্রাম শাখা
গ্রাম- পাঁচগ্রাম হাটতলা, পোস্ট - পাঁচগ্রাম
থানা- নবগ্রাম, জেলা - মুর্শিদাবাদ
পশ্চিমবঙ্গ, পিন - ৭৪২১৮৪

পরিশিষ্ট-৪-এ [রুল ৮(৬), ৯(১) -এর অনুবিধি দেখুন]

স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয়ের জন্য বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এমফোর্সমেন্ট) রুলস ৮(৬) এবং ৯(১) -এর অনুবিধির সঙ্গে পঠিত ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল এ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি অ্যাক্ট অধীনে স্থাবর সম্পত্তিসমূহ বিক্রয়ের জন্য ই-অকশন বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি।

এতদ্বারা সাধারণভাবে জনসাধারণকে এবং বিশেষ করে ঋণগ্রহীতা(গণ)/এবং জামিনদার(গণ) -কে নোটিশ দেওয়া হচ্ছে যে নীচে বর্ণিত স্থাবর সম্পত্তি(গুলি) সুরক্ষিত পাওনাদারের কাছে বন্ধক/চার্জ করা হয়েছে, যার **প্রতীকী দখল ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক পাঁচগ্রাম শাখা (সুরক্ষিত পাওনাদার)** -এর অনুমোদিত অফিসার দ্বারা নেওয়া হয়েছে, বকেয়া রাশি পুনরুদ্ধারের জন্য যা **২১.০৮.২০২৪** তারিখে বিক্রি করা হবে "**যেখানে যেমন আছে**", "**যা আছে তা আছে**" এবং "**সেখানে যা কিছু আছে**" ভিত্তিতে বকেয়া **৬০,০১,৭৬৪,৮২ টাকা** (ষাট লক্ষ এক হাজার সাতশো চৌষট্টি টাকা এবং বিরাশি পয়সা মাত্র) (বিবি + এমওআই = ৪০,৪৬,১১৪.০৭ টাকা + ১৯,৫৫,৬৫০.৭৫ টাকা) **৩১.০৭.২০২৪** অনুযায়ী এবং তদুপরি সুদ/ চার্জ এবং খরচ সহ যা **ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক পাঁচগ্রাম শাখা (সুরক্ষিত পাওনাদার)** -এর পাওনা আছে **ঋণগ্রহীতা- মেসার্স স্ট্রাকচার ব্রিক ফ্যাক্টরি (স্বত্বাধিকারী- কামাল হাসান)**, গ্রাম - নিধিয়া, পোস্ট - উজিরপুর, থানা - নলহাটি, জেলা -বীরভূম, পিন - ৭৩১ ২৩৭-এর থেকে পুনরুদ্ধারের জন্য।

ই-অকশন মোডের মাধ্যমে বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে সম্পত্তির নির্দিষ্ট বিবরণ নীচে বর্ণনা করা হয়েছে :

ক্র নং	ক) অ্যাকাউন্ট/ঋণগ্রহীতার নাম খ) শাখার নাম	স্থাবর সম্পত্তির বিশদ বিবরণ	সুরক্ষিত ঋণদাতার বকেয়া পরিমান	ক) সংরক্ষিত মূল্য খ) ইএমডি পরিমাণ গ) দর বৃদ্ধির পরিমাণ ঘ) সম্পত্তি আইডি ঙ) সম্পত্তির উপর দায়বদ্ধতা চ) দখলের ধরণ
১.	ক) ১. **মেসার্স স্ট্রাকচার ব্রিক ফ্যাক্টরি (স্বত্বাধিকারী: কামাল হাসান),** গ্রাম - নিধিয়া, পোস্ট - উজিরপুর, থানা - নলহাটি, জেলা -বীরভূম, পিন - ৭৩১ ২৩৭ **২. স্বত্বাধিকারী এবং গ্যারান্টর তথা বন্ধকদাতা: জনাব কামাল হাসান,** পিতা- কাবেজ সেখ গ্রাম- নিধিয়া, পোস্ট- উজিরপুর, থানা- নলহাটি, জেলা-বীরভূম, পিন - ৭৩১ ২৩৭ **খ) পাঁচগ্রাম শাখা**	**জনাব কামাল হাসান -এর নামে** তথায় থাকা বিল্ডিং সহ জমির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল যার মৌজা- আশুরিয়া, জে.এল. নং ১৩২, এল.আর. খতিয়ান নং ২১৮৩, এল.আর. প্লট নং ১৫৩৬ জমির পরিমাপ ২০ ডেসিমেল গ্রাম - নিধিয়া, পোস্ট - উজিরপুর, থানা - নলহাটি, জেলা - বীরভূম, পিন - ৭৩১ ২৩৭, পশ্চিমবঙ্গ, শ্রেণীবিভাগ - বাস্তু, স্বত্ব দলিল ১৬৪৭, তারিখ- ১৪.০২.২০১৯, এডিএসআর নলহাটিতে নিবন্ধিত। **চতুর্দিক পরিবেষ্টিত:** উত্তর - কাবেজ শেখের জমি, দক্ষিণ - ভেলু সেখের জমি, পূর্ব - বলদেবের জমি, পশ্চিম - রাজ্য সড়ক দ্বারা।	**৬০,০১,৭৬৪,৮২ টাকা** (ষাট লক্ষ এক হাজার সাতশো চৌষট্টি টাকা এবং বিরাশি পয়সা মাত্র) (বিবি + এমওআই = ৪০,৪৬,১১৪.০৭ টাকা + ১৯,৫৫,৬৫০.৭৫ টাকা) **৩১.০৭.২০২৪** অনুযায়ী এবং তদুপরি সুদ/ চার্জ এবং খরচ সহ	**ক) ৫০,০০,০০০.০০ টাকা (*)** (পঞ্চাশ লক্ষ টাকা মাত্র) **খ) ৫,০০,০০০.০০ টাকা** (পাঁচ লক্ষ টাকা মাত্র) **গ) ১০,০০০.০০ টাকা** (দশ হাজার টাকা মাত্র) **ঘ) IDIB30401703017** **ঙ) ব্যাংকের কাছে অজানা** **চ) প্রতীকী দখল**

(*) বিক্রয় মূল্য সংরক্ষিত মূল্যের উপর হতে হবে

ই-অকশনের তারিখ ও সময়: তারিখ - ২১.০৮.২০২৪; সময় : দুপুর ১.০০টা থেকে বিকাল ৫.০০টা
ই-অকশন পরিষেবা প্রদানকারীর প্ল্যাটফর্ম : https://ebkray.in

বিডারদের পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে, অনলাইন বিডে অংশগ্রহণের জন্য ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্কের ই-অকশন ওয়েবসাইটে দেওয়া লিঙ্ক অর্থাৎ **www.indianbank.co.in** এবং এছাড়াও ই-বিক্রয় পোর্টাল ওয়েবসাইট **https://ebkray.in** দেখুন। দরদাতা হিসেবে নিবন্ধনের জন্য এবং ই-নিলামে অংশ নিতে অনুগ্রহ করে ই-বিক্রয় ই-কমার্স ওয়েবসাইট অর্থাৎ **support.ebkray@psballiance.com** দেখুন। সমস্ত দরদাতাদের বাধ্যতামূলকভাবে পোর্টালের মাধ্যমে ই-অকশনে অংশগ্রহণ এবং নিবন্ধনের জন্য কেওয়াইসি নিয়মগুলি মেনে চলতে হবে।

যেকোনো প্রযুক্তিগত সহায়তার জন্য অনুগ্রহ করে **ই-বিক্রয় হেল্পডেস্ক ৮২৯১২২০২২০** -এ কল করুন **এবং ইমেল আইডি- support.ebkray@psballiance.com** -এ মেইল করুন। অপারেশন/রেজিস্ট্রেশন স্ট্যাটাস **https://ebkray.in**। ফাইন্যান্স/ইএমও স্ট্যাটাস **https://ebkray.in**। ই-বিক্রয় পোর্টাল সম্পর্কিত সমস্যার জন্য হেল্পলাইন নম্বর হল '৮২৯১২ ২০২২০'।

দরদাতাদের **https://ebkray.in** এবং **www.indianbank.co.in** -এর ওয়েবসাইটে সম্পত্তি অনুসন্ধান করার সময় উপরে উল্লিখিত সম্পত্তি আইডি নম্বর ব্যবহার করার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।

দ্রষ্টব্য: এই বিজ্ঞপ্তিটি ঋণগ্রহীতা(গণ)/ জামিনদার(গণ)/ বন্ধকদাতা(গণ)/ -এরও প্রতি

তারিখ: ৩১.০৭.২০২৪
স্থান : পাঁচগ্রাম
অনুমোদিত অফিসার
ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক

আপ শিয়ালদা লোকালগুলি দেরিতে ছাড়ায় ডায়মন্ড হারবার স্টেশনে অবরোধ বিক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিবেদন, ডায়মন্ড হারবার: প্রতিদিন ভোরের আপ শিয়ালদা লোকালগুলি নির্ধারিত সময়ের থেকে দেরিতে ছাড়ে। ফলে কাজে পৌঁছতে দেরি হয় নিত্যযাত্রীদের। এই অভিযোগে বুধবার সকাল সাড়ে পাঁচটা থেকে ডায়মন্ড হারবার স্টেশনে অবরোধ বিক্ষোভ দেখান শতাধিক যাত্রী। লাইনের ওপর বসে চলতে থাকে এই বিক্ষোভ। ফলে বন্ধ হয়ে যায় ট্রেন চলাচল। বিক্ষোভকারীদের সঙ্গে জিআরপি, আরপিএফ এবং রেল কর্তৃপক্ষ দফায় দফায় কথা বললেও আশ্বস্ত করতে পারেনি। বিক্ষোভকারীরা নিজেদের দাবিতে অনড় ছিলেন প্রায় ৫ ঘণ্টারও বেশি সময়। সকাল আটটার পর থেকে অবরোধ বিক্ষোভের আঁচ আরও বাড়তে থাকে। এদিকে অন্তিম স্টেশনে ট্রেন পৌঁছতে না পারায় হোটর স্টেশন থেকেই শুরু হয় ট্রেন চলাচল। এরপর ডায়মন্ড হারবারের পাশাপাশি মগরাহাট এবং দেউলা স্টেশনেও বিক্ষোভ শুরু করেন যাত্রীরা। প্রায় ঘণ্টা পাঁচেক টালবাহানা চলার পর সকাল সাড়ে দশটা নাগাদ ডায়মন্ড হারবার স্টেশনে বিক্ষোভ উঠে যায়। এই স্টেশন থেকেই প্রথম আপ শিয়ালদা লোকাল ১১ নাগাদ রওনা দেয়। ততক্ষণে মগরাহাট ও দেউলাতে উঠে যায় বিক্ষোভ। আস্তে আস্তে ট্রেন চলাচল স্বাভাবিক হয়।

এদিন ডায়মন্ড হারবার স্টেশনে আন্দোলনরত যাত্রী শম্পা হালদার, বন্দনা মণ্ডল বলেন, 'প্রত্যেক দিন সকালের ট্রেন ধরে কর্মক্ষেত্রে যেতে হয়। কিন্তু ইদানিং ট্রেন খুব দেরিতে শিয়ালদা পৌঁছচ্ছে। ফলে কাজের জায়গায় ভীষণ সমস্যা হচ্ছিল। আমাদের মত শয়ে শয়ে যাত্রী নিত্যদিন ভোগান্তির মুখে পড়ছেন। তাই বাধ্য হয়েই আমরা ট্রেন অবরোধ করি। রেলের তরফে আমাদের দাবি পূরণ করার আশ্বাস দেওয়া হয়েছে। তাই বিক্ষোভ তুলে নিয়েছি। তবে আগামী দিন সুরাহা না হলে ফের অবরোধের পথে হাঁটব।' শিবু হাজরা, সনাতন প্রামাণিক বলেন, 'আমরা প্রতিদিন সকালে কলকাতায় সবজি নিয়ে যাই। কিন্তু ট্রেন দেরিতে কলকাতায় পৌঁছনোয় সবজি বিক্রি করতে পারছিলাম না। ভীষণ ক্ষতি হচ্ছিল আমাদের।'

অন্যদিকে রেলের তরফে দাবি করা হয়েছে, 'রেল লাইনের কাজের জন্যই সকালে দু'- একটি ট্রেন কিছুটা দেরিতে শিয়ালদা ঢুকত। তবে যাত্রী সাধারণের নিরাপত্তার জন্যই সেই কাজ করা হচ্ছিল।' এদিন বিক্ষোভ শেষে বিষয়টি নিয়ে শিয়ালদা আরপিএফের এসিস্ট্যান্ট কমিশনার (সিকিউরিটি) অলক কুমার জেন বলেন, 'আমরা বারংবার যাত্রীদেরকে বিক্ষোভ তুলে নেওয়ার জন্য আবেদন করি। প্রথমে তাঁরা কথা না শুনলেও পরে বিক্ষোভ তুলে নেন। তাঁদের দাবি পূরণ করার আশ্বাস দেওয়া হয়েছে রেলের তরফে।'

জলাশয়ের ওপর অবৈধ নির্মাণ ভাঙল পুরসভা, একটি নির্মাণকাজ বন্ধের নির্দেশ

নিজস্ব প্রতিবেদন, বনগাঁ: বনগাঁ পুরসভার চেয়ারম্যানের উপস্থিতিতে জলাশয়ের ওপরে অবৈধ নির্মাণ ভাঙল পুরসভা, অপর আরও একটি নির্মাণকার্য বন্ধ করার নির্দেশ দিল পুরসভা। উত্তর ২৪ পরগনার বনগাঁ পুরসভার ১৬ নম্বর ওয়ার্ডের বসাকপাড়া এলাকায় একটি জলাশয়ের ওপরে ঘর নির্মাণ করেছিলেন ওই এলাকার মোহন সরকার নামে এক ব্যক্তি। এলাকার সাধারণ মানুষ পুরসভাতে একটি অভিযোগ জমা দেয়। সেই অভিযোগের ভিত্তিতে পুরসভা তদন্ত করে এবং ভূমি দপ্তরকে তদন্ত করতে দেওয়া হয়। পুরসভা ও ভূমি দপ্তরের তদন্তের পড়ে জানা যায় জলাশয়ের ওপরে পুরসভার অনুমতি ছাড়াই বাড়ি নির্মাণ করেছে মোহন সরকার। তাঁকে একবছর সময় দেওয়া হয়েছিল। নির্মাণকার্য ভেঙে নিতে কিন্তু তিনি ভেঙে নেননি। এখন সেই নির্মাণ ভেঙে দেওয়া হচ্ছে।

যদিও মোহন সরকার জানিয়েছেন, তিনি জলাশয়ের ওপরে বাড়ি নির্মাণ করেছেন। সরকারি ভাবে এটা অবৈধ হলে অবৈধ। আরও অনেকে জলাশয়ের মধ্যে বাড়ি করে আছে বলেও তিনি অভিযোগ করেন। যদি তাঁরটা ভেঙে দেওয়া হয় তা হলে অন্যগুলোকেও ব্যবস্থা নেওয়া হোক। একই সঙ্গে ওই জলাশয় সংলগ্ন আরও একটি নির্মাণের কাজ বন্ধ করল পুরসভা। সমস্ত রকম কাগজপত্র নিয়ে তাদের পুরসভায় দেখা করতে বলা হয়েছে।

এই বিষয়ে বনগাঁ পুরসভার চেয়ারম্যান গোপাল শেঠ জানিয়েছেন, 'আমরা এলাকা থেকে অভিযোগ পেয়ে পুরসভার তরফ থেকে তদন্ত করে ভূমি দপ্তরকে তদন্ত করার জন্য জানিয়েছিলাম। ভূমি দপ্তর জানিয়েছে এটা অবৈধ নির্মাণ। নির্মাণকার্যের জন্য সরকারি কোনও অনুমতি নেওয়া হয়নি। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশকে মাথায় রেখে পুরসভার তরফ থেকে এই অবৈধ নির্মাণ ভেঙে দেওয়া হচ্ছে।'

কুড়ি দিন পরও ঘরে ফেরেনি ডানকুনির নিখোঁজ দুই ছাত্রী

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: প্রায় কুড়ি দিন কেটে গিয়েছে। এখনও ঘরে ফেরেনি ডানকুনির নিখোঁজ দুই স্কুল ছাত্রী। যা নিয়ে শুরু হয়েছে রাজনৈতিক তরজা। গত ১০ জুলাই টিউশন পড়তে বেরিয়ে নিখোঁজ হয় ডানকুনি শ্রী রামকৃষ্ণ বিদ্যাশ্রম উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়ের অষ্টম শ্রেণীর দুই ছাত্রী।

পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছিল, ওই দিন স্কুল থেকে ফেরার পর সন্ধ্যা ছটা নাগাদ টিউশন পড়তে যাচ্ছি বলে বাড়ি থেকে বের হয়। নিখোঁজ হওয়ার দিনই ডানকুনি থানায় অভিযোগ জানায় দুই ছাত্রীর পরিবার। প্রায় কুড়ি দিন হয়ে গেলেও এখনও খোঁজ মেলেনি নিখোঁজ হওয়া দুই ছাত্রীর। পুলিশ জানিয়েছে, রাজ্যের গোয়েন্দা বিভাগের সহযোগিতা নিয়ে তদন্ত চালিয়ে যাচ্ছে পুলিশ। অন্যদিকে এই ঘটনা নিয়ে শুরু হয়েছে রাজনৈতিক জলঘোলা। বুধবার নিখোঁজ দুই ছাত্রীর পরিবারের সঙ্গে দেখা করে বিজেপির একটি প্রতিনিধি দল। দুই ছাত্রী পরিবারের সঙ্গে কথা বলেন তাঁরা।

বিজেপির নেত্রী তথা ডানকুনি পুরসভার প্রাক্তন কাউন্সিলার মিনা কুমারী পাসওয়ান বলেন, 'এরাজ্যে নারী

নির্যাতন এবং নারী পাচারের মতো ঘটনা ঘটলেও পুলিশ নিষ্ক্রিয়। পুলিশের ওপর চাপ সৃষ্টি করব, যাতে মেয়ে দু'টিকে বাড়িতে ফিরিয়ে আনা যায়।' বিজেপির মন্তব্যকে কটাক্ষ করেছেন ডানকুনি পুরসভার ভাইস চেয়ারম্যান তথা ডানকুনি শহর তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি প্রকাশ রাহা। তিনি বলেন, 'পুলিশ এই ঘটনায় তৎপরতার সঙ্গে তদন্ত এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। আর বিজেপিকে বলব ওরা নিজের চরকায় তেল দিক, বিজেপি শাসিত রাজ্যে মহিলারা কতটা নিরাপদে থাকে সেদিকে নজর দিক।'

ছেলের বিরুদ্ধে চুরির অভিযোগে শাবলের আঘাতে বাবার মৃত্যু

নিজস্ব প্রতিবেদন, আসানসোল: সামান্য দু' থেকে আড়াইশো টাকা চুরি করার অভিযোগে শাবলের আঘাতে প্রাণ গেল এক ব্যক্তির। বুধবার ঘটনাটি ঘটেছে কুলটি থানার অন্তর্গত নিয়ামতপুর ফাঁড়ির চবকা এলাকায়। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, ওই এলাকার বাসিন্দা কৃষ্ণা গোস্বামীর নাবালক ছেলের ওপর স্থানীয় ব্যবসায়ী বুলু স্টলের থেকে ২০০ বা ২৫০ টাকা চুরি করার অভিযোগ ওঠে, এই নিয়ে শুরু হয় বাকবিতন্ডা। ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে প্রকৃত ঘটনা জানতে আসেন অভিযুক্তের বাবা কৃষ্ণা গোস্বামী।

কৃষ্ণা গোস্বামীর স্ত্রী মুন্নি দেবীর অভিযোগ, কৃষ্ণা সমস্ত ঘটনা জানার জন্য ঘটনাস্থলে আসতেই তাঁর ওপর চড়াও হন বেশ কয়েকজন যুবক, এমনকি তাঁদের বাড়িতেও চড়াও হন, সুভাষ নামে এক ব্যক্তির নেতৃত্বে বেশ কয়েকজন তাঁরা কোনও কথা না শুনে চাবুক, শাবল সহ ঘাতক জিনিস নিয়ে চড়াও হন তাঁদের ওপর। ঘটনাস্থলে কৃষ্ণা গোস্বামী গুরুতর আহত হলে তাঁকে আসানসোল জেলা হাসপাতালে পাঠানো হয় এবং সেখানে চিকিৎসকরা মৃত বলে ঘোষণা করেন। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, মুখ্য অভিযুক্ত সুভাষকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য পুলিশ আটক করেছে।

তৃণমূলের নেতার মদতে বেআইনি গুমটি বসার অভিযোগ, ক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিবেদন, আরামবাগ: একদিকে যখন পুরসভাগুলিতে হকার আইন বাস্তবায়িত করার জন্য রাস্তার ধারে বেআইনি দোকান উচ্ছেদ চলছে, তখন আরামবাগ ব্লকের কাপশীট মোড়ে দেখা গেল উলটো চিত্র। প্রশাসনকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে রাস্তার কিছু অংশ দখল করে ও জনসাধারণের চলাচলের অসুবিধা করে গুমটি বসানোর অভিযোগ উঠল।

স্থানীয় মানুষের অভিযোগ, ওই এলাকার শাসকদল তৃণমূলের পঞ্চায়েত সদস্যের মদতে ও তাঁর স্বামী লোকজন নিয়ে এসে ওই বেআইনি গুমটি বসাতে সাহায্য করেন। যদিও শাসকদলের নেতা সঞ্জয় মণ্ডলের দাদাগিরির ভয়ে কেউ মুখ খুলতে নারাজ। গৌরহাটি এক নম্বর অঞ্চলের পঞ্চায়েত সদস্য তিথি মণ্ডলের মদতে ওই বেআইনি গুমটি বসার অভিযোগ ওঠায় নিন্দার ঝড় ওঠে এলাকায়। জানা গিয়েছে, গৌরহাটি এক নম্বর অঞ্চলের রতনপুর গ্রাম সংসদের অন্তর্গত কাপশীট মোড় খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কাপশীট মোড় বাসস্ট্যান্ড থেকে আশপাশের বহু গ্রামের মানুষ বাস ধরে আরামবাগ আসেন। অন্যদিকে বন্দরগামী বাস ধরে কর্মস্থলে যান। আবার আরামবাগ ও বন্দর থেকে আসা মানুষ সামতা, মানিকপাঠ, রতনপুর, কাপশীট, হেলারচক সহ বিভিন্ন জায়গায় যান। এই রকম এক তিনমাথা বাসস্ট্যান্ডে বেআইনি ভাবে গুমটি বসানো হল কেন? উঠছে প্রশ্ন? রতনপুরের বাসিন্দা কৌশিক সাঁতরা আইনত কোনও কাগজপত্র ছাড়া এবং প্রশাসনের কোনও অনুমতি ছাড়াই রাস্তার ধারে গুমটি তৈরি করেন। তিনি স্বীকারও করে নেন, তাঁর কাছে কোনও কাগজপত্র নেই। তাঁর জায়গাও নয়। প্রশাসনের অনুমতি না নিয়েই গুমটি তৈরি করেছেন বলে জানান কৌশিক।

অভিযুক্ত মদতদাতা পঞ্চায়েত সদস্যের স্বামী সঞ্জয় মণ্ডলের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনি জানান, তাঁর বিরুদ্ধে ওঠা অভিযোগ ভিত্তিহীন। কবে গুমটি বসে সেই বিষয়েও কিছু জানেন না বলে জানায়। কাপশীট মোড় ব্যবসায়ী সমিতির সম্পাদক সৃষ্টিধর পোড়েলের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনি বলেন, 'তাঁদেরকে না জানিয়েই গুমটি বসানো হয়। এলাকায় শাসকদলের লোকজনের

দাপট থাকায় আমরা কিছু বলতে পারছি না। তাছাড়া এখনও পর্যন্ত আমাদের কাছে কেউ অভিযোগ করেনি।'

পঞ্চায়েত প্রধান জ্যোস্নরা খাতুন বলেন, 'বিষয়টি জানা নেই। যদি বেআইনি ভাবে এই গুমটি বসে তা হলে আইনত ব্যবস্থা নেওয়া হবে। তবে গ্রাম পঞ্চায়েতের সদস্য যুক্ত আছে কিনা জানা নেই।' গৌরহাটি এক নম্বর অঞ্চল তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি বাবর আলি খাঁ বলেন, 'কবে গুমটি বসানো হয় জানি না। খোঁজ নেওয়া হবে।' সবমিলিয়ে প্রশাসন ও সরকার যেখানে সাধারণ মানুষের স্বার্থে রাস্তার পাশে বেআইনি গুমটি বসানোর বিরুদ্ধে সেখানে জনগণের স্বার্থ বিসর্জন দিয়ে গুমটি বসায় ক্ষোভ বাড়ছে ওই এলাকায়।

এবার পুকুর ভরাটের অভিযোগ অণ্ডালে

নিজস্ব প্রতিবেদন, অণ্ডাল: অণ্ডালের বিস্তৃত দামোদর নদীঘাট এলাকায় চলছে অবৈধ বালির কারবার। এমন ঘটনার খবর ইতিমধ্যেই প্রকাশ্যে এসেছে। সংবাদমাধ্যমে এই খবর প্রকাশিত হওয়ার পরই নড়েচড়ে বসেছে প্রশাসন। অবৈধ বালির পর এবার পুকুর ভরাটের অভিযোগ উঠল অণ্ডালের রামপ্রসাদপুর পঞ্চায়েতের অন্তর্গত দামোদর কলোনি এলাকায়। সোনু যাদব নামে স্থানীয় এক প্রতিবাদী যুবকের দাবি, তাঁদের দামোদর কলোনি এলাকায় তেতুল পুকুর নামে একটা বৃহৎ পুকুর রয়েছে। তিনি তাঁর বাবার কাছ থেকে শুনেছেন ৫০ বছরের বেশি সময় ধরে রয়েছে এই পুকুরটি। তাঁর অভিযোগ, বর্তমানে কিছু জমি মাফিয়া প্রাচীন এই পুকুর ভরাট করার চেষ্টা করছে। এমনকি পুকুরের পাড়ে অবস্থিত বড় বড় গাছ কেটে ফেলারও পরিকল্পনা নিয়েছিল জমি মাফিয়ারা। এমন ঘটনার খবর পেয়েই তিনি ঘটনাস্থলে আসেন, তাঁকে দেখামাত্রই গাছ কাটতে আসা লোকজন পালিয়ে যায়। পাশাপাশি পুকুরের চারপাশে ধীরে ধীরে মাটি ফেলে ভরাট করার চেষ্টা চলছে।

সোনু যাদব সরাসরি এলাকার মনু রায় নামে এক ব্যক্তির বিরুদ্ধে অভিযোগ তুলে জানান, মনুবাবু পুকুর পাড়ের গাছ কাটছেন এবং পুকুর ভরাটের চেষ্টা চালাচ্ছেন। যদিও সমস্ত বিষয় অস্বীকার করে মনু রায় জানান, তাঁর বিরুদ্ধে পুকুর ভরাটের যে অভিযোগ তা সম্পূর্ণ মিথ্যা আর গাছ কাটার যে অভিযোগ উঠেছে সেটাও ভুল বলে জানান তিনি। মনুবাবুর দাবি, পুকুরপাড়ে একটা দোকান করার পরিকল্পনা রয়েছে আর সে কারণেই গাছের ডাল কাটা হচ্ছিল, গাছ কাটা হয়নি। যদিও পুকুর পাড়ে দোকান করা কতটা আইনসঙ্গত সে বিষয়ে প্রশ্ন থেকেই যায়। অন্যদিকে সোনু যাদব জানান, এই বিষয়ে তিনি প্রশাসনিক দপ্তর যেমন ভূমি রাজস্ব দপ্তর এবং ব্লক সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিকের কাছে অভিযোগ জানাবেন। এই বিষয়ে রামপ্রসাদপুর পঞ্চায়েতের প্রধান কৃষ্ণা মণ্ডল জানান, বিষয়টা তার জানা নেই তবে তিনি আশ্বাস দেন এই বিষয়ে তিনি ভূমি রাজস্ব দপ্তর এবং ব্লক সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিকদের কাছে বিষয়টি দেখার আর্জি জানাবেন।

পুকুর ভরাট, বেআইনি নির্মাণে মেজাজ হারালেন বিধায়ক, নোটিসের নির্দেশ

নিজস্ব প্রতিবেদন, পূর্ব বর্ধমান: বুধবার সকালে বর্ধমান পুরসভার তিন নম্বর ওয়ার্ডে ডেঙ্গু নিয়ে সচেতন করতে গিয়ে বিধায়ক সেখানে গিয়ে দেখেন, একাধিক পুকুর ভরাট হয়ে গিয়েছে তার ওপরে বেআইনি নির্মাণ হয়ে গিয়েছে, তা দেখে রেগে গিয়ে মেজাজ হারান বিধায়ক। বর্ধমান দক্ষিণের বিধায়ক খোকন দাস জানান, শুধু এক জায়গায় নয় গোটা বর্ধমান শহর জুড়েই এই সমস্ত কাজ চলছে। তবে এই ওয়ার্ডে বেশি চোখে পড়ে অবৈধ নির্মাণ। তাঁরা পুরসভায় আবেদন করবেন এবং পুরসভা থেকে তাঁদের নোটিশ দেওয়া হবে। বিধায়কের সঙ্গে ছিলেন পুরসভার আধিকারিকরাও। পুরসভার আধিকারিকদের নির্দেশ দেন যত শীঘ্রই সম্ভব এদেরকে নোটিশ দেওয়ার জন্য এবং যে সমস্ত পুকুর ভরাট হয়ে যাচ্ছে সেগুলিকে পুনরায় খনন করার জন্য। এখন দেখার বিষয় এই নির্দেশ কত দিনে কার্যকর হয়। এদিন রীতিমতো ধমকের সুরে বেআইনি ভাবে নির্মাণ করা বাড়ির মালিকদের পুরসভায় দেখা করার কথা বলেন বিধায়ক। রীতিমতো বিধায়ককে কাছে পেয়ে এলাকার সাধারণ মানুষ চিঠি লিখে বিভিন্ন অভিযোগ জানান এবং প্রতিনিয়ত কাউন্সিলরের অনুপস্থিতি নিয়ে প্রশ্ন তোলেন এলাকার বাসিন্দারা।

ট্রেনের ধাক্কায় মৃত্যু

নিজস্ব প্রতিবেদন, পূর্ব বর্ধমান: বুধবার সকালে পূর্ব রেলের ব্যান্ডেল কাটোয়া শাখার নান্দাই হল্ট স্টেশনে ট্রেনের ধাক্কায় গুরুতর আহত হন এক মহিলা, পরে তাঁর মৃত্যু হয়। তাঁর নাম পরীবালা হালদার। বয়স আনুমানিক ৫৮ বছর। স্বামীর নাম মেঘনাথ হালদার।

প্রত্যক্ষদর্শীরা জানিয়েছেন, সমুদ্রগড়ে বাজার করতে যাওয়ার জন্য তিনি নান্দাই হল্ট স্টেশনে ট্রেন ধরার জন্য আসেন এবং টিকিট কাটার উদ্দেশ্যে তিনি রেললাইন পার হচ্ছিলেন। সেই সময় ডাউন কাটোয়া হাওড়া লোকালে দুর্ঘটনাটি ঘটে। স্টেশনে দীর্ঘদিন থেকেই ট্রেনের কোনও অ্যানাউন্সমেন্ট হয় না। মাইকিং করে বলা হয় না কোন ট্রেন কত নম্বর প্ল্যাটফর্মে আসছে।

স্থানীয়রা জানিয়েছেন, সামনেই একটি রেলগেট আছে সেখানে গেট পড়া দেখলে বুঝে নিতে হয় এবার ট্রেন আসবে। যদি মাইকিং করা হত, তা হলে এই দুর্ঘটনা ঘটত না। দুর্ঘটনার পরে স্থানীয় লোকজন মহিলাকে উদ্ধার করে কালনা মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে যান। তার আগে প্রায় ৩০ মিনিট তিনি প্ল্যাটফর্মেই পড়েছিলেন। রেলের তরফ থেকে কোনও সাহায্য পাওয়া যায়নি বলে অভিযোগ। হাসপাতালে চিকিৎসা শুরু হওয়ার আগেই তিনি মারা যান বলে জানা গিয়েছে। এদিন দুর্ঘটনা ঘটার পর স্থানীয় মানুষজন তাঁদের ক্ষোভ উগড়ে দেন রেলের বিরুদ্ধে।

তাঁদের অভিযোগ, এই স্টেশন থেকে বহু মানুষ ট্রেনে যাতায়াত করেন। তবুও এখানে মাইকিংয়ের কোনও ব্যবস্থা নেই। যার ফলে যে কোনও সময় দুর্ঘটনা ঘটতে পারে। এছাড়াও স্টেশনে বিশ্রামাগার শৌচাগারের অবস্থা খুবই খারাপ। ভীষণ অপরিষ্কার। রেল আধিকারিকরা এই বিষয়ে কোনও নজর দেন না।

GPT group

জিপিটি হেলথ্‌কেয়ার লিমিটেড
রেজিস্টার্ড অফিস: জিপিটি সেন্টার, জেসি - ২৫, সেক্টর-৩, সল্টলেক, কলকাতা - ৭০০ ১০৬
CIN- U70101WB1989PLC047402, ওয়েবসাইট- www.ilshospitals.com,
ই-মেল- ghl.cosec@gptgroup.co.in, ফোন-০৩৩ - ৪০৫০ ৭০০০

৩০ জুন, ২০২৪ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিকের অনিরীক্ষিত কনসোলিডেটেড আর্থিক ফলাফলের সারাংশ

(₹ লক্ষ -তে)

	বিবরণ	ত্রৈমাসিক সমাপ্ত 30.06.2024 পর্যালোচিত	ত্রৈমাসিক সমাপ্ত ৩০.০৬.২০২৩ পর্যালোচিত	বর্ষ সমাপ্ত ৩১.০৩.২০২৪ নিরীক্ষিত
১	কার্যাদি থেকে মোট আয়	২৪,১৭২.৮৩	২৩,৫৮৯.৭৮	১০১,৮২৮.৩৮
২	নিট লাভ কর পূর্ব সাধারণ কাজকর্ম থেকে	২,১৩৯.৮১	১,৬৮২.৭২	৭,৮২৩.৫৭
৩	নিট লাভ কর পরবর্তী সাধারণ কাজকর্ম থেকে	১,৬০২.৫২	১,২১৭.৬৫	৫,৫৬৩.৬৪
৪	বর্ষের জন্য মোট ব্যাপক আয়	১,৫৭৭.৪৪	১,০৭৮.১২	৪,৩৭৫.২০
৫	ফেস ভ্যালু ₹ ১০/- প্রতিটির ইক্যুইটি শেয়ার মূলধন	৫,৮১৭.২০	৫,৮১৭.২০	৫,৮১৭.২০
৬	অন্যান্য ইক্যুইটি (পুনর্মুল্যায়ন মজুত ব্যতীত)			২৪,৪৪৭.৩৯
৭	শেয়ার প্রতি আয় (₹ ১০/- প্রতিটি) (বার্ষিকীকৃত নয়)* মৌলিক এবং মিশ্রিত	১.৪৪*	১.১৪*	৪.৯৭

১ স্ট্যান্ডঅ্যালোন আর্থিক ফলাফলের অতিরিক্ত তথ্য নিম্নে বর্ণনা করা হল : (₹ লক্ষ -তে)

বিবরণ	ত্রৈমাসিক সমাপ্ত ৩০.০৬.২০২৪ পর্যালোচিত	ত্রৈমাসিক সমাপ্ত ৩০.০৬.২০২৩ পর্যালোচিত	বর্ষ সমাপ্ত ৩১.০৩.২০২৪ নিরীক্ষিত
(ক) কার্যাদি থেকে মোট আয়	২৩,৬২২.৪৫	২৩,৪৩০.১৯	৯৯,৬১৪.৬৮
(খ) লাভ কর পূর্ব সাধারণ কাজকর্ম থেকে	২,২৯৯.৯৯	২,০৭৩.১৯	৮,১৯১.৯০
(গ) লাভ কর পরবর্তী সাধারণ কাজকর্ম থেকে	১,৭৫৩.৭৩	১,৫৫৮.১০	৬,০৭৪.২৭
(ঘ) বর্ষের জন্য মোট ব্যাপক আয়	১,৭৫৩.৭৩	১,৫৫৮.১০	৬,০৫৪.০৪

২ উপরোক্তটি ৩০ জুন, ২০২৪ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিকের কনসোলিডেটেড এবং স্ট্যান্ডঅ্যালোন আর্থিক ফলাফল, যা সেবি (লিস্টিং অবলিগেশনস অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশনস, ২০১৫-এর রেগুলেশনস ৩৩ অধীনে স্টক এক্সচেঞ্জে দাখিল করা আর্থিক ফলাফলের বিস্তারিত ফরম্যাটের নির্যাস। ৩০ জুন, ২০২৪ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিকের কনসোলিডেটেড এবং স্ট্যান্ডঅ্যালোন আর্থিক ফলাফলের সম্পূর্ণ ফরম্যাট স্টক এক্সচেঞ্জের ওয়েবসাইট (www.bseindia.com এবং www.nseindia.com) এবং কোম্পানির ওয়েবসাইট www.gptinfra.in-তেও পাওয়া যাবে।

৩ রেকর্ড তারিখে ৩ জুলাই, ২০২৪ -এ অনুষ্ঠিত ১০ টাকার অভিহিত মূল্যের প্রতিটি ইক্যুইটি শেয়ারের জন্য ১০ টাকা অভিহিত মূল্যের প্রতিটি বোনাস ইক্যুইটি শেয়ারের অনুপাতে প্রতিটি ১০ টাকা অভিহিত মূল্যের ৫,৮১,৭২,০০০ ইক্যুইটি শেয়ারের বোনাস ইস্যু করা হয়েছে ৫ জুলাই, ২০২৪ অনুষ্ঠিত স্টেকহোল্ডার্স রিলেশনশিপ কমিটির সভায়, স্টেকহোল্ডার্স রিলেশনশিপ কমিটি কর্তৃক বরাদ্দ করা হয়েছিল, সিকিউরিটিজ প্রিমিয়াম, সাধারণ রিজার্ভ এবং ধরে রাখা উপার্জন থেকে ৫,৮১৭.২০ লক্ষ টাকা মূলধন করে। বোনাস শেয়ারগুলি ১৫ জুলাই, ২০২৪-এ বিএসই লিমিটেড এবং ন্যাশনাল স্টক এক্সচেঞ্জ অফ ইন্ডিয়া লিমিটেডে তালিকাভুক্ত হয়েছে।
উপরের পরিবর্তনগুলি শেয়ার প্রতি আয় উপস্থাপিত সমস্ত রিপোর্টিং সময়ের জন্য (মৌলিক এবং মিশ্রিত) প্রতিফলিত হয়।

৪ উপরিউক্ত সময়ে কোম্পানির কোনও ব্যতিক্রমী দফা ছিল না।

ডিরেক্টর বোর্ডের পক্ষে
এস. জি. তাঁতিয়া
ম্যানেজিং ডিরেক্টর
DIN - 00001346

স্থান: কলকাতা
তারিখ : ৩১ জুলাই, ২০২৪

TITAGARH টিটাগড় রেল সিস্টেমস লিমিটেড
(পূর্বেকার টিটাগড় ওয়াগনস লিমিটেড)
CIN: L27320WB1997PLC084819
রেজিস্টার্ড অফিস: ৭৫৬, আনন্দপুর, ই.এম-বাইপাস, কলকাতা-৭০০১০৭
যোগাযোগ: +৯১ ৩৩ ৪০১৯০৮০০, ফ্যাক্স: +৯১ ৩৩ ৪০১৯০৮২৩, ওয়েবসাইট: www.titagarh.in, ই-মেল: investors@titagarh.in

৩০ জুন, ২০২৩ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিকের অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের সারাংশ

(কোটি টাকায়)

বিবরণ	স্ট্যান্ডঅ্যালোন: ত্রৈমাসিক সমাপ্ত ৩০.০৬.২০২৪ (অনিরীক্ষিত)	৩১.০৩.২০২৪ (অনিরক্ষিত)	৩০.০৬.২০২৩ (অনিরীক্ষিত)	বর্ষ সমাপ্ত ৩১.০৩.২০২৪ (নিরীক্ষিত)	কনসোলিডেটেড: ত্রৈমাসিক সমাপ্ত ৩০.০৬.২০২৪ (অনিরীক্ষিত)	৩১.০৩.২০২৪ (অনিরীক্ষিত)	৩০.০৬.২০২৩ (অনিরীক্ষিত)	বর্ষ সমাপ্ত ৩১.০৩.২০২৪ (নিরীক্ষিত)
১ কার্যাদি থেকে মোট আয়	৯০২.০৫	১,০৫২.৪১	৯১০.৭৬	৩,৮৫৩.৩০	৯০৩.০৫	১,০৫২.৪১	৯১০.৭৬	৩,৮৫৩.৩০
২ সময়কালের জন্য নিট লাভ/(ক্ষতি) (কর ও ব্যতিক্রমী দফা পূর্ব)	৯৪.৪৬	১১১.৯৯	৯০.০৫	৩৯৭.০৫	৯৪.৪৬	১১১.৯২	৮৪.২৬	৩৯১.১৯
৩ সময়কালের জন্য নিট লাভ/(ক্ষতি) কর পূর্ব (ব্যতিক্রমী দফা পরবর্তী)	৯৪.৪৬	১১১.৯৯	৯০.০৫	৩৯৭.০৫	৯৪.৪৬	১১১.৯২	৮৪.২৬	৩৯১.১৯
৪ সময়কালের জন্য নিট লাভ/(ক্ষতি) কর পরবর্তী (ব্যতিক্রমী দফা পরবর্তী)	৭১.৩১	৮৩.৪১	৬৭.৫৭	২৯৬.৯১	৬৭.০১	৭৮.৯৫	৬১.৭৯	২৮৬.১৫
৫ সময়কাল -এর জন্য মোট ব্যাপক আয়	৭১.২৯	৮৩.৪৬	৬৮.৬০	২৯৬.৯৭	৬৬.৯২	৭৮.৭০	৬২.৯১	২৮৬.৪৭
৬ ইক্যুইটি শেয়ার মূলধন	২৬.৯৩	২৬.৯৩	২৩.৯১	২৬.৯৩	২৬.৯৩	২৬.৯৩	২৩.৯১	২৬.৯৩
৭ সংরক্ষণ (পুনর্মূল্যায়ণ সংরক্ষণ ব্যতীত পূর্ব বর্ষের নিরীক্ষিত ব্যালান্স সীটে প্রদর্শিতমতো)				২,২০১.২৭				২,১৯১.৪০
৮ শেয়ার প্রতি আয় (ইপিএস) (ফেস ভ্যালু প্রতিটি ২/- টাকা)								
মূল (*বার্ষিকীকৃত নয়)	৫.৩০	৬.৫৫	৫.৬৫	২৩.৩০	৪.৯৮	৬.২০	৫.১৭	২২.৪৬
মিশ্রিত (*বার্ষিকীকৃত নয়)	৫.৩০	৬.৫৫	৫.৬৫	২৩.৩০	৪.৯৮	৬.২০	৫.১৭	২২.৪৬

দ্রষ্টব্য
১. উপরের ফলাফল নিরীক্ষণ সমিতি দ্বারা পর্যালোচিত এবং পরিচালন পর্ষদ দ্বারা অনুমোদিত হয়েছে ৩০ জুলাই, ২০২৪ তারিখে অনুষ্ঠিত তাদের সভাতে।
২. উপরোক্তটি সেবি (লিস্টিং ওবলিগেশনস অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশনস, ২০১৫-এর রেগুলেশন ৩৩ অধীনে স্টক এক্সচেঞ্জে পেশ করা ত্রৈমাসিক এবং বার্ষিক আর্থিক ফলাফলের বিবরণের বিস্তারিত ফরম্যাটের নির্যাস। ৩০ জুন, ২০২৪ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক আর্থিক ফলাফলের বিবরণের বিস্তারিত ফরম্যাট স্টক এক্সচেঞ্জের ওয়েবসাইট: www.nseindia.com এবং www.bseindia.com এবং কোম্পানির ওয়েবসাইট: www.titagarh.in -তে পাওয়া যাবে।

ডিরেক্টরস বোর্ডের পক্ষে
অনিল কুমার আগরওয়াল
ডেপুটি ম্যানেজিং ডিরেক্টর এবং সিইও (এফআরএস)

স্থান: কলকাতা
তারিখ: ৩০ জুলাই, ২০২৪

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক Indian Bank
ইলাহাবাদ ALLAHABAD

জোনাল অফিস : কলকাতা সাউথ,
১৪, ইন্ডিয়া এক্সচেঞ্জ প্লেস, ৪র্থ তল, কলকাতা - ৭০০০০১

পরিশিষ্ট - IV-A" [দ্রষ্টব্য সংস্থান রুল ৮(৬)]

স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয় নিমিত্ত বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ স্থাবর সম্পদের জন্য ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অব ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্টের অব সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইন এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮(৬) সংস্থান অধীনে

এতদ্বারা সাধারণকে সাধারণভাবে এবং ঋণগ্রহীতাগণ এবং জামিনদাতাগণকে বিশেষভাবে অবগত করা হচ্ছে, নিম্নে বর্ণিত বন্ধকী/দায়বদ্ধ স্থাবর সম্পত্তি জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট যা ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক, নির্ধারিত ঋণদাতার অনুমোদিত অফিসার কর্তৃক **প্রতীকী দখলীকৃত** বিক্রয় করা হবে যেখানে যেমন অছে, যেখানে যা আছে, এবং যেমন অবস্থায় ভিত্তিতে **২১.০৮.২০২৪** তারিখে **ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক (নির্ধারিত ঋণদাতা)** নিম্নোক্ত বকেয়া পরিমাণ আদায়ের জন্য নিম্নোক্ত ঋণগ্রহীতাগণের কাছ থেকে।

ক্র. নং	ক) অ্যাকাউন্ট/ঋণগ্রহীতার নাম খ) শাখার নাম	স্থাবর সম্পত্তির বিস্তারিত	জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট বকেয়া পরিমাণ	ক) সংরক্ষিত মূল্য খ) ইএমডি পরিমাণ এবং তারিখ গ) ডাক বর্ধিতকরণ পরিমাণ ঘ) সম্পত্তির আইডি ঙ) দায়বদ্ধতা
১	ক) শ্রী জয়ন্ত দলুই (ঋণগ্রহীতা, জামিনদাতা এবং বন্ধকদাতা) খ) ঠাকুরপুকুর শাখা	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমি এবং তদস্থিত ভবন সংশ্লিষ্ট জমির পরিমাণ কমবেশি ৩ ডেসিমেল, অবস্থিত মৌজা : কৃষ্ণরামপুর, পরগনা : মাগুরা, জেএল নং ৮৯, (আরএস নং ৩২২), তৌজি নং ২২, ২৩, ২৬, ১০৯, খতিয়ান নং ৭৭ (আরএস), ৬৩ (এলআর), দাগ নং ৯, গ্রাম : রঘুদেবপুর, পো : আমগাছিয়া, থানা : বিষ্ণুপুর, জেলা : দক্ষিণ ২৪ পরগনা, আমগাছিয়া গ্রাম পঞ্চায়েত অধীন, রেজিস্ট্রিকৃত উল্লেখ্য দান দলিল নং ১-০২০৪৭/১২ তারিখ ২৬.০৩.২০১২, বুক নং ১, সিডি ভলুম নং ০৭, পৃষ্ঠা ১৩২৪ থেকে ১৩৩৮, দলিল নং ০২০৪৭-২০১২ সালের, রেজিস্ট্রিকৃত এডিএসআর বিষ্ণুপুর, জেলা : দক্ষিণ ২৪ পরগনা, স্বত্বাধিকারী শ্রী জয়ন্ত দলুই, পিতা প্রয়াত বেচারাম দলুই। **চৌহদ্দি :** উত্তরে : গ্রামীণ রোড, দক্ষিণে :অরবিন্দ প্রামাণিকের সম্পত্তি, পূর্বে : গ্রামীণ সড়ক, পশ্চিমে : শ্রীমতি ঊমারানি দলুই এর সম্পত্তি। **দখলের ধরন: প্রতীকী।**	**২৭,৯৪,৪০৬.০০ টাকা (সাতাশ লাখ চুরানব্বই হাজার চারশ ছয় টাকা)** ১৫.১২.২০২২ অনুযায়ী পরবর্তী সুদ, ব্যয়, অন্যান্য চার্জ এবং ব্যয় সহ	ক) ১৮,০০,০০০.০০ টাকা খ) ১,৮০,০০০.০০ টাকা গ) ১০,০০০.০০ টাকা ঘ) IDIB50127334993 ঙ) নেই
২	ক) মেসার্স রোশনি এন্টারপ্রাইজ (স্বত্বা : শ্রী জহরুল হক, ঋণগ্রহীতা, জামিনদাতা এবং বন্ধকদাতা) খ) খিদিরপুর শাখা	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমি এবং ভবন পরিমাণ ৩ কাঠা এবং তদস্থিত নির্মাণ এরিয়া ২৫৯৮ বর্গফুট এবং অবস্থিত মৌজা: জোকা, জেএল নং ২১, আরএস নং ৯৪, আরএস খতিয়ান নং ৫৭ এবং ১২৩, অংশত দাগ নং ১৭১, থানা : ঠাকুরপুকুর, এডিএসআর-বেহালা, জেলা : দক্ষিণ ২৪ পরগনা। **চৌহদ্দি :** উত্তরে : ৬ ফুট চওড়া চলার পথ, দক্ষিণে : দাগ নং ১৭১,পূর্বে : চলার পথ, পশ্চিমে : চলার পথ। **দখলের ধরন : প্রতীকী।**	**২৭,৯৯,৯১৫.৭৭ টাকা (সাতাশ লাখ নিরানব্বই হাজার নশো পনের টাকা এবং সাতাত্তর পয়সা)** ৩১.০৭.২০১৯ অনুযায়ী পরবর্তী সুদ, ব্যয়, অন্যান্য চার্জ এবং ব্যয় সহ	ক) ৩৬,৬৭,০০০.০০ টাকা খ) ৩,৬৬,৭০০.০০ টাকা গ) ১০,০০০.০০ টাকা ঘ) IDIB6237020093 ঙ) নেই

ই-নিলামের তারিখ এবং সময় : ২১ আগস্ট ২০২৪ (২১.০৮.২০২৪) সকাল ১১টা থেকে বিকেল ৪টা পর্যন্ত

দরদাতাদের অনলাইন বিডে অংশ নিতে আমাদের ই-নিলাম পরিষেবা প্রদানকারী পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রা. লি.-এর ওয়েবসাইট **(https://www.ebkray.in)** দেখার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে। প্রযুক্তিগত সহায়তার জন্য অনুগ্রহ করে ফোন করুন পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রা. লি. ইউনিট ১, ৪র্থ তল, ভিয়াস কমার্শিয়াল টাওয়ার ওয়াদালা ট্রাক টার্মিনালের নিকট-ওয়াদালা পূর্ব মুম্বই - ৪০০০৩৭ **(যোগাযোগ ফোন নং ৮২৯১২২০২২০, ইমেল আইডি -support.ebkray@psballiance.com)**
সম্পত্তির বিশদ বিবরণ এবং সম্পত্তির ফটোগ্রাফ এবং নিলামের নিয়ম ও শর্তাবলীর জন্য অনুগ্রহ করে দেখুন **১) www.indianbank.in** এবং **২) https://www.ebkray.in** এই পোর্টাল সম্পর্কিত ব্যাখ্যার জন্য, অনুগ্রহ করে হেল্প লাইন নম্বর "৮২৯১২২০২২০"-এ যোগাযোগ করুন।
দরদাতাদের **https://www.ebkray.in**-এর সাথে ওয়েবসাইটে সম্পত্তি অনুসন্ধান করার সময় উপরে উল্লিখিত সম্পত্তি আইডি নম্বর ব্যবহার করার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।

দ্রষ্টব্য : সংশ্লিষ্ট এই নোটিশ ঋণগ্রহীতা(গণ)/অংশীদার(গণ)/জামিনদাতা(গণ)/বন্ধকদাতা(গণ)-এর উদ্দেশ্যেও

তারিখ : ৩১.০৭.২০২৪
স্থান : কলকাতা

অনুমোদিত অফিসার
ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক

পর পর রেল দুর্ঘটনা সত্ত্বেও সংসদে বুলেট ট্রেনের গুণ গাইলেন রেলমন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ৩১ জুলাই: একের পর এক রেল দুর্ঘটনা ঘটছে দেশের নানা প্রান্তে। মৃত্যুও হচ্ছে অনেকের। মঙ্গলবারও হাওড়া থেকে মুম্বইগামী হাওড়া-সিএসএমটি এক্সপ্রেস ঝাড়খণ্ডে লাইনচ্যুত হয়েছে। মৃত্যু হয়েছে দু'জনের। কিন্তু সংসদে বুধবার সে প্রসঙ্গই তুললেন না রেলমন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব। বদলে তিনি বুলেট ট্রেন নিয়ে কথা বললেন। দেশে অত্যাধুনিক প্রযুক্তির বুলেট ট্রেন চালানোর জন্য দ্রুত গতিতে কাজ চলছে বলে জানান তিনি। শীঘ্রই ভারতে ওই ট্রেন চলবে, আশাবাদী রেলমন্ত্রী।

বুধবার লোকসভার অধিবেশনে যোগ দিয়েছিলেন অশ্বিনী। সেখানেই বুলেট ট্রেনের প্রসঙ্গ তোলেন তিনি। জাপানের সহায়তায় এই অত্যাধুনিক প্রযুক্তি ভারতে এসেছে। অধিকাংশ কাজ হয়েও গিয়েছে বলে জানান তিনি। সংবাদ সংস্থা পিটিআই জানিয়েছে, রেলমন্ত্রীর তথ্য অনুযায়ী, বুলেট ট্রেনের ৩২০ কিলোমিটার যাত্রাপথে দ্রুত গতিতে কাজ এগোচ্ছে। অশ্বিনী বলেন, 'বুলেট ট্রেন একটি অত্যন্ত জটিল এবং প্রযুক্তিনির্ভর প্রকল্প। যাত্রীদের সর্বোচ্চ নিরাপত্তার কথা মাথায় রেখে জাপানি রেলওয়ের সাহায্যে এই প্রকল্পের নকশা তৈরি করা হয়েছে। ভারতের পরিবেশ এবং চাহিদা অনুযায়ী প্রকল্পের কাজ এগোচ্ছে। সমস্ত কাঠামো, রেললাইন, বিদ্যুতের সিগন্যালিং এবং টেলি যোগাযোগের কাজ সম্পন্ন হলে বুলেট ট্রেন চালু করার দিনক্ষণ স্থির করা যাবে।'

দেশে প্রথম বুলেট ট্রেনটি চলবে মুম্বই থেকে আমদাবাদ পর্যন্ত। এই ৫০৮ কিলোমিটার রাস্তার মধ্যে এই মুহূর্তে ৩২০ কিলোমিটারে কাজ চলছে বলে জানান রেলমন্ত্রী। এই কাজ মাঝে বাধা পেয়েছিল বলেও সংসদে উল্লেখ করেছেন তিনি। অশ্বিনী বলেন, 'মহারাষ্ট্রের অংশে বুলেট ট্রেনের কাজ কিছুটা বাধা পেয়েছিল। তাই সেখানে কাজ এগোতে দেরি হয়েছে।' ২০২২ সালে মহারাষ্ট্রে বিজেপি-শিবসেনা সরকার ক্ষমতায় আসার পর কাজ আবার দ্রুত গতিতে এগোতে শুরু করে। রেলমন্ত্রী এ-ও জানান, প্রাথমিক ভাবে বুলেট ট্রেনের প্রযুক্তি জাপানের কাছ থেকে নেওয়া হলেও এখন দেশের মাটিতে এমন অনেক প্রযুক্তি তৈরি হচ্ছে।

দেশের প্রথম সমুদ্রের নীচে রেল সুড়ঙ্গ তৈরির কথাও সংসদে বলেছেন অশ্বিনী। সমুদ্রের নীচে রেল যাতায়াতের জন্য ২১ কিলোমিটার দীর্ঘ সুড়ঙ্গ তৈরির কাজ চলছে। উঠেছে বন্দে ভারতের প্রসঙ্গও। রেলমন্ত্রী জানিয়েছেন, এই মুহূর্তে দেশে ১০২টি বন্দে ভারত ট্রেন পরিষেবা চালু রয়েছে।

উল্লেখ্য, গত কয়েক মাসে পর পর একাধিক রেল দুর্ঘটনা ঘটেছে। তবে বুধবার সংসদে রেলমন্ত্রী এই সমস্ত দুর্ঘটনা নিয়ে কোনও কথা বলেননি। যা নিয়ে চর্চা শুরু হয়েছে নানা মহলে।

চার রাজ্যে ভোটের আগে সংসদীয় দলের বৈঠকে বার্তা সোনিয়ার

নয়াদিল্লি, ৩১ জুলাই: পরিবর্তিত রাজনৈতিক সমীকরণ চার রাজ্যের বিধানসভা ভোটের আগে অক্সিজেন জোগাচ্ছে কংগ্রেস শিবিরকে। কংগ্রেস নেত্রী সোনিয়া গান্ধিও মনে করছেন, পরিস্থিতি কংগ্রেসের পক্ষেই রয়েছে। তবে একই সঙ্গে দলীয় নেতা-কর্মীদের তিনি সংযত থাকারও পরামর্শ দিয়েছেন। সতর্ক করে দিয়েছেন, কেউ যাতে 'অতিরিক্ত আত্মবিশ্বাসী' না হয়ে পড়েন বা 'আত্মতুষ্টি'-তে না ভোগেন।

লোকসভা ভোটে আসন সংখ্যা বাড়িয়েছে কংগ্রেস। ফিরেছে লোকসভায় বিরোধী দলনেতার পদ। গত এক দশকে যেখানে ১০ শতাংশ আসনও ছিল না কংগ্রেসের। ২০১৯ সালের ভোটে জুটেছিল ৫২টি আসন। এ বার সেখানে ৯৯টি আসন জিতেছে। এমন অবস্থায় চার রাজ্যের বিধানসভা ভোটের আগে আশায় বুক বাঁধছেন সোনিয়াও।

চলতি বছরের শেষের দিকেই চার রাজ্যে বিধানসভা ভোট রয়েছে। তালিকায় রয়েছে জম্মু ও কাশ্মীর, ঝাড়খণ্ড, মহারাষ্ট্র ও হরিয়ানা। মহারাষ্ট্রে মহাবিকাশ আঘাড়ী জোট নিয়ে আশাবাদী কংগ্রেস। একইসঙ্গে হরিয়ানাও দখল করার লক্ষ্যে প্রস্তুতি নিচ্ছে তারা। এই আবহে বুধবার কংগ্রেসের সংসদীয় দলের সঙ্গে বৈঠকে বসেছিলেন সোনিয়া। লোকসভা ভোটে দল যে প্রভাব ফেলতে পেরেছে, তার ধারাবাহিকতা বজায় রাখার জন্য কংগ্রেস নেতাদের উদ্দেশে বার্তা দেন তিনি।

সোনিয়া বলেন, 'লোকসভা ভোটের ধারাবাহিকতা আমাদের ধরে রাখতে হবে। কয়েক মাস পরেই চার রাজ্যে বিধানসভা ভোট রয়েছে। আমাদের আত্মতুষ্টিতে ভুগলে চলবে না। অতিরিক্ত আত্মবিশ্বাসীও হওয়া যাবে না। হাওয়া আমাদের পক্ষেই রয়েছে। কিন্তু আমাদের সকলকে এক হয়ে কাজ করতে হবে।' লোকসভা নির্বাচনে দলের শক্তি বৃদ্ধির যে প্রতিফলন দেখা গিয়েছে, সেটিকে কাজে লাগানোরও পরামর্শ দিয়েছেন সোনিয়া।

সংসদে দাঁড়িয়ে রাহুলকে মাদকাসক্ত বলে তদন্তের দাবি কঙ্গনার

নয়াদিল্লি, ৩১ জুলাই: লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধির বিরুদ্ধে গুরুতর অভিযোগ তুললেন বিজেপি সাংসদ কঙ্গনা রানাউত। সংসদে দাঁড়িয়ে হিমাচল প্রদেশের মান্ডি কেন্দ্রের সাংসদের দাবি, 'আমার মনে হয় রাহুল গান্ধি ড্রাগস নেন। তাঁর শারীরিক পরীক্ষা হওয়া উচিত।' কঙ্গনার এহেন বিতর্কিত মন্তব্যে জাতীয় রাজনীতিতে শোরগোল পড়ে গিয়েছে।

কখনও শিবের অভয় মুদ্রা তো কখনও মহাভারতের চক্রব্যূহ, হিন্দুত্ব অস্ত্রেই সংসদে নরেন্দ্র মোদি ও তাঁর সরকারকে আক্রমণ শানিয়ে চলেছেন কংগ্রেস সাংসদ রাহুল গান্ধি। এ প্রসঙ্গেই সংসদে 'শিব কী বারাত' সংক্রান্ত মন্তব্য করেছিলেন বিরোধী দলনেতা। সেই ইস্যুতেই পালটা তোপ দেগে মঙ্গলবার সংসদে কঙ্গনা রানাউত বলেন, 'এই দেশ গণতন্ত্রের দেশ। যেখানে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে প্রধানমন্ত্রী নির্বাচিত হন। এখানে পুরুষ, মহিলা, জাতি, ধর্মের ভিত্তিতে প্রধানমন্ত্রী বাছাই হয় না। এই ধরনের মন্তব্য দেশের গণতন্ত্রের জন্য অপমানজনক। উনি প্রতিদিন গণতন্ত্রকে অপমান করে চলেছেন। গতকালও সংসদে কমেডি শো হয়েছে।'

একইসঙ্গে কঙ্গনা বলেন, 'গতকাল উনি কী বলছিলেন? 'শিব কী বারাত', 'চক্রব্যূহ'! আমার মনে হয় উনি ড্রাগস (মাদক) নেন। ওনার শারীরিক পরীক্ষা করানো উচিত। যেভাবে উনি সংসদে এই সব বক্তব্য বলে চলেছেন তাতে মনে হয় উনি মদ কিংবা ড্রাগসের নেশায় রয়েছেন। গতকাল ওনার আজগুবি মন্তব্য শুনে আমি আশ্চর্য হয়ে গিয়েছি। কোনও মানুষ সুস্থ অবস্থায় এই ধরনের বক্তব্য পেশ করতে পারেন সংসদে।'

তৃতীয় শ্রেণির পড়ুয়াকে গুলি নার্সারির শিশুর

পাটনা, ৩১ জুলাই: স্কুলের মধ্যে তৃতীয় শ্রেণির এক পড়ুয়াকে গুলি করল নার্সারির এক শিশু। বুধবার সকালে এমনই ভয়াবহ ঘটনা ঘটেছে বিহারের এক স্কুলে। গুরুতর আহত অবস্থায় ১০ বছর বয়সি ওই বালককে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। চাঞ্চল্যকর এমন ঘটনায় হতভম্ভ স্কুলের শিক্ষক থেকে খোদ পুলিশ কর্তারাও।

ঘটনাটি ঘটেছে সুপৌল জেলায় লালপাত্তি এলাকায় অবস্থিত সেন্ট জন বোর্ডিং স্কুলে। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, এদিন সকালে স্কুলের ব্যাগে করে পিস্তল নিয়ে এসেছিল নার্সারির ওই পড়ুয়া। কেউ কিছু বুঝে ওঠার আগেই স্কুলেরই তৃতীয় শ্রেণির এক বালককে লক্ষ্য করে গুলি চালায় সে। গুলি লাগে তার ডান হাতে। স্কুলের মধ্যে গুলির শব্দে আতঙ্ক ছড়ায়। শিক্ষকরা এসে দেখেন আহত অবস্থায় পড়ে রয়েছে এক বালক। দ্রুত তাঁকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। হাসপাতালে শুয়ে সংবাদ মাধ্যমকে ওই বালক জানায়, 'আমি আমার ক্লাসের দিকে যাচ্ছিলাম। সেই সময় হঠাৎ ব্যাগ থেকে বন্দুক বের করে ও। আমি তাকে আটকানোর চেষ্টা করলে আমাকে গুলি করে।' একইসঙ্গে ওই বালকের দাবি, তার সঙ্গে কখনও ঝগড়া বা মারামারি হয়নি নার্সারির ওই শিশুর।

এদিকে এই ঘটনার পর রীতিমতো আতঙ্ক ছড়ায় অভিভাবকদের মধ্যে। গোটা ঘটনার তদন্ত শুরু করার পাশাপাশি গাফিলতির অভিযোগে গ্রেপ্তার করা হয়েছে স্কুলের প্রিন্সিপালকে। পাশাপাশি হামলাকারী ৫ বছর বয়সি ওই শিশু ও তার বাবার খোঁজ শুরু করেছে পুলিশ। ঘটনার পর স্কুলের সামনে জড়ো হয়ে ব্যাপক বিক্ষোভ দেখান অভিভাবকরা। পরিস্থিতি সামাল দিতে মাঠে নামতে হয় পুলিশকে।

কীভাবে বন্দুক নিয়ে শিশুটি স্কুলে প্রবেশ করল তা ভাবাচ্ছে পুলিশকে। শুধু তাই নয়, এমন এমন ঘটনা যাতে দ্বিতীয়বার না ঘটে তার জন্য প্রতিটি স্কুলের জন্য নির্দেশিকা জারি করেছে পুলিশ। জানানো হয়েছে, বাচ্চারা স্কুলে ঢোকার আগে যেন তাদের ব্যাগে নিষিদ্ধ কিছু রয়েছে কিনা তা যেন পরীক্ষা করে দেখা হয়।

বিমার কিস্তি থেকে জিএসটি প্রত্যাহার নিয়ে নির্মলাকে কড়া চিঠি গড়করির

নয়াদিল্লি, ৩১ জুলাই: অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারমণের ঘোষণা করা জিএসটি কাঠামোয় অখুশি খোদ কেন্দ্রীয় কেন্দ্রীয় সড়ক ও পরিবহণমন্ত্রী নীতীন গড়করি। সটান কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রীকে চিঠি লিখে তিনি দাবি জানালেন, জীবন বিমা এবং স্বাস্থ্য বিমা থেকে জিএসটি প্রত্যাহার করা উচিত।

২০১৭ সালে গোটা দেশে জিএসটি চালু করে কেন্দ্রের নরেন্দ্র মোদি সরকার। যেভাবে জিএসটি চালু করা হয়েছে, সেটার বিরোধিতায় সরব হয়েছে বিরোধীরা। এখনও জিএসটির সরলীকরণের দাবিতে মাঝে মাঝেই সরব হয় কংগ্রেস। এরই মধ্যে জিএসটি নিয়ে একপ্রকার পত্রবোমা পাঠালেন গড়করি। বর্তমান কর কাঠামোয় জীবন বিমা এবং স্বাস্থ্য বিমার প্রিমিয়ামে ১৮ শতাংশ জিএসটি দিতে হয়। তা প্রত্যাহারের আর্জি জানিয়েছেন সড়ক পরিবহণমন্ত্রী।

সম্প্রতি মহারাষ্ট্রের নাগপুরের এলআইসি কর্মী সংগঠন এ বিষয়ে গড়করির কাছে অভিযোগ জানিয়েছে। তাঁদের দাবি ছিল, এত বেশি অঙ্কের জিএসটি দিতে হচ্ছে বিমা ক্ষেত্রকে। যার ফলে এই ক্ষেত্রটি সংকুচিত হচ্ছে। এ বিষয়ে গড়করির হস্তক্ষেপ দাবি করেছেন বিমাকর্মীরা। ঘটনাচক্রে গড়করি নাগপুরেরই সাংসদ। বিমা কর্মীদের সেই দাবিদাওয়া তিনি চিঠি লিখে তুলে ধরেছেন অর্থমন্ত্রীর কাছে।

চিঠিতে গড়করি বলছেন, জীবন এবং স্বাস্থ্য বিমায় ১৮ শতাংশ জিএসটি বিমাক্ষেত্রকে সংকুচিত করছে। একই সঙ্গে প্রবীণ নাগরিকদের সমস্যার মুখে ফেলছে। তাছাড়া এই দুটি ক্ষেত্রই স্পর্শকাতর। এক্ষেত্রে করকাঠামো সংশোধন করা যায় কিনা দেখা উচিত। অগস্টের তৃতীয় সপ্তাহে ফের জিএসটি কাউন্সিলের বৈঠক। সেই বৈঠকেই নির্মলার প্রস্তাব নিয়ে আলোচনা হতে পারে।

Office of the
MADHURKUL GRAM PANCHAYAT
Vill+P.O.- Madhurkul, P.S.- Domkal, Dist.-Murshidabad. (W.B.)
UNDER DOMKAL BLOCK
NIT No: 03/2024-25 & 04/2024-25
Publishing & Submission Start Date: 31.7.2024 from 2.00 PM
Bid Submission Closing Date: 17.8.2024 up to 12.00 PM
Bid Opening Date: 19.8.2024 after 12.00 PM
Details See In: www.wbtenders.gov.in
Sd/-, Prodhan
Madhurkul Gram Panchayat

'অগ্নিবীর'-এর হয়ে মাঠে নামলেন নির্মলা সীতারমণ

নয়াদিল্লি, ৩১ জুলাই: 'অগ্নিপথ' প্রকল্প নিয়ে চাপানউতর থামার নাম নেই বিগত কয়েক মাস ধরেই। এর মধ্যেই 'অগ্নিবীর'দের হয়ে এ বার মাঠে নামলেন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারমণ।

বুধবার এই প্রকল্প নিয়ে যাবতীয় সমালোচনা উড়িয়ে দিয়ে রাজ্যসভায় নির্মলা বলেছেন, ১৭ থেকে ২১ বছর বয়সী ছেলেমেয়েদের সেনাবাহিনীতে নিয়োগ করলে সশস্ত্র বাহিনীর নেতৃত্ব দেবে এক ঝাঁক তরুণ মুখ। তাঁরা শারীরিক ভাবে আরও সক্ষম, চনমনে। তাতে ভারতীয় সেনা সব সময় যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত থাকবে। এ ছাড়া, কমবে সেনাবাহিনীর গড় বয়সও, প্রতিরক্ষা ক্ষেত্রে যা ভারতকে বাড়তি সুবিধা দেবে।

সরাসরি বিরোধীদের নিশানা করে নির্মলা বলেন, 'আমি মনে করি না এই প্রকল্প নিয়ে এত রাজনীতি করার কোনও দরকার আছে। বরং আমাদের এ সব ভেবে অহেতুক উদ্বিগ্ন হওয়ারও প্রয়োজন নেই। সেনাবাহিনীর মতামত নিয়েই এই প্রকল্প চালু করা হয়েছে।'

বুধবার সংসদে ওয়েনাড়-ভূমিধসের ঘটনায় রাহুল গান্ধিকে নিশানা করে বিজেপি সাংসদ তেজস্বী সূর্যের মন্তব্যের পর কংগ্রেসের প্রতিবাদে কিছুক্ষণের জন্য মুলতুবি রাখা হয় লোকসভা। ৪টের পর ফের অধিবেশন শুরু হয়। বাজেট, ওয়েনাড় প্রসঙ্গের পর অগ্নিপথ প্রকল্পের কথা উঠতেই স্পষ্ট কথায় নিজের বক্তব্য জানিয়ে দেন নির্মলা।

প্রসঙ্গত, মঙ্গলবারও সংসদে অগ্নিপথ প্রকল্পের বিরোধিতায় সরব হয়েছিলেন অখিলেশ যাদব। অখিলেশ বলেন, 'সেনাবাহিনীতে যোগ দিতে আগ্রহী কোনও যুবকই অগ্নিপথ প্রকল্পের পক্ষপাতী নন। অথচ যখন এই প্রকল্প চালু হল, বড় বড় শিল্পপতিদের সমাজমাধ্যমে লিখতে বলা হল যে, এর চেয়ে ভাল চাকরি আর নেই! তাঁরা লিখলেনও। লিখলেন, চার বছরের মেয়াদ শেষ হয়ে গেলে ওই অবসরপ্রাপ্ত 'অগ্নিবীর'দের আবার চাকরিতে নেবেন তাঁরা।' অখিলেশের দাবি ছিল, সরকার আসলে নিজেও জানে, এই প্রকল্প ভাল নয়। তাই বিজেপি শাসিত রাজ্যগুলিকে অগ্নিবীরদের জন্য চাকরি ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট পরিমাণ সংরক্ষণ বরাদ্দ করতে নির্দেশ দিচ্ছে কেন্দ্রীয় সরকার। অখিলেশকে উত্তর দিতে গিয়ে তাঁর সঙ্গে একপ্রস্ত বাগ্বিতণ্ডায় জড়িয়ে পড়েন বিজেপি সাংসদ অনুরাগ ঠাকুর।

মহিলা মন্ত্রীকে চুম্বন দেশের প্রেসিডেন্টের!

প্যারিস, ৩১ জুলাই: প্রকাশ্যেই মহিলা মন্ত্রীকে চুম্বন দেশের প্রেসিডেন্টের! প্যারিস অলিম্পিকের মধ্যে ফের বিতর্ক তৈরি হল ফ্রান্সে। সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হয়েছে এমনই এক ছবি। ছবিতে দেখা যাচ্ছে, অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ ভাবে ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট ইমানুয়েল ম্যাক্রোঁকে চুম্বন করছেন দেশের ক্রীড়ামন্ত্রী। উল্লেখ্য, প্যারিস অলিম্পিকের উদ্বোধনী অনুষ্ঠান ঘিরে একের পর এক বিতর্ক শুরু হয়েছে। সেই তালিকায় নয়া সংযোজন এই চুম্বনের

ছবি। ভাইরাল হওয়া ছবিতে দেখা যাচ্ছে, প্রেসিডেন্টকে চুম্বন করছেন ক্রীড়ামন্ত্রী অ্যামেলি অডিয়া-কাস্তেরা। এক হাত দিয়ে ম্যাক্রোঁর গলা জড়িয়ে ধরেছেন তিনি। তার পরে প্রেসিডেন্টের কানের নীচে চুম্বন করেন। সোশ্যাল মাধ্যমে এই ছবি ছড়িয়ে ভাইরাল হতেই আমজনতার কমেন্টের বন্যা বয়ে যায়। একের পর এক মন্তব্য করেছেন আমজনতা। তবে অনেকের বক্তব্য, চুম্বন করা ফরাসি সংস্কৃতির অঙ্গ। তবে এ ভাবে দেশের প্রেসিডেন্ট এবং ক্রীড়ামন্ত্রীকে প্রকাশ্যে চুম্বন করার বিষয়টি অত্যন্ত দৃষ্টিকটু।

সামাজিক মাধ্যমে এই ছবি ভাইরাল হতেই নেটিজেনদের একাংশের মত, এই ছবি দেখলে ফার্স্ট লেডি ব্রিজেট ম্যাক্রোঁ চটে যাবেন। চোখের সামনে এমন চুম্বন দৃশ্যে অস্বস্তিতে পড়ে যান ফ্রান্সের প্রধানমন্ত্রী গ্যাব্রিয়েল অ্যাটাল। কোনদিকে তাকাবেন, বুঝে উঠতে পারেননি তিনি। সেই বিষয়টিও উল্লেখ করেছেন নেটিজেনরা। তবে এই ঘটনায় অনেকেই প্রেসিডেন্টদের পাশে দাঁড়িয়েছেন দাবি করেন, চুম্বন করে অভিবাদন জানানো ফরাসি সংস্কৃতির অঙ্গ। সামান্য ঘটনাকে বাড়িয়ে দেখানো হচ্ছে।

প্রবল বৃষ্টিতে বিপর্যস্ত উত্তর কোরিয়া

পিয়ংইয়ং, ৩১ জুলাই: প্রবল বর্ষণে ভাসছে উত্তর কোরিয়া। চিন সীমান্তবর্তী সিনুইজু এবং উইজু কাউন্টি দুটিতে ভারী বৃষ্টির কারণে বন্যা দেখা দিয়েছে। প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের জেরে দুদিনের জরুরি বৈঠক ডেকে গোটা পরিস্থিতির তদারকি করছেন রাষ্ট্রপ্রধান কিম জন উন। স্পিড বোটে চেপে বন্যা কবলিত এলাকা পরিদর্শন করছেন তিনি।

বেশ কয়েকদিন ধরেই ভারী বৃষ্টিতে বিপর্যস্ত উত্তর কোরিয়ার নানা এলাকা। কিন্তু গত সপ্তাহের শেষে তাণ্ডব দেখায় ঝড় গায়েমি। যার ফলে বৃষ্টিপাতের পরিমাণ আরও বাড়ে। কয়েকটি এলাকায় ভূমিধস নামে। বুধবার সেদেশের সংবাদ সংস্থা কেসিএনএ জানিয়েছে, সিনুইজু, উইজু কাউন্টি-সহ বহু শহর প্লাবিত হয়েছে। এই কাউন্টির প্রায় ৪ হাজার বাড়ি জলের তলায় চলে গিয়েছে। প্রায় সাড়ে ৭ হাজার একর কৃষি জমিও ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। বিপন্ন জনজীবন। এই দুর্যোগের পরিস্থিতিতে দুদিনের জরুরি বৈঠক ডাকেন কিম। দুর্গতদের উদ্ধারে জোর কদমে কাজ চালাচ্ছে উদ্ধারকারী দল।

রয়টার্স সূত্রে খবর, দেশের রাজধানী পিয়ংইয়ং থেকে শুরু করে বন্যা কবলিত বিভিন্ন এলাকা স্পিড বোটে চেপে ঘুরে দেখছেন কিম। ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ নিয়ে হিসেব-নিকেশ করছেন। দ্রুত সব ধরনের জরুরি ব্যবস্থাপনা গ্রহণের আহ্বান জানিয়েছেন তিনি। প্রত্যেক বছর এসময় বর্ষাকাল থাকে উত্তর কোরিয়ায়। গায়েমি ঝড়ের প্রভাব পড়েছে দক্ষিণ কোরিয়াতেও। সেখানেও ভারী বৃষ্টি ও ভূমিধসের কারণে বিপর্যস্ত সেদেশও। ক্ষতিগ্রস্ত বিভিন্ন রাস্তাঘাট। ভেঙে গিয়েছে বহু বাড়ি।

E-TENDER NOTICE
Digitally signed and encrypted E-Tender is invited from the eligible Bidder for online submission for tender
Reference No:
I. KDGP/DH-I/ETENDER/2024-25/16 DATED : 31.07.2024
II. KDGP/DH-I/ETENDER/2023-24/15 DATED : 31.07.2024
At different place within at KANPUR DHANBERIA GRAM PANCHAYAT under DIAMOND HARBOR-I Block, South 24 Pgs WB. Last date for the online Bid Submission of Tender is : 12.08.2024 at 12:00. And open on 15.08.2024 at 11.00 Detail will be available at the website: https://wbtenders.gov.in
Sd/-
Prodhan
Kanpur Dhanberia Gram Panchayat
Diamond Harbour-I 24 Pgs. (South)

Khanakul-II Panchayat Samity
Senhat, Rajhati, Bandar, Hooghly
NOTICE INVITING QUOTATION
Quotation is invited by the Executive Officer, Khanakul-II P.S. **vide Ref. No. 564/PS, Date : 30.07.2024** for 125 KVA silent DG. Last date of submission : **20.08.2024 on 04.00 P.M.** For details visit Office of the undersigned.
Sd/-
EXecutive Officer
Khanakul-II Panchayat Samity

Mugura Gram Panchayat
(Raina-I Panchayat Samity)
Vill.+P.O.- Sanktia, Dist.- Purba Bardhaman
Notice Inviting e-Tender
e-Tenders are being invited from the eligible contractor vide **Memo No.: i) 361/MGP (Sl.-1), ii) 363/MGP (Sl.-1), iii) 364/MGP (Sl.-1-3), iv) 365/MGP (Sl.-1), Date: 31.07.2024. Fund: 15th CFC (2024-25)**. Tender will be available in the website **www.wbtenders.gov.in** and undersigned GP Office. Bid Submission End Date: **09.08.2024 at 11:00 AM.** Bid Opening Date: **12.08.2024 at 11:00 AM.**
Sd/-
Prodhan
Mugura Gram Panchayat

Office of the Councillors of the
GHATAL MUNICIPALITY
Ghatal, Paschim Medinipur
ABRIDGED TENDER NOTICE
e-Tender is invited by the Chairman, Ghatal Municipality, Ghatal, Paschim Medinipur for the work :- **Supply of Electrical Materials for maintenance of Street light of Ghatal Municipality for one year under Own Fund, as per NIT No. : WBMAD/GHATAL/NIT-3e/2024-25, Date: 31.07.2024, Tender ID: 2024_MAD_725676_1.** Details of the tender may be seen from the website https://wbtenders.gov.in and www.ghatalmunicipality.com
Sd/-
Chairman
Ghatal Municipality

চিত্তরঞ্জন লোকোমোটিভ ওয়ার্কস
ই-টেন্ডার নোটিশ
ভারতের রাষ্ট্রপতির পক্ষে নিম্নোক্ত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে : ক্রম নং : (০১) : টেন্ডার নং : ইঞ্জি-২০-২০২৪-২৫। কাজের নাম : ইএলএএইউ/ডিকেএই তে লোকো অ্যাসেম্বলি শপ এর বৃষ্টির জল থেকে রক্ষার জন্য ছাদের ক্ষতিগ্রস্ত অংশের মেরামতি। টেন্ডার মূল্য (টাকা) : ৭০,৬৮,৬৫২.০০ টাকা। ইএমডি/ডাক জামিন (টাকা) : ১,৪১,৪০০.০০ টাকা। পিডিসি : ০৬ (ছয়) মাস। দাখিলের শেষ তারিখ : ১৭/০৮/২০২৪।
দ্রষ্টব্য : ক) সম্পূর্ণ বিস্তারিত দেখা যাবে রেলওয়ে ওয়েবসাইট : www.ireps.gov.in এবং www. clw. indianrailways.gov.in. খ) যোগাযোগ নং : ৯১৬৩৩৪০২০৩ এবং ৯১৬৩৩৪০২০১।
ডে. চিফ ইঞ্জিনিয়ার/সিএলডব্লু/চিত্তরঞ্জন

পূর্ব রেলওয়ে
টেন্ডার নং ঃ এসডিএসটিই-ইটিএন-৬কিউ-আরপিএইচ-দুমকা, তারিখ ৩০.০৭.২০২৪। ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, শিয়ালদহ, ডিআরএম বিল্ডিং, হাওড়া রেলওয়ে স্টেশনের কাছে, হাওড়া-৭১১১০১ এক প্যাকেট ব্যবস্থায় নিম্নলিখিত কাজের জন্য ওপেন ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন। কেবল বন্ধের তারিখ ও সময় পর্যন্তই ডাকদাতারা তাদের মূল/সংশোধিত বিড জমা দিতে পারবেন। এই টেন্ডারের জন্য ম্যানুয়াল অফার অনুমোদিত নয় এবং কোনো ম্যানুয়াল অফার জমা হলে তা অগ্রাহ্য হবে। **কাজের নাম ঃ** হাওড়া ডিভিশনে রামপুরহাট-দুমকায় নতুন ৬কোয়াড কেবলের ব্যবস্থা ও কাটোয়া শাখায় ত্রুটিপূর্ণ ৬কিউ-র প্রতিস্থাপন এবং নলহাটী-আজিমগঞ্জ শাখায় ইমার্জেন্সি কম. সিস্টেমের ব্যবস্থা। **বিজ্ঞাপিত মূল্য ঃ** ৬,৫০,৭৯,৭৮৫.৬৭ টাকা। **বায়না মূল্য ঃ** ৪,৭৫,৪০০ টাকা। **টেন্ডার নথির মূল্য ঃ** শূন্য। **বিডিং শুরুর তারিখ ঃ** ০৯.০৮.২০২৪। **কাজ শেষের সময়সীমা ঃ** ১২ মাস। **অফারের বৈধতা ঃ** ১২০ দিন। **টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ঃ** ২৩.০৮.২০২৪ তারিখ দুপুর ৩টায়। **টেন্ডার আপলোডিং-এর তারিখ ও সময় ঃ** ৩০.০৭.২০২৪ তারিখ দুপুর ২.৩৯ মিনিটে। (HWH-193/2024-25)
টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।
আমাদের অনুসরণ করুন ঃ @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

পূর্ব রেলওয়ে
[illegible]
@EasternRailway @easternrailwayheadquarter

হাওড়া মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন
৪, মহাত্মা গান্ধি রোড, হাওড়া - ৭১১১০১
ফোন ০৩৩ ২৬৩৮ ৩২১১/১২/১৩ ফ্যাক্স ০৩৩ ২৬৪১ ০৮৩০ www.myhmc.in
WB-HMC/NIT/ED/03/Market/24-25 তারিখ : ৩০.০৭.২০২৪
ই-টেন্ডার নোটিশ
এগজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার (মার্কেট), এইচএমসি কর্তৃক **হাওড়া হাট কমপ্লেক্সে** ২টি ফুলের মার্কেটের জন্য সংশ্লিষ্ট একই ধরণের কাজে যথেষ্ট অভিজ্ঞতা সম্পন্ন সঙ্গতিপন্ন এবং প্রখ্যাত ঠিকাদারদের কাছ থেকে নির্ধারিত ফর্মে ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন। সংশ্লিষ্ট সম্পর্কিত বিস্তারিত তথ্যাদি পাওয়া যাবে ই-টেন্ডার নোটিশ এবং মার্কেট বিভাগ https://wbtenders.gov.in থেকে। **টেন্ডার (অনলাইনে) দাখিলের শেষ তারিখ ১৯.০৮.২০২৪ সন্ধে ৬টা** পর্যন্ত। টেন্ডার আইডি **2024_MAD_724712.** এইচএমসি কর্তৃপক্ষ কোনও কারণ না দেখিয়েই যেকোনও আবেদন গ্রহণ বা বাতিলের অধিকার রাখেন।
১৯(৩)/২৪-২৫ সেক্রেটারি
৩১.০৭.২৪ হাওড়া মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন

Kanaipur Gram Panchayat
Vill.+P.O.- Kanaipur, P.S.- Uttarpara, Dist.- Hooghly
Notice Inviting Tender
Sealed Tender is invited from the experienced and resourceful bidders having proper credential for execution of 6 Nos. development work(s) vide **NIT No.: 341/KGP/2024 (Sl.- 01-06), Fund: 15th FC(UNTIED), Date: 26.07.2024.** Work Comp. Time: 180 Days. Document Download & Bid Submission Start Date (Online): **31.07.2024 at 09:00 AM.** Bid Submission Close Date (Online): **09.08.2024 up to 06:00 PM.** Submission of EMD & Cost of Tender Paper (Offline): **10.08.2024 up to 12:00 PM.** Tender Opening Date (Online): **14.08.2024 at 09:00 AM.** For more details visit www.wbtenders.gov.in & undersigned GP Office.
Sd/-
Pradhan
Kanaipur Gram Panchayat

মেট্রো রেলওয়ে, কলকাতা
ভারতের রাষ্ট্রপতির তরফে **ডেপুটি চিফ ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার/আরএস/সি,** দমদম কার ডিপো কমপ্লেক্স, মেট্রো রেলওয়ে, কলকাতা-৭০০ ০৯০ নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি আহ্বান করছেনঃ **কাজের নামঃ** এক বছরের জন্য ১৩টি বিএইচইএল এসি রেকে (এমআর-৩০১, এমআর-৩০২, এমআর-৩০৩, এমআর-৩০৪, এমআর-৩০৫, এমআর-৩০৬, এমআর-৩০৭, এমআর-৩০৮, এমআর-৩০৯, এমআর-৩১০, এমআর-৩১১, এমআর-৩১২ এবং এমআর-৩১৩ রেক) যুক্ত এএএল মেক পাবলিক অ্যাড্রেস অ্যান্ড প্যাসেঞ্জার ইনফর্মেশন সিস্টেম (পিএপিআইএস)-এর সামগ্রিক বার্ষিক রক্ষণাবেক্ষণ চুক্তি (এএমসি)। **টেন্ডার মূল্যঃ** ৯৬,৫৯,৬৯১.৭৩ টাকা। **বায়না মূল্যঃ** ১,৯৩,২০০ টাকা। **বন্ধের তারিখ এবং সময়ঃ** ০৫.০৯.২০২৪ তারিখ দুপুর ৩টে পর্যন্ত (আইএসটি)। **নোটিস বোর্ডের ঠিকানাঃ** উপরে উল্লিখিত ঠিকানায় ডেপুটি চিফ ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার/আরএস/সি-এর অফিসে। **ওয়েবসাইট বিবরণঃ https://www.ireps.gov.in**
ই-টেন্ডার নং. এমআর-ইএল-আরএস-এনওএ-ওটি-২৪-২৫-০৩
আমাদের অনুসরণ করুন: /metrorailwaykol /metrorailkolkata

Durgapur Municipal Corporation
City Centre, Durgapur - 713216, Dist.- Paschim Bardhaman
Notice Inviting e-Tender
1) Name of the Work: Construction of Shed with Seating Arrangement for Sasan Yatri at Birbhanpur Crematorium within DMC area.
e-Tender No. : WBDMC/COMM/PW/NIT-84/24-25
Tender ID : 2024_MAD_725507_1 • Estimated Amount : 18,70,630/-
2) Name of the Work: Repairing of B.T. Road at MAMC B2 from Quarter No. 1 to 11, 2 to 12, 13 to 21, 167 to 171, 172 to 176, 187 to 191, 192 to 196 & 197 to 206 within Ward No.- 23, under DMC.
e-Tender No. : WBDMC/COMM/PW/NIT-86/24-25
Tender ID : 2024_MAD_725528_1 • Estimated Amount : 14,93,759/-
3) Name of the Work: Construction of Cement Concrete Road at Uttarayan within Ward No.- 43, under DMC (SSM).
e-Tender No. : WBDMC/COMM/PW/NIT-95/24-25
Tender ID : 2024_MAD_725594_1 • Estimated Amount : 12,15,718/-
4) Name of the Work: Construction of Cement Concrete Road from Irrigation Bridge to Durgapur Chemical Colony Gate at Raturia within Ward No.- 38, under DMC.
e-Tender No. : WBDMC/COMM/PW/NIT-94/24-25
Tender ID : 2024_MAD_725615_1 • Estimated Amount : 19,33,000/-
Last Date : 16th August 2024, up to 5:00 pm
5) Name of the Work: Renovation of Culture Stage at Satyajit Park, Sagarbhanga, within Ward No.- 28, under DMC.
e-Tender No. : WBDMC/COMM/PW/NIT-93/24-25
Tender ID : 2024_MAD_725375_1 • Estimated Amount : 6,82,216/-
6) Name of the Work: Repairing of B.T. Road at Bidhannagar in between ESI and Vivekananda Hospital Road, within Ward No.- 27, under DMC.
e-Tender No. : WBDMC/COMM/PW/NIT-83/24-25
Tender ID : 2024_MAD_725458_1 • Estimated Amount : 7,45,498/-
7) Name of the Work: Repairing and few portion Construction of Cement Concrete Road at Sripally within Ward No.- 30, under DMC (SSM).
e-Tender No. : WBDMC/COMM/PW/NIT-85/24-25
Tender ID : 2024_MAD_725475_1 • Estimated Amount : 6,59,121/-
Last Date : 09th August 2024, up to 5:00 pm Sd/- Executive Engineer
For details : wbtenders.gov.in Durgapur Municipal Corporation

তিন অলিম্পিক্সে পদক যুগলের! ইটালির সাঁতারুর নজির গড়ার আনন্দ দ্বিগুণ করলেন বাগ্‌দত্তা ফেন্সার

নিজস্ব প্রতিনিধি: প্যারিস অলিম্পিক্সে নজির গড়লেন ইটালির সাঁতারু গ্রেগরিয়ো প্যালট্রিনিয়েরি। পুরুষদের ৮০০ মিটার ফ্রিস্টাইলে রুপোর পদক পেয়েছেন তিনি। প্যালট্রিনিয়েরির পদক জয়ের কিছু ক্ষণের মধ্যেই অলিম্পিক্সে সোনা জিতেছেন তাঁর বাগ্‌দত্তা রোসেলা ফিয়ামিঙ্গো।

মাঝারি এবং দূরপাল্লার সাঁতারে আন্তর্জাতিক পর্যায় বেশ কিছু পদক রয়েছে ২৯ বছরের প্যালট্রিনিয়েরির। ৮০০ মিটার, ১৫০০ মিটার ফ্রিস্টাইল ছাড়াও তাঁর প্রিয় ইভেন্টের মধ্যে রয়েছে ৫ এবং ১০ কিলোমিটার সাঁতার। প্রতিটি ইভেন্টেই তাঁর পদক রয়েছে আন্তর্জাতিক পর্যায়। তবে প্যারিস

অলিম্পিক্সের রুপোর পদক পেয়ে ইটালির সাঁতারে নজির গড়েছেন তিনি। ইটালির প্রথম সাঁতারু হিসাবে পর পর তিনটি অলিম্পিক্সে পদক জিতলেন প্যালট্রিনিয়েরি।

২০১৬ সালে রিয়ো অলিম্পিক্সে ১৫০০ মিটার ফ্রিস্টাইলে সোনা জিতেছিলেন তিনি। ২০২২ টোকিয়ো অলিম্পিক্সে ৮০০ মিটার ফ্রিস্টাইলে রুপো পান। ১৫০০ মিটার ফ্রিস্টাইলে পেয়েছিলেন চতুর্থ স্থান। এ বারও ৮০০ মিটার ফ্রিস্টাইলে রুপো পেলেন তিনি। ২০১২ সালের লন্ডন অলিম্পিক্সেও অংশগ্রহণ করেছিলেন প্যালট্রিনিয়েরি। সে বার নেমেছিলেন শুধু ১৫০০ মিটার ফ্রিস্টাইলে। পঞ্চম স্থানে শেষ করেছিলেন।

মঙ্গলবার তাঁর নজির গড়ার খুশি দ্বিগুণ করেছেন প্রেমিকা ৩৩ বছরের ফিয়ামিঙ্গো। তিনি মহিলাদের দলগত ফেন্সিংয়ে সোনা জিতেছেন। প্যালট্রিনিয়েরির মতো তিনিও টানা তৃতীয় অলিম্পিক্সে পদক জিতলেন। রিয়ো অলিম্পিক্সে ব্যক্তিগত ইভেন্টে রুপো পেয়েছিলেন। টোকিয়োয় দলগত ইভেন্টে ইটালির সোনাজয়ী দলের অন্যতম সদস্য ছিলেন। অর্থাৎ টানা তিনটি অলিম্পিক্স থেকে দেশকে পদক দিলেন প্যালট্রিনিয়েরি এবং ফিয়ামিঙ্গো।

ফেন্সিং বিশ্বকাপ, বিশ্বচ্যাম্পিয়নশিপ, ইউরোপিয়ান চ্যাম্পিয়নশিপে বেশ কিছু পদক রয়েছে ফিয়ামিঙ্গোর। ইটালির সর্বকালের অন্যতম সেরা মহিলা ফেন্সার হিসাবে গণ্য করা হয় তাঁকে।

দুই কোরিয়ার খেলোয়াড়দের অলিম্পিক সেলফি ভাইরাল

নিজস্ব প্রতিনিধি: প্যারিস অলিম্পিকের বিজয় মঞ্চে দক্ষিণ কোরিয়া ও উত্তর কোরিয়ার টেবিল টেনিস খেলোয়াড়দের তোলা সেলফি ভাইরাল হয়েছে দক্ষিণ কোরিয়ায়। আন্তসীমান্ত একতার বিরল প্রদর্শনী হিসেবে প্রশংসিত হয়েছে খেলোয়াড়দের সেলফি।

পারমাণবিক অস্ত্রসমৃদ্ধ উত্তর কোরিয়া চলতি বছরের শুরুতে দক্ষিণ কোরিয়াকে তাদের প্রধান শত্রু হিসেবে ঘোষণা করে। দুটি প্রতিবেশী দেশের মধ্যে উত্তেজনা নতুন কিছু নয়। বছরের পর বছর ধরে এমন সম্পর্ক এ দুটি দেশের এবং এ বছরও তাদের মধ্যে উত্তেজনা কখনো কখনো চরমেও পৌঁছেছে।

কিন্তু গতকাল অলিম্পিক টেবিল টেনিসের মিশ্র দ্বৈত ইভেন্টের পদক বিতরণ শেষে দেখা গেল অন্য রকম এক দৃশ্য। এই ইভেন্টে সোনা জিতেছে চীন। রুপা জিতেছে উত্তর কোরিয়া এবং ব্রোঞ্জ দক্ষিণ কোরিয়ার। সব খেলোয়াড়কে নিয়ে সেলফি তোলেন দক্ষিণ কোরিয়ার খেলোয়াড় লিম জং-হুন। উত্তর কোরিয়ার রি জং শিক ও কিম কুম ইয়ং এবং চীনের ওয়াং চুকিন ও সান ইয়াংসাকে নিয়ে নিজের স্যামসাং মুঠোফোনে সেলফিটি তোলেন তিনি। স্যামসাং দক্ষিণ কোরিয়ার প্রতিষ্ঠান।

দক্ষিণ কোরিয়ার অন্যতম বড় সংবাদমাধ্যম 'জংআং ইলবো'তে বলা হয়, 'দুই কোরিয়ার জাতীয় পতাকাসহ একটি সেলফি এবং একটি স্যামসাং ফোন।'

২০১৬ রিও অলিম্পিকের পর এই প্রথম অলিম্পিকে পদক জিতল উত্তর কোরিয়া। কোভিড মহামারির কারণে ২০২১ সালে অনুষ্ঠিত টোকিও অলিম্পিকে অ্যাথলেট পাঠায়নি উত্তর কোরিয়া। পদক বিতরণ শেষে কোরিয়ান সংবাদমাধ্যমকে লিম জং-হুন বলেছেন, 'রুপাজয়ী হিসেবে তাদের (উত্তর কোরিয়ার দুই খেলোয়াড়) পরিচয় করিয়ে দেওয়ার সময় আমি তাদের অভিনন্দন জানিয়েছি।'

দক্ষিণ কোরিয়ার সম্প্রচারমাধ্যমগুলোয় খেলোয়াড়দের সেলফি তোলার ভিডিও বারবার দেখানো হয়। অনেক ধারাভাষ্যকার এমন বিরল মুহূর্তের গুরুত্বও তুলে ধরেন। একজন ধারাভাষ্যকার বলেন, 'এটাই অলিম্পিকের সত্যিকারের চেতনা।'

রুট এখন টেস্টের এক নম্বর ব্যাটসম্যান

নিজস্ব প্রতিনিধি: টেস্ট ব্যাটসম্যানদের আইসিসি শীর্ষে উঠেছেন ইংলিশ ব্যাটসম্যান জো রুট। এক থেকে দুইয়ে নেমে গেছেন নিউজিল্যান্ডের কেইন উইলিয়ামসন। বোলারদের অবশ্য শীর্ষ দশে কোনো পরিবর্তন নেই। তবে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে সিরিজে গতির ঝড় তোলা মার্ক উড ৬ ধাপ উঠে এসে ২০ নম্বরে আছেন।

ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে ৩ ম্যাচের টেস্ট সিরিজে ২৯১ রান করেন রুট। বার্মিংহামে তৃতীয় টেস্টে এক ইনিংস ব্যাটিংয়ের সুযোগ পেয়ে খেলেন ৮৭ রানের ইনিংস। তাতে ২০ রেটিং পয়েন্ট বেড়েছে এই ডানহাতি ব্যাটসম্যানের। তাঁর বর্তমান রেটিং পয়েন্ট ৮৭২।

উইলিয়ামসন দুইয়ে আছেন ১৩ রেটিং পয়েন্টে পিছিয়ে। শীর্ষ পাঁচে থাকা অন্যদের মধ্যে বাবর আজম ও ড্যারিল মিচেল আছেন যৌথভাবে ৩ নম্বরে, ৫ নম্বরে আছেন স্টিভ স্মিথ। এঁদের সবাই এক ধাপ করে এগিয়েছেন। তিনে থাকা হ্যারি ব্রুক চার ধাপ পিছিয়ে সাতে নেমেছেন।

রুট সর্বপ্রথম র‍্যাঙ্কিংয়ের শীর্ষে উঠেছিলেন ২০১৫ সালে। সর্বশেষ ২০২৩ সালের জুনেও ১ নম্বরে ছিলেন তিনি। গত সপ্তাহে বার্মিংহাম টেস্ট শুরুর আগে ছিলেন ২ নম্বরে।

ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে সিরিজে গতি আর বাউন্সে ঝড় তোলা উড বার্মিংহাম টেস্ট উইকেট নেন ৭টি। ডানহাতি এ পেসার র‍্যাঙ্কিংয়ে ৬ ধাপ এগিয়েছেন। ওয়েস্ট

ইন্ডিজের জেইডেন সিলস এগিয়েছেন ৭ ধাপ। ২২ বছর বয়সী এই পেসার আছেন ২৬ নম্বরে। ইংল্যান্ডের বিপক্ষে তৃতীয় টেস্টের প্রথম ইনিংসে ৩ উইকেট নিয়েছিলেন তিনি।

সিরিজের দ্বিতীয় টেস্টে নেন ৭ উইকেট। চলতি সিরিজে অভিষিক্ত গাস অ্যাটকিনসন ৪ ধাপ এগিয়ে এখন ৪৬ নম্বরে। বোলারদের র‍্যাঙ্কিংয়ে শীর্ষে আছেন রবিচন্দ্রন অশ্বিন। এখানে বাংলাদেশের শীর্ষ বোলার স্পিনার তাইজুল ইসলাম, আছেন ১৬ নম্বরে।

ব্যাটসম্যানদের মধ্যে বাংলাদেশিদের সেরা র‍্যাঙ্কিং মুশফিকুর রহিমের ২৫।

টেস্ট অলরাউন্ডার র‍্যাঙ্কিংয়ের শীর্ষ পাঁচে কোনো পরিবর্তন নেই। তবে ইংল্যান্ড অধিনায়ক বেন স্টোকস এক ধাপ এগিয়ে ৬ নম্বরে উঠেছেন। বাংলাদেশের সাকিব আল হাসান ৩ নম্বরে। শীর্ষে অবস্থান করছেন রবীন্দ্র জাদেজা।

পদক পেলেন রিঙ্কু সিংহও, গলায় ঝুলিয়েই কামড়

নিজস্ব প্রতিনিধি: শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে টি-টোয়েন্টি সিরিজে সেরা ফিল্ডার হলেন রিঙ্কু সিংহ। ভারতীয় দলের সাজঘরে এই পুরস্কার দেওয়ার চল রয়েছে। আর সেই পুরস্কার পেতেই পদকে কামড় দিলেন রিঙ্কু।

প্যারিসে অলিম্পিক্স চলছে। সেখানে যে ভাবে মনু ভাকেররা পদক জিতে তাতে কামড় দিচ্ছেন, রিঙ্কুকেও তেমনটা করতে দেখা গেল। পুরো সিরিজেই ফিল্ডার হিসাবে দুর্দান্ত সফল রিঙ্কু। শেষ ম্যাচে ১৯তম ওভারে বল করেন

তিনি। নিজের বলে নিজেই ক্যাচ নেন। ফিল্ডিং কোচ টি দিলীপ প্রতি সিরিজেই সেই পুরস্কার দেন। শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে টি-টোয়েন্টি সিরিজে পেলেন রিঙ্কু।

ভারতীয় দলের নতুন কোচ গৌতম গম্ভীর। সহকারী কোচ হয়েছেন অভিষেক নায়ার এবং রায়ান টেন দুশখতে। নতুন কোচদের যুগেও পুরনো রীতি চলছে। রিঙ্কু ছাড়াও পদক জয়ের দৌড়ে ছিলেন রিয়ান পরাগ এবং রবি বিষ্ণোই। রিঙ্কুর হাতে পদক তুলে দেন দুশখ তে। পুরস্কার দেওয়ার ভিডিয়ো পোস্ট করে বিসিসিআই। সেখানেই দেখা যায় রিঙ্কুকে পদকে কামড় দিতে।

টি-টোয়েন্টি সিরিজ ভারত জেতে ৩-০ ব্যবধানে। শেষ ম্যাচটি সুপার ওভারে যেতে ভারত। ভারত ১৩৮ রান তুলেছিল। শ্রীলঙ্কা সেই রান তাড়া করে জেতার মতো জায়গায় পৌঁছে গিয়েছিল। কিন্তু শেষ দু'ওভারে রিঙ্কু সিংহ এবং সূর্যকুমার যাদব মিলে বল করে দলকে সুপার ওভারে নিয়ে যায়। সেখানেই ম্যাচ জিতে নেয় ভারত।

ডাবলসে সোনা জয়ের পর ছবি তুলতে গিয়ে ভাঙল ব্যাট, সিঙ্গলস থেকে বিদায় বিশ্বের এক নম্বরের

নিজস্ব প্রতিনিধি: টেবল টেনিসের এক নম্বর খেলোয়াড় ছিটকে গেলেন প্যারিস অলিম্পিক্স থেকে। তাঁর ব্যাট ভেঙে গিয়েছে। মিক্সড ডাবলসে সোনা জয়ের পরের দিনই বিপত্তি। চিনের ওয়াং চুকিন বিদায় নিলেন সিঙ্গলস থেকে।

মিক্সড ডাবলসে সোনা জয়ের পর চুকিনদের নিয়ে ছবি তোলার হুড়োহুড়ি লেগে যায়। সেই সময় ভুল করে এক চিত্রগ্রাহকের দোষে ভেঙে যায় চুকিনের ব্যাট। ডাবলসে যে ব্যাট নিয়ে খেলেছিলেন, সিঙ্গলসে সেই ব্যাট নিয়ে খেলতে পারেননি। বিশ্বের এক নম্বর টেবল টেনিস খেলোয়াড় সিঙ্গলসে বিদায় নেন রাউন্ড অফ ৩২ থেকে। সুইডেনের ট্রুলস মোরগার্ড তাঁকে হারিয়ে দেন ৪-২

ফলে। মোরগার্ড ক্রমতালিকায় ২৬ নম্বরে।

মোরগার্ড ভাবতেই পারেননি তিনি জিতবেন। বিশ্বের এক নম্বরকে হারিয়ে তিনি মেঝেতে বসে পড়েন। কোর্টে দৌড়ে নেন। দর্শকেরা চিৎকার করতে থাকেন তাঁর জন্য। হারের জন্য যদিও চুকিন তাঁর ভাঙা ব্যাটকে দায়ী করেননি। তিনি বলেন, ত্ব্যাট ভেঙে যাওয়ায় আমার কষ্ট হয়েছে। তবে সেটার প্রভাব ম্যাচে পড়েনি। আমার প্রতিপক্ষ দুর্দান্ত খেলেছে। সেই কারণেই ও জিতেছে।

সিঙ্গলস থেকে বিদায় নিলেও চুকিন ছেলেদের ডাবলসে খেলবেন। ২৪ বছরের টেবল টেনিস খেলোয়াড় এখন চাইবেন সেই প্রতিযোগিতায় জিততে।

১৫৯ কোটি টাকা নিয়ে বাইজুস-এর সঙ্গে বোর্ডের সঙ্ঘাত কি মেটার পথে?

নিজস্ব প্রতিনিধি: সঙ্ঘাতের মূলে ছিল ১৫৯ কোটি টাকা। ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড ও বাইজুস-এর মধ্যে সেই সঙ্ঘাত কি এ বার মেটার পথে? অন্তত তেমনটাই ইঙ্গিত দিয়েছেন বাইজুস-এর আইনজীবী।

ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের স্পনসর ছিল শিক্ষা সংক্রান্ত অ্যাপ বাইজুস। বোর্ডের অভিযোগ, স্পনসর থাকাকালীন বাইজুস-এর কাছে ১৫৯ কোটি টাকা পাওয়ার কথা ছিল তাদের। কিন্তু সেই টাকা দেয়নি বাইজুস।

এই অভিযোগে 'ন্যাশনাল কোম্পানি ল ট্রাইবুনাল'-এর দ্বারস্থ হয় বোর্ড। সেখানেই তার শুনানি চলছে।

বুধবার বাইজুস-এর এক আইনজীবী অরুণ কাঠপালিয়া সংবাদমাধ্যমে জানান, দু'পক্ষ আলোচনার মাধ্যমে সমঝোতায় এসেছে। বাইজুস-এর মালিক বাইজু রবীন্দ্রনের ভাই রিজু রবীন্দ্রন বোর্ডের প্রাপ্য মিটিয়ে দেবেন বলে জানিয়েছেন তিনি।

কত টাকা মেটাতে হবে তা জানা না গেলেও অরুণ জানিয়েছেন, ইতিমধ্যেই ৫০ কোটি টাকা মিটিয়ে দেওয়া হয়েছে ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডকে। যদিও এই বিষয়ে বোর্ড বা বাইজুস সরকারী ভাবে কিছু জানায়নি।

গত কয়েক বছরে আর্থিক অবস্থা খারাপ হয়েছে বাইজুস-এর। শেয়ার বাজারে ধাক্কা খাওয়ার পাশাপাশি সংস্থার বোর্ড অফ ডিরেক্টরেও পরিবর্তন হয়েছে। তার প্রভাব পড়েছে। ২০২২ সালে তাদের সম্পত্তির মূল্য ছিল ১ লক্ষ ৮৪ হাজার কোটি টাকা। ২০২৩ সালে তা কমে দাঁড়িয়েছে ২৫ হাজার কোটি টাকা। তার মাঝেই বোর্ডের অভিযোগ ঘিরে ভাবমূর্তি খারাপ হচ্ছিল বাইজুস-এর। এখন দেখার তা ঠিক হয় কি না।

রাজ্য ফুটবল নিয়ামক সংস্থা আইএফএ র একশ একত্রিশতম বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয়ে গেল বুধবার পার্ক হোটেলে। এই সভাতে গত আর্থিক বছরে সংস্থার আয় ব্যয়ের হিসেব অনুমোদিত হয়। এছাড়াও সচিব অনির্বাণ দত্তের গত এক বছরের সংস্থার কার্যকলাপের অডিও ভিজ্যুয়াল রিপোর্ট পেশ করা হয়। সম্প্রতি নির্বাচিত আইএফএ র গভর্নিং বডির সদস্যদের পরিচয় করানো হয় এই সভায়। আইএফএ র পদধিকারীরা ছাড়াও সকল ক্লাব ও জেলা সংস্থার প্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন। ছিলেন রেফারি সংস্থা ও অফিস স্পোর্টস ফেডারেশনের প্রতিনিধিও।

সেই ফ্রান্সকেই প্রতিপক্ষ হিসেবে পেল আর্জেন্টিনা

নিজস্ব প্রতিনিধি: ফ্রান্স অলিম্পিক ফুটবল দলের অধিনায়ক জ্যঁ-ফিলিপে মাতেতা তাহলে আর্জেন্টিনাকে একরকম হুমকিই দিয়ে রাখলেন!

দেওয়ারই তো কথা। আর্জেন্টিনা দলের খেলোয়াড়, সমর্থক থেকে শুরু করে দেশটির ভাইস প্রেসিডেন্ট;কোপা আমেরিকা জয়ের পর ফ্রান্স দলকে নিয়ে তাঁরা যেভাবে অপমানজনক ও বর্ণবিদ্বেষী ভাষায় গান গেয়েছেন ও মন্তব্য করেছেন, তাতে ফরাসিদের ক্ষোভে ফেটে পড়াই স্বাভাবিক।

বিতর্কিত কর্মকাণ্ড নিয়ে এরই মধ্যে ফ্রান্স সরকারের কাছে ক্ষমাও চেয়েছে আর্জেন্টিনা সরকার। কিন্তু ক্ষোভের আগুন কি এত সহজে নেভে! যাদের সঙ্গে বিবাদ, এবার তাদের যদি ঘরের মাঠে প্রতিপক্ষ হিসেবে পাওয়া যায়, তাহলে সবকিছুর উচিত জবাব দেওয়ার মোক্ষম সময় তো এটাই। সেই সুযোগ পেয়েই গেল ফ্রান্স। ২০২২ কাতার বিশ্বকাপের ফাইনালে খেলা আর্জেন্টিনা-ফ্রান্স এবার প্যারিস অলিম্পিক ফুটবলের কোয়ার্টার ফাইনালে মুখোমুখি। আগামী শুক্রবার রাতে বোর্দোয় সেমিফাইনালে ওঠার লড়াইয়ে মুখোমুখি হবে দুই দল।

মার্শেইয়ে গতকাল রাতে নিউজিল্যান্ডকে ৩-০ গোলে হারিয়ে 'এ' গ্রুপের শীর্ষ দল হিসেবে কোয়ার্টার ফাইনালে উঠেছে স্বাগতিকেরা। লিওঁতে এর আগে আর্জেন্টিনা ২-০ গোলে ইউক্রেনকে হারিয়ে 'বি' গ্রুপ থেকে শেষ আটে জায়গা করে নিয়েছে।

তবে আর্জেন্টিনা হয়েছে গ্রুপ রানার্সআপ; গ্রুপ চ্যাম্পিয়ন হয়েছে মরক্কো। দুই দলেরই পয়েন্ট ও গোল পার্থক্য সমান হলেও মুখোমুখি দেখায় আশরাফ হাকিমিদের কাছে নাটকীয়ভাবে ২-১ গোলে হেরে গিয়েছিলেন হুলিয়ান আলভারেজ-নিকোলাস ওতামেন্দিরা। এ কারণে 'বি' গ্রুপের রানার্সআপ হিসেবে হাভিয়ের মাচেরানোর দলকে শেষ আটে খেলতে হচ্ছে 'এ' গ্রুপের চ্যাম্পিয়ন থিয়েরি অঁরির ফ্রান্সের বিপক্ষে।

নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে কাল প্রথম গোলটি ফ্রান্স অধিনায়ক মাতেতাই করেছিলেন। সব মিলিয়ে অলিম্পিক ফুটবলে বেশ ছন্দেই আছে ফরাসিরা। তিন ম্যাচে দলটি করেছে ৭ গোল; বিপরীতে গোল খায়নি একটিও। কোয়ার্টার ফাইনালে তাই আত্মবিশ্বাসের তুঙ্গে থেকেই খেলতে যাচ্ছে স্বাগতিকেরা। আর প্রতিপক্ষ যখন আর্জেন্টিনা, তখন ফরাসিদের আরও তেতে থাকার কথা।

মাতেতা কাল সে কথাই বলেছেন, 'সম্প্রতি যা ঘটেছে, ফ্রান্সের সবাই তাতে আক্রান্ত হয়েছি। তাই এবার আমরা দেখব কোয়ার্টার ফাইনালে কী হয়।' তবে আর্জেন্টিনাকে সমীহও করছেন ইংলিশ ক্লাব ক্রিস্টাল প্যালেসের এই স্ট্রাইকার, 'আর্জেন্টিনা বর্তমান বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন এবং ওরা এমন একটা দল, যারা সব টুর্নামেন্টের ফাইনালে ওঠে। তবে আগে আমরা (নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে) জয় উদ্‌যাপন করব। এরপর ওদের বিপক্ষে ম্যাচ নিয়ে ভাবব।'

কোপা আমেরিকা, ফিনালিসিমা, বিশ্বকাপ, কোপা আমেরিকা;গত তিন বছরে চারটি

শিরোপা জেতার পর আর্জেন্টিনার চোখ এখন প্যারিস অলিম্পিকের সোনার পদকে। ২০০৪ ও ২০০৮ সালে টানা দুবার অলিম্পিক ফুটবলে চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল দলটি।

এরপর সোনা দূরে থাকা, তারা আর কোনো পদক পায়নি। ১৬ বছরের আক্ষেপ এবার ঘোচাতে চান হুলিয়ান আলভারেজ। কাল ইউক্রেনকে হারিয়ে কোয়ার্টার ফাইনালে ওঠার পর ম্যানচেস্টার সিটির এই আর্জেন্টাইন ফরোয়ার্ড স্বদেশি ক্রীড়াবিষয়ক টিভি চ্যানেল টিওয়াইসি স্পোর্টসকে বলেছেন, 'আমরা হার দিয়ে শুরু করেছিলাম। সেই হার নিয়ে সত্যিই খুব রাগান্বিত ছিলাম। এরপর আমরা দারুণভাবে ঘুরে দাঁড়িয়েছি। ফ্রান্স স্বাগতিক। তাই আমরা জানি ওদের বিপক্ষে খেলার অর্থ কী। তবে ফাইনালে যেতে হলে আমাদের সামনে যারাই পড়বে, তাদেরকেই হারাতে হবে।'

আর্জেন্টিনা ও ফ্রান্স ভিন্ন মহাদেশের দল হওয়ায় তাদের খুব একটা দেখা হয় না। দল দুটি সর্বশেষ মুখোমুখি হয়েছিল ২০২২ কাতার বিশ্বকাপ ফাইনালে। লুসাইলের সেই ফাইনালে ফ্রান্সকে টাইব্রেকারে হারিয়ে ৩৬ বছর পর বিশ্বকাপ জেতে আর্জেন্টিনা। এরপরই আর্জেন্টিনার সমর্থকেরা ফ্রান্স দলকে নিয়ে অপমানজনক ও বর্ণবিদ্বেষী ভাষা ব্যবহার করে গানটি গাইলে দুই দেশের সম্পর্কের অবনতি হয়।

সেই গানে ফ্রান্সের তারকা স্ট্রাইকার ও বর্তমান অধিনায়ক কিলিয়ান এমবাপ্পেকে নিয়ে কুরুচিপূর্ণ শব্দ ব্যবহার করা হয় এবং আরও কয়েকজন ফরাসি খেলোয়াড়কে 'অন্য দেশ থেকে আগত' সম্বোধন করা হয়। আর্জেন্টিনার গোলকিপার এমিলিয়ানো মার্তিনেজ এমবাপ্পের জন্মদিনে তাঁকে নিয়ে বিদ্রূপও করেন। সে সময়ও ঘটনার নিন্দা জানিয়ে আর্জেন্টিনা ফুটবল অ্যাসোসিয়েশনকে (এএফএ) চিঠি পাঠিয়েছিল ফ্রেঞ্চ ফুটবল ফেডারেশন (এফএফএফ)। ফ্রান্সের ক্রীড়ামন্ত্রীও মার্তিনেজের প্রতি ক্ষোভ প্রকাশ করেন।

এবার আর্জেন্টিনা কোপা আমেরিকা জয়ের পর দলটির মিডফিল্ডার এনজো ফার্নান্দেজ টিম বাসে সেই গান গেয়ে পুরোনো বিতর্ককে নতুন করে উসকে দেন। শুধু তা-ই নয়, ফার্নান্দেজকে সমর্থন জানিয়ে আর্জেন্টিনার ভাইস প্রেসিডেন্ট ভিক্তোরিয়া ভিয়ারুয়েল ফ্রান্সকে 'ঔপনিবেশিক' ও 'দ্বিচারী' রাষ্ট্র বলেন।ফার্নান্দেজের বর্ণবিদ্বেষী গান নিয়ে সমালোচনা শুরু হলে তিনি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ক্ষমা চেয়ে নেন। ফরাসি দূতাবাসে এক জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তাকে পাঠিয়ে ভাইস প্রেসিডেন্ট ভিয়ারুয়েলের পক্ষ থেকে ক্ষমা চায় আর্জেন্টিনা সরকারও। আর্জেন্টাইন প্রেসিডেন্ট হাভিয়ের মিলেই ফরাসি প্রেসিডেন্ট এমানুয়েল মাখোঁর আমন্ত্রণে প্যারিস অলিম্পিকের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানেও হাজির হন।

তবে দুই দেশের সম্পর্কের অবনতি যেহেতু ফুটবল থেকেই শুরু হয়েছে, তাই এবার হয়তো অলিম্পিক ফুটবলেই এর শেষ দেখে ছাড়বে আর্জেন্টিনা-ফ্রান্স।

Printed and Published by **Krishnanand Singh** on behalf of **Narsingha Broadcasting Pvt. Ltd.** Printed at **LS.Publication, 4, Canal West Road, Kolkata 700015** and Published at **1, Old Court House Corner, 3rd Floor, Room no. 306(S), Tobacco House, Kolkata- 700001 RNI No. WBBEN/2006/17404,** Phone: 033-4001 9663 email# dailyekdin1@gmail.com **Editor: Santosh Kumar Singh**

নরসিংহ ব্রডকাস্টিং প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে **কৃষ্ণানন্দ সিং** কর্তৃক ১, ওল্ড কোর্ট হাউস কর্ণার, ৪র্থ তল, রুম নম্বর ৩০৬ (এস), টোবাকো হাউস, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত ও এলএস পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা-৭০০০১৫ থেকে মুদ্রিত।
RNI No. WBBEN/2006/17404, ফোন-০৩৩-৪০০১ ৯৬৬৩, ইমেল dailyekdin1@gmail.com **সম্পাদক- সন্তোষ কুমার সিং**